ভারতবর্ষীয়

কবিদিগের সময়নিরূপণ।

ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়নিরূপণ

"সংস্কৃত কোকিলদূত কাব্য" প্রণেতা

৺ হরিমোহন প্রামাণিক প্রণীত।

কলিকাতা ;
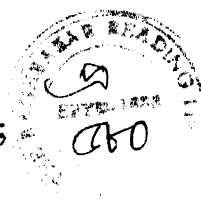
১২২ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীযশোদানন্দন প্রামাণিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩/৭ নং বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০২।

ভূমিকা।

ভারতবর্ষীয় কবিদিগের আবির্ভাবকাল নিরূপণ বিষয়ক কোন গ্রন্থ নাই বলিয়া অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন; ভারতবর্ষে পুরাবৃত্ত গ্রন্থ রচনার প্রথা না থাকাতেই এই দোষ ঘটিয়াছে। যদিও পণ্ডিতবর উইলসন্ সাহেব প্রভৃতি এতৎসম্বন্ধীয় অনুসন্ধান কার্য্যে অনেক যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি কেহ ইহাতে সম্যক্‌রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের এতদ্বিষয়ের প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ হইয়াছে, ইহাই আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয়।

এই সংকলিত কার্য্যের সংসাধন করা সহজ ব্যাপার নহে। এক ত এই প্রস্তাব ঘটিত কোন গ্রন্থাদি নাই। রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি দুই একখানি গ্রন্থ যাহা আছে, তাহাতে সমুদয় ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত লিখিত হয় নাই; বিশেষতঃ, তাহাতে কেবল রাজাদিগের জীবনচরিত ব্যতীত কবিদিগের বিষয় লিখিবার উদ্দেশ্য ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমানকালের পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ অন্যান্য প্রসঙ্গের আনুষঙ্গিকরূপে তদ্বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যেও আবার পরস্পর মতের এ প্রকার বিসম্বাদ দেখা যায় যে, তাহার মীমাংসা করা অস্মদাদির ক্ষমতার অতীত। তথাপি সেই সকল পণ্ডিতগণকেই আমরা এই দুর্গম পথের প্রদর্শক বলিয়া নানা গ্রন্থ হইতে তাঁহাদিগের বাক্য সকল সঙ্কলন করিয়া এই নূতন গ্রন্থের অবতারণা করিতেছি।

ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি বটে, কিন্তু যেমন কোন পুণ্যনদীতে অবগাহন করিতে অশক্ত হইলে তাহার বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ করিয়া লোকে আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করে, আমিও সেই প্রকার কতিপয় কবির নামকীর্ত্তন করিয়াই আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতেছি। অন্যান্য যুগবর্ত্তী কবিগণ, যাঁহারা ঋষি নামে খ্যাত, তাঁহাদিগের কথা দূরে থাকুক, এই কলিযুগের মধ্যে কত কবি জন্মিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমি অনেক পরিশ্রম করিয়া যে কয়েকজন মাত্র কবির বিষয়

লিখিলাম, তাঁহাদিগের সমুদয় সংখ্যার সমষ্টি করিলে, বোধ করি, ইহা তাহার শতাংশের একাংশও হইবে না। অতএব এ বিষয়ে আমার যে আগ্রহ করা, সে কেবল দুরাশা মাত্র।

"তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং।"

অথবা—

"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।"

আমি এই পুস্তকের মধ্যে যাহা কিঞ্চিৎ লিখিলাম, তাহার মধ্যে অনেক বিষয়ে আমি নিজ অনুসন্ধান ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছি, অতএব ইহাতে ভ্রম থাকিবার অনেক সম্ভাবনা। পাঠকমহাশয়গণ সেই সকল ভ্রম সংশোধন করিয়া এবং অতিরিক্ত অনুসন্ধান যাহা করিতে পারেন তাহা লিখিয়া যদি সর্ব্বসাধারণের সমীপে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট আমি বিশেষ বাধিত হইব এবং তদ্দ্বারা এতদ্বিষয়ের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-দিগেরও যথেষ্ট উপকার দর্শিবে।

পণ্ডিত ও কবিদিগের মধ্যে অনেকেরই লিখিত সময়ের অবধারণ করিতে পারা যায় নাই; কিন্তু কোন নিশ্চিত সময়বর্ত্তী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের নাম উল্লেখিত থাকা দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে তত্তৎগ্রন্থকর্ত্তার পূর্ব্ব-বর্ত্তী বলিয়া লেখা গিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদিগের জীবিত সময়ের কতক নির্দ্ধারণ হইয়া থাকার সম্ভাবনা।

কবিদিগের কোন বিষয় লিখিতে হইলে প্রথমে "কবি" কাহাকে কহে, তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক। অলঙ্কারকৌস্তুভে উক্ত হইয়াছে:—

"সবীজো হি কবির্জ্ঞেয়ঃ স সর্ব্বাগমকোবিদঃ।
সরসঃ প্রতিভাশালী যদি স্যাদুত্তমস্তদা"॥

বীজ অর্থাৎ কাব্যোৎপত্তি এবং কাব্যরসাস্বাদন এই উভয়ের হেতুভূত প্রাক্তনসংস্কারবিশেষবিশিষ্ট ব্যক্তিই কবি। তিনি যদি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, সুরসিক এবং প্রতিভাশালী (১) হন, তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তমের মধ্যে গণনা করা যায়।

---

(১) নব নব বিষয়ের উল্লেখশালিনী বুদ্ধিকে "প্রতিভা" কহে; যথা—"প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখ-শালিনী প্রতিভা মতা" ইতি।

সাহিত্যদর্পণের দশম পরিচ্ছেদে বিশেষালঙ্কারে লিখিত আছে যথা—

দিবমপ্যুপযাতানামাকল্পমনল্পগুণগণা যেষাম্।

রময়ন্তি জগন্তি গিরঃ কথমপি কবয়ো ন তে বন্দ্যাঃ॥

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্য-শাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। তাঁহারা এই উভয় বিভাগের মধ্যেই সমুদয় সাহিত্য শাস্ত্র সমাবেশিত করিয়াছেন। শ্রব্যকাব্য ত্রিবিধ;—পদ্যময়, গদ্যময়, গদ্য-পদ্যময়। পদ্যময় কাব্যও ত্রিবিধ;—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য। পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য কহে, যথা—অমরুশতক, সূর্য্য-শতক প্রভৃতি। কিন্তু আমরা কোষশব্দ-বাচ্য পদ্যময় অভিধান গুলিকেও (যদিও তাহাতে কাব্যের লক্ষণ নাই) কোষকাব্যের মধ্যে গণনা করিয়া তৎ-প্রণেতা অমর সিংহ প্রভৃতিকেও কবির মধ্যে পরিগণিত করিলাম।

এক্ষণে কলের্গতাব্দা ৪৯৬৭ বৎসর। সম্বৎ ১৯২৩ বৎসর। শকাব্দা ১৭৮৮ বৎসর। বঙ্গাব্দা ১২৭৩ (২)। খৃষ্টীয়াব্দা ১৮৬৬।৬৭। ইহার মধ্যে বিশেষ এই সম্বৎ চান্দ্রমানে, শকাব্দা সাবনমানে(৩) এবং বঙ্গাব্দ সৌরমানে গৃহীত হয়। খৃষ্টীয়াব্দ প্রতিবৎসর সৌর পৌষমাসের অষ্টাদশ দিবসে প্রায়ই আরব্ধ হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন (৪) যুধিষ্ঠিরের ৩০৪৩ অব্দ গত হইলে বিক্রমাদিত্যের আধিপত্য কাল অর্থাৎ সম্বৎ আরব্ধ হয় (৫); কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর গণনা অনুসারে কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবদিগের জন্ম হয় (৬)। ইহাতে এক্ষণে কলিযুগের ৪৯৬৭ বৎসর এবং সম্বতের ১৯২৩ বৎসর গত

---

(২) ১২৮০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ভাদ্র তারিখে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়; সুতরাং গ্রন্থ-প্রণয়নের ২৯ বৎসর ও গ্রন্থকর্ত্তার মৃত্যুর ২২ বৎসর পরে ইহা প্রকাশিত হইতেছে। ইতি—প্রকাশক।

(৩) সৌর সম্বৎসরে ষট্‌দিবসাধিকঃ সাবনসম্বৎসরো ভবতীতি মলমাসতত্ত্বং। অর্থাৎ সৌরসম্বৎসরের অপেক্ষা সাবনসম্বৎসর ছয় দিন অধিক হইয়া থাকে।

(৪) অনেক পুরাণাদিরই এই মত বটে।

(৫) উর্দ্দু ভাষায় লিখিত "আরাএশ মহফেল" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের ৩০৪৪ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের শক আরব্ধ হয়।

(৬) "শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"

কহ্লণ রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গের ৫১ শ্লোক।

হওয়াতে তদুভয়ের গণনা করিলে যুধিষ্ঠিরাব্দের ২৩৯০ বৎসর গত হইলে পর বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ নামক বৎসরের প্রারম্ভ হয়।

মঙ্গলাচরণ।

নত্বেশং দ্রুহিণং হরীন্ গণপতিং বাণীং গুরুং ভার্গবং
বাল্মীকিং ভরতং পরাশরমপি ব্যাসং বশিষ্ঠাদিকং।
কর্ত্তুং কালনিরূপণং হি কিয়তাং প্রাক্ সৎকবীনামহং
শক্তঃ কিন্তু ন বেদ্মি কিং মম পরং হাস্যাস্পদত্বং ভবেৎ॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ (শিব), দ্রুহিণ (ব্রহ্মা), হরীন্, (১), গণপতি (গণেশ), বাণী (সরস্বতী), গুরু (বৃহস্পতি) ভার্গব (শুক্রাচার্য্য), বাল্মীকি, ভরতমুনি, পরাসর, ব্যাস, এবং বশিষ্ঠ (২) প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া কতিপয় সৎকবির বর্ত্তমান সময় নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু ইহাতে আমি হাস্যাস্পদ হইব কি না তাহা জানি না।

---

(১) একশেষ সমাসে বহুবচনান্ত প্রয়োগ দ্বারা বিষ্ণু ইন্দ্র, ও চন্দ্র সূর্য্যকে বুঝাইল; যেহেতু মেদিনীকার ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি ইহাঁদিগকেও কবি শব্দে উক্ত করিয়াছেন। এবং হরি শব্দে কপি অর্থাৎ হনুমানকেও বুঝায়। যেহেতু মহানাটক তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ উক্ত নাটককে কালিদাসের রচিত বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু যখন দশরূপাবলোকের মধ্যে মহানাটকের ৫৫ সংখ্যক:—

"বাহ্বোর্বলং ন বিদিতং ন চ কার্ম্মুকস্য
ত্রৈয়ম্বকস্য সুতরামযমেব দোষঃ।
তচ্চাপলং পরশুরাম মম ক্ষমস্ব
ডিম্বস্য দৌর্বিলসিতানি মুদে গুরূণাম্॥"

এই শ্লোকটীকে হনুমন্নাটকের বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন ইহার বিরুদ্ধ প্রবাদের প্রবলতা হইতে পারে না। সঙ্গীতশাস্ত্রাদির কয়েকখানি গ্রন্থ হনুমানের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের হনুমদ্ভাষ্য ও পদ্যাবলী-ধৃত শ্লোক সকল হনুমন্নামক অন্য কোন ব্যক্তির রচিত হইবে। সেতুবন্ধে প্রাপ্ত বণিকগণ কর্ত্তৃক "খণ্ডপ্রশস্তি" হনুমৎকৃত। The Pandit, No. 49. এই "খণ্ডপ্রশস্তির" চতুর্দ্দশ শ্লোকটী ভাগবতে ও ষষ্ঠসপ্ততি সংখ্যক শ্লোকটী কর্ণাটরাজবর্ণনে মহাপদ্যে ৬ষ্ঠ শ্লোকে ধৃত হইয়াছে। The Pandit, No 51, p. 75 and ditto, No. 58, p. 232.

(২) ইহাঁরা সকলেই আদি কবি; এ জন্য ইহাঁদিগের প্রত্যেককে প্রণাম করা গেল। ইহাঁদিগের সময় নিরূপণ করা অনাবশ্যক, যে হেতু নানা পুরাণে তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

১৭৪৮ শকাব্দের ৫ই পৌষ মঙ্গলবারে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুর গ্রামে হরিমোহন প্রামাণিকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাধামাধব প্রামাণিক ও পিতামহের নাম রামচন্দ্র প্রামাণিক। রামচন্দ্র প্রামাণিক নিজালয়ে শ্রীশ্রী৺ রাধারমণজি বিগ্রহের মূর্ত্তি ও সেবা স্থাপন ও অন্যান্য বহুবিধ সদ্ব্যয়ের দ্বারা ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যান।

রাধামাধব প্রামাণিক বাল্যে সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা করিয়া পরিণত বয়সে কলিকাতায় থাকিয়া ইংরাজি শিক্ষা করেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় শান্তিপুর গ্রামে যে কয়েক জন উক্ত ভাষা শিক্ষা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ছাত্র। বিদ্যানুশীলনে তাঁহার সবিশেষ যত্ন ছিল, এবং স্বয়ং ও মৌলবী রাখিয়া অনেক ছাত্রকে নিজালয়ে ইংরাজি, সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা দিতেন। তাঁহার কৃত কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ যদিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা ভাষায় পদাবলি ও গীতাদি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক গুলিতে বিশেষ গুণপণা লক্ষিত হয়। পাঠকবর্গের গোচরার্থ এই স্থলে রাধামাধব প্রামাণিকের কৃত একটি কীর্ত্তনের পদ উদ্ধৃত করা গেল; এ পদটি অদ্যাপি শান্তিপুরে সময়ে সময়ে গীত হইয়া থাকে।

তাল ঠেকা;—রাগ বসন্তবাহার।

চন্দ্রমল্লিকা যূথি বিকশিত হয়। (আহা)
কুঞ্জে শোভে অতিশয়।
গুঞ্জরে মধুকর মনোহর রঙ্গে।
হরি খেলত নব গোপী সঙ্গে॥
মোহনলাল, লাল, লাল হে।
বাজত তাল তরঙ্গে,
নাচত মুরহর মোহন ত্রিভঙ্গে॥

ডারে গোলাল, আজু রঙ্গ ভৈই ভাল।
গাওয়ে রসাল কোহি ধরে করতাল ;
পীতবসন শোভে শ্রীনন্দ-কুমার,
নীলবসন রাধার, দোঁহ বদন দোঁহে
নিরখে অপাঙ্গে ॥

রাধামাধব প্রামাণিকের সততা ও বদান্যতার বিষয় সর্ব্বদাই লোকমুখে শ্রবণ করা যায়। হরিমোহন রাধামাধব প্রামাণিকের তৃতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাধাশ্যাম ও মধ্যম বিশ্বম্ভর যৌবনাবস্থাতেই পরলোক গমন করেন। বাল্যকালে হরিমোহন তাঁহার পিতার নিকটে সামান্যরূপ ইংরাজী, সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা করেন। যৌবনাবস্থায় তিনি কবিরাজ কালিদাস সেনের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও মুন্সি কিনু নামক একজন মুসলমান মৌলবির নিকট রীতিমত পারসি ভাষা অধ্যয়ন করেন। যদিও কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট ইংরাজী ভাষা পরে অধ্যয়ন করেন নাই, তথাপি সংস্কৃত ও পারসি ভাষার ন্যায় ইংরাজিতেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ব্যাকরণ, অভিধান ও প্রথম পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে তিনি বর্ত্তমান ইয়ুরোপের ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষা ও অনেক গুলি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সুযোগ পাইলেই উপযুক্ত ব্যক্তির নিকটে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতেন। (১)

(১) ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার কি প্রকার অনুরক্তি ও অধ্যবসায় ছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত দুইখানি পত্রে প্রকাশ হইবে। প্রথম পত্রখানি ১৮৭১ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে শান্তিপুর হইতে তিনি রেভেরেণ্ড স্যামুএল ডাইসন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পত্রখানি কলিকাতার বেনেটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ১২৭৮ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। প্রথম পত্রখানি, যথা—

Sir,

* * * * * *

An attentive perusal of the Greek Gospels has incited in me a great curiosity of reading the original Pentateuch. I presume therefore to ask your directions as to which Hebrew and English Grammar may be found to be the most appropriate for a beginner.

I have &c.
Hari Mohon Pramanik.

১৭৭৭ শকে হরিমোহন প্রামাণিক "সংস্কৃত কোকিলদূত" কাব্য রচনা করিয়া ১৭৮৫ শকে মুদ্রাঙ্কিত করেন। উক্ত কাব্যের সংস্কৃত টীকা তাঁহার সংস্কৃত অধ্যাপক কালিদাস সেন ও বাঙ্গালা টীকা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দীনদয়াল প্রামাণিকের নামে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থই হরিমোহনের লেখা। গ্রন্থ খানি বিতরণ জন্যই গ্রন্থকার মুদ্রাঙ্কিত করেন।

"সংস্কৃত কোকিলদূত" কাব্য রচনার পূর্ব্বে তিনি ইংরাজিতে "An Address to Young Bengal" নামক আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক এক প্রবন্ধ রচনা করেন; তাহা অদ্যাপি মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন ১৭৮৭ শক হইতে ১৭৯৩ মধ্যে "কবি সময় নিরূপণ", "কমলা করুণা বিলাস" নামক সংস্কৃত নাটক প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থের সূত্রপাত ও কিয়ৎপরিমাণে সমাপ্তি সাধন করেন (২)। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কবি সময় নিরূপণ এত দিন পরে মুদ্রাঙ্কিত ও

দ্বিতীয় পত্র খানি, যথা—

* * * *

কল্য সংক্রান্তিতে শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ লেখাইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। তুমি যত শীঘ্র পার গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের টীপ্পনী আর যেযে টীকা পাওয়া যায় তৎসমুদয় এবং গোস্বামী গ্রন্থের তালিকা পাঠাইলে ভাল হয়। শ্রীশ্রী ৺ গ্রন্থ লেখা তোমার অপেক্ষায় বন্ধ রহিল। ঐ সকল টীকা টীপ্পনি না পাইলে কিরূপে লেখাই; এক গ্রন্থেই সব টীকা লেখাইতেছি। তোমার সেই জিন্দ্ ভাষার ব্যাকরণ অদ্যাপি পাই নাই; উহার জন্য পুনর্ব্বার লিখিলাম।

* * * *

শুভার্থিনঃ

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামিনঃ

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, উপর্য্যুক্ত পত্র দুইখানি তাঁহার ৪৫ বৎসর বয়সের সময়ে লিখিত হয়; ইহার দুই বৎসর পরে ৺ হরিমোহনের মৃত্যু হয়।

(২) খৃষ্টীয় ১৮৭১ সালের ১০ই (?) তারিখে কলিকাতায় অবস্থিতিকালে হরিমোহন প্রামাণিক নিজরচিত গ্রন্থের যে একটি তালিকা করেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

In Sanskrit.

1. A Dramatic Poem founded upon the subject of an Episode of the Puran and written also with reference to the late famine, containing some moral precepts as regards the acquisition and the proper use of wealth.

In Vernacular.

2. A Sanskrit Dissertation of Rhetoric translated for the first time.

3. A Chronological Biography with critical remarks of some eminent Indian Poets.

*

প্রকাশিত হইল (৩)। ইয়ুরোপের বর্ত্তমান ও প্রাচীন সমস্ত ভাষাই সংস্কৃত মূলক, এই বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ বহুলপরিমাণে প্রমাণ সংগ্রহ ও এক বিস্তৃত গ্রন্থের সূত্রপাত করেন। গ্রন্থকারের অকালে মৃত্যু হওয়ায় উক্ত গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

১৭৯৫ শকের ৪ঠা ভাদ্র তারিখে হরিমোহন প্রামাণিকের পরলোক হয় তখন তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর ৮ মাস হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষরূপ বিব্রত ছিলেন; তথাপি সাংসারিক বিষয়ে এতাদৃশ নির্লিপ্ত ছিলেন যে, তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের ব্যাঘাত হইত না। প্রাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কিয়ৎকাল ধর্ম্মচিন্তার পর ১১টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা; পরে স্নানান্তর দুই ঘণ্টা যাবৎ পূজাহ্নিক; বৈকালে পুনরায় অধ্যয়ন; সন্ধ্যার পর গৃহদেবতার মন্দিরে হরিনাম ও সঙ্কীর্ত্তন; পরে রাত্রি ৯টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত পুনরায় অধ্যয়ন, এইরূপ দৈনন্দিন ব্রত ছিল। বদান্যতা ও পরদুঃখকাতরতা তাঁহার জীবনের ভূষণস্বরূপ ছিল। তাঁহার কখন কোন শত্রু ছিল না বলা অত্যুক্তি হয় না; এবং তাঁহার পবিত্র জীবনের নানাবিধ প্রসঙ্গ অদ্যাপি লোকমুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। ইতি প্রকাশক।

---

4. A Philosophical work with a brief synopsis showing the coincidence existing in some points between the Eastern and the Western tenets of Philosophies.

5. An Alphabetical Lexicon showing the different modes in which Sanskrit words may be written.

6. A new Guide for learning easily the Rules for distinguishing the Numbers and Genders of certain Sanskrit words.

Not yet complete.

7. A Comparative Grammar.

8. The Common Source of Religion.

(৩) পাঠকদিগের গোচরার্থ বলা আবশ্যক যে, আমরা গ্রন্থখানির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করি নাই। যদিও গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর গত দ্বাবিংশতি বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থে লিখিত অনেক বিষয়ের বহুলপরিমাণে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার গ্রন্থখানি যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন, সেই অবস্থায় তাহা মুদ্রাঙ্কিত করা আমাদিগের কর্ত্তব্য বোধ হওয়ায়, একটি শব্দেরও পরিবর্ত্তন করা যায় নাই। ইতি প্রকাশক।

সূচীপত্র।

প্রথম কাল।

দ্বিতীয় কাল।

তৃতীয় কাল।

চতুর্থ বা অন্ত্যকাল।

আধুনিক।

ভারতবর্ষীয়

কবিদিগের সময়নিরূপণ

প্রথম কাল।

গুণাঢ্য। (১)

কথাসরিৎসাগর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে গুণাঢ্য কবি কাত্যায়ন বররুচির সমকালবর্ত্তী। এই কাত্যায়ন এক জন বৈদিক মুনি। ইনি স্বয়ং অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। যথা, বাজীসূত্র, সামবেদের উপগ্রন্থ, স্মার্ত্তশ্লোক, কর্ম্মপ্রদীপ, অথর্ব্ব বেদের ব্রাহ্মণকারিকা, এবং মহার্ণবস্বরূপ পাণিনির মহাবার্ত্তিক। এতদ্ভিন্ন বেদের সর্ব্বানুক্রমণী গ্রন্থও এই কাত্যায়ন মুনির রচিত। ঐ সর্ব্বানুক্রমণী গ্রন্থের ভাষ্যকার ষড়্‌গুরুশিষ্য, নিজকৃত ভাষ্যে কাত্যায়নের বিবরণ অনেক লিখিয়াছেন। তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এই;—বৈদিক গ্রন্থকারের মধ্যে প্রথম শৌনক, দ্বিতীয় তৎশিষ্য আশ্বলায়ন, তৎপরে কাত্যায়ন, চতুর্থ পতঞ্জলি; ইনি কাত্যায়ন-কৃত গ্রন্থের ভাষ্য লেখেন, এবং কাত্যায়নের অত্যল্প পরেই উদিত হইয়াছিলেন; পঞ্চম ব্যাস; ইনি পতঞ্জলির একখানি সূত্র অর্থাৎ যোগসূত্রের টীকা লেখেন এবং সমগ্র বেদ সংগ্রহ করিয়া বেদব্যাস নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। গুরু শিষ্যে অথবা পিতা পুত্রে যে প্রকার অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে, এই সকল বৈদিক মুনিদিগের মধ্যে প্রায় তদ্রূপ কাল ব্যবধান হইবে। কিন্তু ঋষিদিগের গ্রন্থরচনার পৌর্ব্বাপর্য্য দৃষ্টি করিয়া তাহাদের সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য অবধারণ করা যাইতে পারে না। কারণ, পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য করিয়াছেন বলিয়া বেদব্যাসকে কখনই পতঞ্জলি মুনির শিষ্য,

---

(১) ইঁহার পূর্ব্বে ভাসক প্রভৃতি যে সকল কবি ছিলেন তাঁহাদিগের নামমাত্র শুনা যায়; তাঁহাদিগের কৃত কোন কাব্যাদি এ পর্য্যন্ত আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অথবা তাঁহা হইতে আধুনিক বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না; যেহে নানা পুরাণে বেদব্যাসকেই অন্ত সমস্ত বৈদিক মুনিদিগের গুরু বলিয়া লিখিয়া ছেন। সে যাহা হউক, ষড়্‌গুরুশিষ্যের বাক্যানুসারে কাত্যায়ন মুনিকে অতিশয় প্রাচীন বলিয়া জানা যাইতেছে; (১) এবং অমরকোষাভিধানে ভগবতী দুর্গার নামপর্য্যায়ে যে কাত্যায়নী শব্দ আছে, তাহার ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যাতে অনেকেই এই কথা লিখিয়াছেন যে, ভগবতী দুর্গা কোন এক কল্পে কাত্য অর্থাৎ কাত্যায়ন মুনির কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার একটি নাম কাত্যায়নী। অতএব ইহাতেও কাত্যায়ন মুনিকে প্রাচীনতম বোধ হয়। কিন্তু কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের রচনাকর্ত্তা বলেন যে, কাত্যায়ন বররুচি মহাদেব কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া বৎস নৃপতির রাজধানী কৌশাম্বী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। (২)

কাত্যায়ন শৈশবাবধি অতিশয় আশ্চর্য্য মেধাবিশিষ্ট ছিলেন। তিনি নাট্য-

---

(১) পাণিনির ভূমিকাতে গোল্ডষ্টুকর সাহেব লিখিয়াছেন যে, কাত্যায়ন পতঞ্জলির সমসাময়িক, অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৪০—১২০ বৎসরে জীবিত ছিলেন।

(২) ফলতঃ ইহাতে বিবেচনা হইতেছে যে, যিনি পূর্ব্বে কাত্যায়ন মুনি নামে খ্যাত ছিলেন, তিনিই মহাদেব কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া বররুচি নাম ধারণ করেন। এজন্ত তাঁহাকে কোন কোন স্থলে কাত্যায়ন বররুচি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যেহেতু কলাপ ব্যাকরণের রচনাকর্ত্তা সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য, যিনি শালিবাহন নামক কোন রাজার মন্ত্রী ছিলেন, তিনি ঐ কাত্যায়ন বররুচির কৃত কৃদন্ত শব্দ সকল সাধিত হওয়াতে আর স্বতন্ত্ররূপে কৃদন্ত নিজ ব্যাকরণ মধ্যে রচনা করেন নাই; এজন্ত ঐ ব্যাকরণের বৃত্তিকার দুর্গসিংহ লিখিয়াছেন যে,

"বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ।
কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধি-প্রীতিবৃদ্ধয়ে॥"

অর্থাৎ, "বৃক্ষাদি শব্দ সকলের স্থায় কৃদন্ত শব্দ সকল 'রূঢ়' প্রসিদ্ধ আছে, এজন্ত কৃতী সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য, আর কৃদন্ত রচনা করেন নাই। নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের বোধের নিমিত্ত কাত্যায়ন তাহা রচনা করিয়াছেন।" এই স্থলে ঐ বৃত্তির পঞ্জিকাকার ত্রিলোচন দাস লিখিয়াছেন যে "কাত্যায়নেন বররুচি-শরীরং পরিগৃহ্য" ইত্যাদি; অর্থাৎ "কাত্যায়ন বররুচিশরীর পরিগ্রহ করিয়া" ইত্যাদি; ইহাতেও কাত্যায়নের জন্মান্তরলাভ জানা যাইতেছে। গরুড়পুরাণে যে কুমার ব্যাকরণ আছে, তাহাতে কার্ত্তিকের বক্তা ও কাত্যায়ন শ্রোতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অতএব কাত্যায়ন মুনিকে বররুচি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

[illegible]র কোন নাটকের অভিনয় দর্শন ও শ্রবণান্তে তাহা স্বীয় মাতার নিকট [illegible]লিয়া সমুদয় আনুপূর্ব্বিক বলিতে পারিতেন, এবং তাঁহার উপনয়ন হইবার [illegible]র্ব্ব ব্যাড়ি প্রমুখাৎ শ্রুত প্রাতিশাখ্য অনায়াসে মুখস্থ বলিতে পারিতেন। [illegible]নি পরে বর্ষ মুনির শিষ্য হন, এবং অত্যল্প কাল মধ্যে বেদ বেদাঙ্গে এত [illegible]ধিক পারগ হইয়াছিলেন যে, একদা ব্যাকরণের বিচারে পাণিনিকে পরাস্ত [illegible]রিয়াছিলেন; কেবল মহাদেবের আনুকূল্যে অবশেষে পাণিনি জয়যুক্ত [illegible]হলেন, এবং কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধসম্বরণার্থ পাণিনি-কৃত ব্যাকরণ [illegible]য়ং পাঠ করিয়া তাহাকে সংশোধন করিলেন। তিনি পরে পাটলিপুত্র নগ-[illegible]বের অধিপতি নন্দরাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। সোমদেবের লিখিত উপরোক্ত [illegible]ত্তান্ত পাঠ করিলে কাত্যায়নকে অতিশয় আধুনিক বোধ হয়; কারণ কাত্যায়নকে যে নন্দ ভূপতির মন্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, (১) ঐ নন্দ ভূপতি চন্দ্রগুপ্তের অব্যবহিত পূর্ব্বেই পাটলিপুত্র নগরের রাজা ছিলেন, এবং [illegible]তিবৃত্তবেত্তাগণ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন। অতএব চন্দ্রগুপ্তকে খৃষ্টাব্দের তিন শত বৎসর [illegible]র্ব্বে যদি স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে কাত্যায়নের সময় তাহার কিছু [illegible]র্ব্বেই হইতে পারে। (২) এতাবতা মুনিদিগের জীবিতসময়ের নিরূপণ করা [illegible]হজ ব্যাপার নহে; কখন পাণিনিকে বেদব্যাসের অপেক্ষায় অনেক আধুনিক [illegible]বাধ হয়; কখন বেদব্যাসকেই তদপেক্ষায় আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিতে

(১) এমত কথিত আছে যে, যৎকালে প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মহাবীর আলেক্জণ্ডর (যিনি খৃঃ শকের ৩৫৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন) ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, মহানন্দ বিংশতি সহস্র অশ্ব, দুই লক্ষ পদাতি ও বহুসংখ্য হস্তী সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ইতিহাসবেত্তাদিগের মতে, নন্দ আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪০০ শতা-[illegible]ব্দীতে জীবিত ছিলেন।

(২) রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীর দেশের ইতিহাসেও পাণিনি এবং কাত্যায়ন নন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ১৭৮৫ শকের ২৩৯ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রি-[illegible]কার ৫০ পৃষ্ঠায় এই প্রকার লিখিত আছে। কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মধ্যে কোন স্থলে এ কথা [illegible]আছে, তাহার কোন নিদর্শন নাই। পাণিনি বিশ্বামিত্রের প্রপৌত্র; ঐ বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সমকালবর্ত্তী; ইহাতে পাণিনিকে কত প্রাচীন বোধ হয়, বিবেচনা করিবেন।

হয়। এ প্রকার কিংবদন্তী আছে যে, পাণিনি স্বীয় ব্যাকরণ রচনা করিয়া বেদব্যাসের পুরাণ লিখিত পদ সকলকে ব্যাকরণ-দুষ্ট বলিয়া খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহাতে এক দিন রজনীযোগে স্বপ্ন দর্শন করিলেন যে, এক জন মহাপুরুষ তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রোধপ্রকাশ পূর্ব্বক যেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ—

"যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি-গোষ্পদে॥"

অর্থাৎ, ব্যাসদেব মহেশ্বরকৃত ব্যাকরণার্ণব হইতে যে সকল পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কি গোষ্পদস্বরূপ পাণিনি ব্যাকরণ মধ্যে আছে? (১) এই কিংবদন্তী যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে পাণিনিকে ব্যাসদেবের অনেক কাল পরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। আবার দেখা যাইতেছে যে, পাণিনিকৃত ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি; ঐ পতঞ্জলিকৃত পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার বেদব্যাস। অতএব এ প্রকার বিপ্রতিপত্তি স্থলে কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া উচিত যে, ঋষি সকল যোগবলে দীর্ঘজীবী; অতএব তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে নানা গ্রন্থের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব নহে। কথাসরিৎসাগরের লিখিত মতে মহর্ষি বেদব্যাসকে নন্দ নৃপতি অথবা চন্দ্রগুপ্তের সমকাল অথবা উত্তরকালস্থায়ী বলিতে কদাচই সাহস হয় না; তাহা হইলে সকল পুরাণাদির আধুনিকত্ব প্রতিপাদিত হয়। পুরাণাদি যদি যথার্থই আধুনিক হইত, তাহা হইলে চাণক্য পণ্ডিত যে সকল পুরাণাদি হইতে নীতি-গর্ভ বাক্য সঙ্কলন করিয়াছেন, সেই সকল পুরাণকে অতি গৌরবসহকারে শাস্ত্র বলিয়া মান্য করতঃ, নিজ সংগৃহীত চাণক্যশতকের প্রথমে, "নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বক্ষ্যে রাজনীতিসমুচ্চয়ং" এ কথা লিখিতেন না। অপিচ, যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই, তাঁহারাও কহিয়া থাকেন যে,

---

(১) মধুসূদন সরস্বতীর প্রস্থানভেদে পাণিনি ব্যাকরণকে মাহেশ ব্যাকরণ বলিয়াছেন এবং কলাপ ব্যাকরণের পঞ্জিকার শেষে যে এক শ্লোক লিখিত আছে, তাহাতেও মাহেশ ব্যাকরণকে পাণিনি ব্যাকরণ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; যথা

"মাহেশ্বরব্যাকরণোক্তং"

[ব্যা]সদেবের জীবিতকালে কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রাম উপস্থিত হয়, এবং তাঁহাদের [ম]তে ঐ সংগ্রাম খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশশতাব্দীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। অতএব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকাল হইতে নন্দরাজার সময় এক সহস্র বৎসর অন্তর হইতেছে। (১)

উপরোক্ত সোমদেব ভট্টের মতে গুণাঢ্য কবি কাত্যায়ন বররুচির সমকালবর্ত্তী। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যলাভের, অর্থাৎ সম্বৎ প্রবর্ত্তিত হওয়ার অন্যূন ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু বাসবদত্তার প্রাচীন টীকাকার জগদ্ধর লিখিয়াছেন যে, গুণাঢ্য কবি মহাদেবের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়া বড়াহ রাজার চরিত্রবর্ণনায় বড়াহকথা (বৃহৎকথা) নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (২) মিথিলাধিপতি রাজা দেবসিংহের আদেশানুসারে বিদ্যাপতি ঠাকুর "পুরুষপরীক্ষা" নামক যে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার দ্বাবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সমকালে বড়াহ নামে এক ভূপতি ছিলেন। তাঁহার প্রশংসাবাদযুক্ত শ্লোক শ্রবণ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক যে, বৃহৎকথা যদ্যপি ঐ বড়াহ নৃপতির উপাখ্যানযুক্ত হয়, তাহা হইলে রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ের পর বৃহৎকথা যে রচিত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় হইতে পারে না; এবং তাহা হইলে বৃহৎকথার রচনাকর্ত্তা গুণাঢ্যকে নবরত্নান্তর্গত বররুচির সমকালবর্ত্তী বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; কারণ, কথাসরিৎসাগর জগদ্ধরের রচিত টীকার অপেক্ষায় অনেক প্রাচীন। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বৃহৎকথার রচয়িতা গুণাঢ্য, বররুচি এবং ব্যাড়ি, ইহাঁরা এক কালে বর্ত্তমান ছিলেন; এবং

---

(১) এই গোলযোগ নিবারণ জন্যই বর্ত্তমান ইতিহাসবেত্তারা অনেকগুলি ব্যাস কল্পনা করিয়া থাকেন।

(২) "বৃহৎকথা" বড়াহ ইতি প্রসিদ্ধস্য রাজ্ঞঃ কথা। এবং—বৃহৎকথা বড়াহকথা, গুণাঢ্যো নাম কবিঃ, তেন কিল ভগবতো ভবানীপতের্মুখকমলাদুপশ্রুত্য বৃহৎকথা নিবদ্ধেতি বার্ত্তা॥ যথা— "বিপ্রৈঃ সন্তুষ্টচিত্তৈঃ প্রমুদিতহৃদয়ৈর্ব্বন্দিভির্ব্বন্দকাদ্যৈ-
ভৃত্যৈঃ সিদ্ধাভিলাষৈর্দ্দিগবনিপতিভির্ব্বেশ্যতামাশ্রয়দ্ভিঃ।
বিদ্বৎসার্থৈঃ প্রহৃষ্টৈর্দ্দিশি দিশি সুভটৈঃ কাঞ্চনাভ্যর্থমানৈ-
র্নিত্যং সংস্তূয়মানঃ স জয়তি নৃপতির্দ্দানবীরো বড়াহঃ॥"

যখন ব্যাড়ির রচিত অভিধানের প্রমাণ সকল পতঞ্জলির কৃত মহাভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন আর ব্যাড়ির সমকালিক গুণাঢ্যকে নবরত্নান্তর্গত বররুচির সমকালস্থায়ী বলা যাইতে পারে না। কাত্যায়ন মুনির অপর একটী নামও যে বররুচি, ইহা মেদিনীকার ও হেমচন্দ্রও লিখিয়াছেন। (১) কাত্যায়নকৃত সর্ব্বানুক্রমণী গ্রন্থ যখন কোন কোন স্থলে বররুচির রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, (২) তখন কাত্যায়ন এবং বররুচি, এ দুই যে একই ব্যক্তির নাম, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। সোমদেবের কথা অপেক্ষায় জগদ্ধরের কথা কখনই অধিক প্রামাণ্য হইতে পারে না। এ স্থলে আর একটী অনুভব হইতেছে যে, "বৃহৎকথা" এই শব্দটী পাশ্চাত্য দেশে অপভ্রংশ ভাষায় "বড়াহকথা" বলিয়া প্রচলিত হইয়া থাকিবে। জগদ্ধর ঐ বড়াহকথার ব্যুৎপত্তিতে "বড়াহ রাজার কথা" এই অনুমান করিয়া লিখিয়া থাকিবেন। অধিকন্তু, "বরাহ" ভিন্ন "বড়াহ" এই শব্দটী কোন ব্যক্তির নাম হইতে পারে কি না, ইহারও অনুসন্ধান করা আবশ্যক। লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এক অক্ষরের স্থানে অন্য অক্ষরের ব্যবহার হওয়া অসম্ভব নহে। আর জগদ্ধর যখন লিখিয়াছেন যে, গুণাঢ্য শিবের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার উল্লেখিত গ্রন্থের প্রাচীনত্ব স্বীকার করাই হইয়াছে; কারণ এ প্রকার আখ্যায়িকা আধুনিক সামান্য গ্রন্থের সম্বন্ধে হওয়া সম্ভবপর নহে। গুণাঢ্যের কৃত বৃহৎকথা মধ্যে চাণক্যের বিবরণ আছে; ইহাতে তিনি নন্দরাজের সমকালীন হইলেও তৎপরবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তের সময়াবধি বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে

ব্যাড়ি।

ব্যাড়ি পূর্ব্বোক্ত গুণাঢ্যের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। ইহাকেও মুনিবিশেষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। বিন্ধ্যাচলে ইহার বাস ছিল। এজন্য ইহাঁকে বিন্ধ্য-

---

(১) পতঞ্জলির নামও বররুচি।

(২) শৌনকাদিমতেনাংগ্রহীতুর্ব্বররুচেরনুক্রমণিকা।

বাসী ও নন্দিনীপুত্র বলিয়া হেমচন্দ্র প্রভৃতি কোষকারগণ লিখিয়াছেন। ইনি এক খানি অভিধান রচনা করিয়াছেন; তাহার বচন সকল প্রমাণস্বরূপ পতঞ্জলির কৃত মহাভাষ্যের মধ্যেও উদ্ধৃত হইয়াছে।

চাণক্য। (১)

চাণক্য মগধদেশাধিপতি রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত ছিলেন; অতএব ইহাঁর জীবিতকাল ঐ রাজার বর্ত্তমান সময় প্রায় ২১০০ বৎসর পূর্ব্বে হইবে। (২) মুদ্রারাক্ষসে চাণক্যের বৃত্তান্ত যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের সমকালবর্ত্তী বলিয়া জানা যায়; কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দ নৃপতির সমকালীন গুণাঢ্য কবির কৃত বৃহৎকথা নামক গ্রন্থে চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের উপাখ্যান আছে; ইহাতে চাণক্যকেই গুণাঢ্যের অপেক্ষা প্রাচীন বিবেচনা করিতে হয়; কিন্তু তাহা হইলে কথাসরিৎসাগরের লিপিকে ভ্রমাস্পদ বোধ হয়। অতএব এ বিষয়ের সমাধান করার এই এক উপায় আছে যে, রাজতরঙ্গিণীর লিখিত মতে পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, গুণাঢ্য, চাণক্য, নন্দ ও চন্দ্রগুপ্ত, ইহাঁরা সকলেই সমকালবর্ত্তী ছিলেন বিবেচনা করিতে হয়।

ইনি নানা পুরাণাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া, "চাণক্যসারসংগ্রহ" নামে একখানি নীতিগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি এ প্রকার প্রসিদ্ধ যে, ইহার শ্লোকগুলি কণ্ঠস্থ করিতে সকলেই বাল্যাবধি যত্ন করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর কৃত পূর্ব্বে কোন অভিধান ছিল; যেহেতু, তাহার প্রমাণ অনেক টীকাকার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

---

(১) ইঁহার অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত বলিয়া কামন্দকীয় নীতিসারে উক্ত হইয়াছে। আর ত্রিকাণ্ড কোষাভিধানে ইহাঁকেই বাৎসায়ন মুনির সমাখ্যায়ক নামে উক্ত করিয়াছেন, যথা—

"বিষ্ণুগুপ্তস্ত কৌটিল্যশ্চাণক্যো দ্রোমিলো হঙ্গুলঃ।
বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ পক্ষিলঃ স্বামিনাবপি॥" (ত্রিকাণ্ড; ব্রহ্মবর্গ)

ইহাতে বোধ হয়, বররুচি যেমন কাত্যায়ন মুনির অবতার, ইনিও সেই প্রকার বাৎসায়ন মুনির অবতার হইবেন।

(২) গরুড়পুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত নীতিসার শব্দকল্পদ্রুম ২য় খণ্ড ১৭৫২ পৃষ্ঠা।

কামন্দক।

ইনি চাণক্যের ছাত্র। নীতিশাস্ত্রবিষয়ক এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম "কামন্দকীয় নীতিসার"। ইহার জীবিতসময়ের নিশ্চিত অবধারণ হয় না; কিন্তু চাণক্যের রচিত নীতিগর্ভ গ্রন্থের প্রমাণাদি লইয়া স্বয়ং এই নীতিসার গ্রন্থ রচনা করিলাম লিখিয়াছেন, এবং গ্রন্থের মধ্যে ঋষিদিগের বচন সংগ্রহ করিয়াছেন; অথচ চাণক্য ব্যতীত অপর কোন আধুনিক শাস্ত্রবেত্তার নাম উল্লেখ করেন নাই; ইহাতে তাঁহাকে চাণক্যের পরবর্ত্তী বলিয়া স্থির করিলাম।

মাঘ।

এই প্রসিদ্ধ কবি যদিও স্বরচিত "শিশুপালবধ" নামক মহাকাব্যের শেষে স্বীয় বংশাদির পরিচয় দিয়াছেন, (১) তথাপি তাহার দ্বারা আমাদিগের উদ্দেশ্য ফলের প্রাপ্তি হইতেছে না। উক্ত কবি যে কোন্ সময়ে কোন্ দেশে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার নির্দ্দেশ করা কঠিন হইয়াছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরচিত "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মাঘ ভারবির কৃত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যকে আদর্শ করিয়া নিজ কাব্য রচনা করেন। ইহাতে ভারবির অপেক্ষায় মাঘকে আধুনিক বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু শুদ্ধ আনুমানিক প্রমাণ অপেক্ষায় ঐতিহ্য প্রমাণকে যদি বলবত্তর বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলে মাঘকে ভারবির অপেক্ষায় প্রাচীনতর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কারণ, এই প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, ঘটকর্পর কালিদাসের

---

(১) সর্ব্বাধিকারী-সুকৃতাধিকারঃ শ্রীধর্ম্মনাথস্য বভূব রাজ্ঞঃ।
আসক্তদৃষ্টির্বিরজাঃ সদৈব দেবোঽপরঃ সুপ্রভদেবনামা॥ ৮০॥
তস্যাভবদ্দত্তক ইত্যুদাত্তঃ ক্ষমী মৃদুর্ধর্ম্মপরস্তনূজঃ॥ ৮২॥
শ্রীশব্দরম্যকৃতসর্গসমাপ্তিলক্ষ্ম লক্ষ্মীপতেশ্চরিতচারু...মাঘঃ।
তস্যাত্মজঃ সুকবিকীর্ত্তিদুরাশয়াদঃ
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্॥ ৮৪॥ ২০ সর্গ

চিরবিরোধী হইয়াও নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা একদা অকপটচিত্তে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিলেন। যথা,—

"পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী
নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ॥
নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ
কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ॥"

অন্বার্থঃ।

"কুসুমসমূহ মধ্যে, জাতী মনোহর।
নগর নিকর মধ্যে, কাঞ্চী রম্যতর॥
পুরুষ প্রধান বিষ্ণু, রম্ভা নারী-বরা।
রাম নৃপশ্রেষ্ঠ, গঙ্গা নদী পুণ্যতরা॥
সাহিত্যেতে মাঘকাব্য সতত বিরাজে।
কালিদাস পূজ্যতম কবির সমাজে॥"

ইহার বিপরীত পক্ষেও প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

"ভারবের্ভাতি ভা তাবদ্ যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ॥"

এবং

ভারবের্ভারবেরিব ইতি।

কিন্তু এই সকল বচন কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এজন্য এই সকল বচনের অপেক্ষায় যে বাক্যের বক্তার নাম উল্লেখিত আছে, সেই পূর্ব্বোক্ত ঘটকর্পরের কথিত বলিয়া যে বচনাদি প্রসিদ্ধ তাহাকেই অধিকতর প্রামাণিক বিবেচনা করিতে হয়।

মাঘ-কৃত কাব্যের মধ্যে কাশিকাখ্য পাণিনিসূত্র ব্যাখ্যান গ্রন্থ বিশেষের উল্লেখ আছে। যথা,

"অনুৎসূত্র-পদন্যাসা সদ্বৃত্তিঃ সন্নিবন্ধনা।
শব্দবিদ্যেব নো ভাতি রাজনীতিরপস্পশা॥

(মাঘ ২য় সর্গ)

এ কথা সত্য বটে যে, কিরাতার্জ্জুনীয় ও শিশুপালবধ কাব্যের পরস্পরে অতিশয় সৌসাদৃশ্য আছে; কিন্তু কে কাহার প্রতিরূপ, ইহার নিশ্চয় করিতে হইলে, পুরাকালে কোন্ কাব্যকর্ত্তার নামের উল্লেখ আছে, তাহারই অনুসন্ধান করিতে হয়; ইহাতে মাঘের নামের উল্লেখ প্রাচীন আখ্যায়িকা প্রভৃতিতে যে প্রকার পাওয়া যায়, ভারবির নামের উল্লেখ সে প্রকার পাওয়া যায় না দেখিয়া, আমরা মাঘ কবিকে ভারবির পূর্ব্বতন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলাম।

গ্রন্থের রচনাপ্রণালী দৃষ্টি করিলে, মাঘ ও ভারবি, এই গ্রন্থকর্ত্তাদ্বয়কেই কালিদাসের অপেক্ষায় আধুনিক বলিয়া প্রতীতি হয়; যে হেতু কালিদাস রঘুবংশের মধ্যে দ্রুতবিলম্বিতছন্দোনিবদ্ধ কয়েকটী শ্লোকের কেবল শেষ চরণে,

"গজবতী জবতীব্রহয়া চমূঃ।" (রঘু ৯। ১০)

"ভুজলতাং জড়তামবলাজনঃ।" (রঘু ৯। ৪৩)

ইত্যাদি যমকের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মাঘের রচিত শিশুপালবধের মধ্যে,

"নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ
স্ফুট পরাগ পরাগতপঙ্কজম্।
মৃদুলতান্ত লতান্ত মলোকয়ৎ"

ইত্যাদি, এবং ভারবি-কৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ের মধ্যে,

"পৃথু-কদম্ব-কদম্বক-রাজিতং,
গ্রথিতমাল-তমাল-বনাকুলম্।
লঘু-তুষার-তুষার-জলশ্চ্যুতং
ধৃত-সদান-সদানন-দন্তিনম্॥"

এ প্রকার দ্রুতবিলম্বিত ছন্দোনিবদ্ধ শ্লোকের প্রতি চরণই যমকবিশিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, কালিদাস কর্ত্তৃক প্রথমে এই প্রকার রচনার উদ্ভাবন হইয়াছিল; ইহাঁদিগের কর্ত্তৃক ইহার চূড়ান্ত হইয়াছে; যেহেতু অন্যান্য বিষয়েও এইরূপ নিয়ম থাকা দৃষ্ট হয়।

চোরকবি (সুন্দর)।

এমত জনশ্রুতি আছে:যে, বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বররুচি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান-বিষয়ক এক খানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অতএব আমরা "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" এই প্রমাণানুসারে, চোর কবিকে বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলাম।

ইহাঁর কৃত চোরপঞ্চাশৎ শ্লোক অতি প্রসিদ্ধ। ইনি দাক্ষিণাত্য দেশে কাঞ্চীপুর নগরের অধিপতি গুণসিন্ধু রাজার পুত্র, এবং গৌড়দেশে বর্দ্ধমানাধিপতি বীরসিংহ রাজার জামাতা ছিলেন। বীরসিংহ নৃপতির কন্যা পরম বিদ্যাবতী বিদ্যাকে তাঁহার মন্দিরে সুড়ঙ্গ খনন দ্বারা উপস্থিত হইয়া গোপনে বিবাহ করেন; এজন্য ইহাঁর চোর খ্যাতি হয়।

ময়ূর।

ইহাঁর কৃত কাব্যাদি এক্ষণে প্রচলিত দেখা যায় না; কিন্তু "কবী চোরময়ূরকৌ" এই বাক্যে, ইহাঁকে চোর কবির সহচর বিবেচনায়, তাঁহার সমকালবর্ত্তী বিবেচনা করা গেল। ইহাঁর রচিত একটী শ্লোক কাশীশ্বরকৃত বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরিশিষ্ট মধ্যে দৃষ্ট হয়। যথা,—

"অধিদধ্যাদন্ধকারে রতিমতিশয়নীমিতি।"

রাজা ভর্ত্তৃহরি।

ভর্ত্তৃহরি কলিযুগের অনুমান তিন সহস্র বৎসর গত হইলে জন্মগ্রহণ করেন। উজ্জয়িনী নগর ইহাঁর জন্মস্থান। ঐ উজ্জয়িনী নগর সিন্ধিয়া রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী, এবং তাহা সিন্ধিয়া বংশাবলীর রাজপাট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উহার প্রাচীন নাম অবন্তী। উহা শিপ্রা নদীর দক্ষিণকূলে সংস্থাপিত ছিল। রাজা ভর্ত্তৃহরি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিপ্রা নদীর উপকূলে যে স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থানটী ভূগর্ভে নিহিত ছিল, এক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা একটী কৃত্রিম গহ্বর; পর্ব্বতের প্রস্তর খনিত হইয়া উহা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

এই মহাকবির কৃত কাব্যাদি গ্রন্থের নাম—নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক; এবং ইনি এক জন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ (১) ও আলঙ্কারিক ছিলেন। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা এবং দশরূপক প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাঁর কৃত কারিকা সকল স্থানে স্থানে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে।

কুসুমদেব।

ইনি রাজা ভর্ত্তৃহরির সভাসদ্ ছিলেন, এবং "দৃষ্টান্তশতক" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

[কাব্যসংগ্রহের ২১৭ পৃষ্ঠা ও শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন কৃত "জ্ঞানসৌদামিনীর" ৯৩ পৃষ্ঠা।]

রাজা বিক্রমাদিত্য। (২)

এই প্রসিদ্ধ রাজার উপাখ্যান নানা গ্রন্থে লিখিত আছে; অতএব তদ্বিষয়ের কোন বর্ণনা করা পুনরুক্তি মাত্র। স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডের মতানুসারে, কলিযুগের ৩০২২ বৎসরে তিনি উজ্জয়িনী নগরে রাজা ছিলেন। যথা,—

"ততস্ত্রিষু সহস্রেষু বিংশত্যা চাধিকেষু হি।
ভবিষ্যদ্বিক্রমাদিত্যরাজঃ সোঽথ প্রণশ্যতে॥"

অস্যার্থঃ।

তদনন্তর কলিযুগের তিন সহস্র দ্বাবিংশতি বৎসর পরে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন; পরন্তু তিনিও নষ্ট হইবেন। কিন্তু এক্ষণে কলিযুগাব্দা ৪৯৬৭ বৎসর এবং সংবৎ (যাহা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে প্রচলিত হয়) ১৯২৩

---

(১) যেহেতু ইনি পাণিনিপ্রণীত ব্যাকরণের সূত্র সকল সঙ্কলন করিয়া এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

(২) ইহাঁর অপর নাম সাহসাঙ্ক ও শকারি, ইতি জটাধর। [শব্দকল্পদ্রুমের ৫ম খণ্ড "বিক্রমাদিত্য" শব্দ] স্কন্দপুরাণের অন্য বচন অনুসারে, কলির ৪০০০ বৎসরে রাজা ছিলেন। [*The Indian antiquary.*]

বৎসর; এতদুভয়ের পরস্পর ব্যবকলন করিলে, ৩০৪৪ বৎসর অন্তর হয়; অতএব বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি সংবতের গণনা করিলে, উক্ত পুরাণের মতের সহিত ঐক্য হয় না। এই কারণে বিক্রমাদিত্যের জন্ম কলিযুগের ৩০২২ বৎসরে এবং সংবতের আরম্ভ তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময়ে অর্থাৎ কলিযুগের ৩০৪৪ বৎসরে, এই প্রকার বিবেচনা করিলে এ বিষয়ের এক প্রকার সমন্বয় হইতে পারে। পরন্তু শালিবাহনের শকাব্দের অঙ্ক, সংবতের অঙ্কের অপেক্ষা ১৩৫ বৎসর ন্যূন। এজন্য কেহ কেহ বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি সংবতের ও শালিবাহনের মরণাবধি শকাব্দের গণনা করিয়া থাকেন; যেহেতু ইহা ভিন্ন তদুভয় নৃপতির পরস্পর সন্দর্শন হওয়া সম্ভব হইতে পারে না। আমাদিগের মতে, বিক্রমাদিত্যের ২২ বৎসর বয়ঃক্রমের পর সংবতের গণনা আরম্ভ করিলেও তদ্বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না।

বিক্রমাদিত্য এক জন বিখ্যাত অভিধানকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার কৃত গ্রন্থের প্রমাণ সকল মেদিনীকার প্রভৃতি কোষপ্রণেতা পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তিনি ভূগোলবৃত্তান্তবিষয়ক এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। একটী রাক্ষসীর সহিত তাঁহার সন্দর্শন ও তাহার সমস্যাপূরণবিষয়ক যে এক গল্প আছে, তাহাতেও তাঁহার কবিত্বশক্তির এবং প্রতিভার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই বিক্রমাদিত্যের সভাতে নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ নয় জন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের নাম,—

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরৌ নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

অর্থাৎ ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদা বরাহমিহির (১) এবং বররুচি।

এই নয় জন পণ্ডিতের সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা সুসাধ্য নহে। এ

---

(১) অর্থাৎ, বরাহ ও মিহির; ইঁহারা উভয়ে একটি রত্ন বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

তাঁহাদিগের নামের যে প্রকার উত্তরোত্তর উল্লেখ আছে, তদনুসারে তাঁহা-দিগের অন্যান্য বিবরণ ক্রমশঃ লেখা যাইতেছে।

ধন্বন্তরি।

ইনি এক জন বৈদ্যকশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। এবং ইহাঁর যে কবিত্বশক্তিও ছিল, তাহা নবরত্ন শ্লোকে স্পষ্ট প্রমাণ আছে।

ক্ষপণক।

ইনি নবরত্ন শ্লোকের মধ্যে তৃতীয় শ্লোক রচনা করেন; তাহা এই,—

নীতির্ভূমিভুজাং নতির্গুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং ধৃতি-
র্দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্।
লাবণ্যং বপুষঃ স্মৃতিঃ সুমনসাং শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং স্বাস্থ্যং সতাং মণ্ডনম্॥

অমরসিংহ। (১)

অমরসিংহ পদ্যে অগ্নিপুরাণীয় অভিধানের অনুরূপ নাম-লিঙ্গানুশাসন নামক এক অভিধান রচনা করেন। উহা এ প্রকার প্রসিদ্ধ যে, সংস্কৃত বিদ্যার্থিমাত্রেই প্রথম শিক্ষার কালে উহা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে।

কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি হেমসিংহের শিষ্য; ইহাঁর কৃত অমরমালা ও অমরকোষ গ্রন্থ ব্যতীত শঙ্করাচার্য্য ইহাঁর সমুদয় গ্রন্থ দগ্ধ করেন। পৃথুরাজচরিত কাব্যে লিখিত আছে, ইনি জৈনদিগের ন্যায় ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিতেন। অন্য দিকে, ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন, এবং গয়ার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির ইহাঁর নির্ম্মিত বলিয়া ডাক্তার

---

(১) বৃহদমরসিংহ নামে এক খানি অভিধান আছে। সার্ব্বভৌমকৃত রামমুকুট টীকায় "অনিরুদ্ধ" নাম দেখ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। জেনেরেল কনিংহাম্ সাহেবের বিবেচনায়, ঐ বৌদ্ধ মন্দির খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত মন্দিরে খোদিত আছে যে, ইনি খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। (১)

শঙ্কু।

ইনি নবরত্ন শ্লোকের চতুর্থ শ্লোক রচনা করেন; তাহা এই,—

"ধর্ম্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবমতিগতির্ভাবনীয়া সদৈব
জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং বরচরনয়নৈর্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ম্।
প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ যোজনীয়ৌ সদৈব
আত্মা যত্নেন রক্ষ্যো রণশিরসি পুনঃ সোঽপি নাপেক্ষণীয়ঃ॥"

এবং কাব্যপ্রকাশের মধ্যে ইহাঁর বচনের প্রমাণতা দৃষ্ট হয়; অতএব ইনি এক জন আলঙ্কারিক ছিলেন, এমত বোধ হইতেছে।

বেতালভট্ট।

বিক্রমাদিত্যের প্রসঙ্গে বহুবিধ গল্পময় "বেতালপঞ্চবিংশতি" নামক গ্রন্থের রচনা করেন। এবং "নীতি-প্রদীপ" রচনা করেন; তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

"রত্নাকরঃ কিং কুরুতে স্বরত্নৈ-
র্বিন্ধ্যাচলঃ কিং করিভিঃ করোতি।
শ্রীখণ্ডখণ্ডৈর্ম্মলয়াচলঃ কিং
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ॥"

---

(১) সৈননন্দীপীয় অমর সিংহ, দুর্গসিংহ, ভট্টনারায়ণ সিংহ, কায়স্থজাতি, পঞ্জীকর খ্যাতি; যেহেতু তাঁহারা পঞ্জী করেন। ইতি "পঞ্জিকা" শব্দে অমরসিংহাভিধানের টীকার সারসুন্দরী, রমানাথ, রায়মুকুট ও ভরত প্রভৃতি। ইতি জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের "শব্দ-কল্পতরঙ্গিণী"।

ঘটকর্পর।

ইনি যমকালঙ্কারযুক্ত স্বনামখ্যাত ঋতুবর্ণন বিষয়ে দ্বাবিংশতি শ্লোক রচনা করেন; তাহার প্রথম শ্লোক, যথা—

"নিচিতং সমুপেত্য নীরদৈঃ প্রিয়হীনাহৃদয়াবনীরদৈঃ।
সলিলৈর্নিহিতং রজঃ ক্ষিতৌ রবিচন্দ্রাবপি নোপলক্ষিতৌ॥"

"নীতিসার" নামক তাঁহার রচিত আর একখানি গ্রন্থ আছে; তাহার প্রথম শ্লোক এই—

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা লক্ষান্তরেঽর্কস্য জলেষু পদ্মাঃ।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধুর্যোযস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্॥

কালিদাস।

যদিও নবরত্নের মধ্যে সকলেই কাব্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তথাপি কাব্যবিষয়ে এই সুবিখ্যাত কবিই সর্ব্বপ্রধান। ইহাঁর কৃত কাব্যগ্রন্থ সকলের নাম,—শ্রুতবোধ, ঋতুসংহার, শৃঙ্গারতিলক, প্রশ্নোত্তরমালা, মেঘদূত, নলোদয়, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শাকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মহাপদ্য, শৃঙ্গাররসাষ্টক, রাত্রিনত্যমাননিরূপণ ও সাধ্য। (১)

এই প্রকার কিংবদন্তী আছে যে, কালিদাস সরস্বতীর কৃপায় কৃতবিদ্য হইয়া বাটীতে আগমন করিয়া নিজ বিদ্যা প্রকাশ করিবার জন্য নিখিলবিদ্যাবতী রত্নাবতী (২) নাম্নী নিজ স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন, "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্বিশেষঃ"। ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্ত্রী কহিলেন যে, এই একটী

---

(১) "হাস্যার্ণব" নামক গ্রন্থ খানিও কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে উহা জগদীশ্বর নামক কোন ব্যক্তির কৃত বলিয়া লিখিত আছে। "সেতুবন্ধ" নামক এক খানি গ্রন্থ আছে; তাহা এই কালিদাসের অথবা ভোজরাজের সভায় কালিদাসের কৃত এ বিষয়ে নিশ্চয় হয় না। [The Indian antiquary.]

(২) কেহ কেহ কহেন, ঐ কন্যার নাম বিদ্যোত্তমা ছিল, এবং উহাঁর পিতার নাম শারদানন্দন।

সংস্কৃত বাক্য কহিতে পারিলেই লোকে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হয় না; যদি "অস্তি," "কশ্চিৎ" এবং "বাগ্বিশেষঃ," এই তিনটী শব্দ হইতে ভিন্ন ভিন্ন তিন খানি কাব্য রচনা করিতে পারেন, তবে আপনাকে মহাকবি বলিয়া স্বীকার করি।' এই কথা শ্রবণমাত্র কালিদাস তৎক্ষণাৎ তিন খানি কাব্যের সূত্রপাত করিলেন। যথা,

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মাইত্যাদি", কুমারসম্ভবের,
"কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণেত্যাদি", মেঘদূতের,
এবং "বাগর্থাবিব সংপৃক্তাবিত্যাদি" রঘুবংশের প্রথমে।

বরাহ।

ইনি জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। অনেকে ইহাঁকেই সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে ভূগোল-খগোল বিষয়ক গ্রন্থের সংগ্রহকার বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহাঁরই নামান্তর ভাস্করাচার্য্য কহিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। ভাস্করাচার্য্য সাত শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনেকেই অনুমান করিয়াছেন। (১)।

মিহির।

মিহির বরাহের জামাতা ছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্না খনা নামে বরাহের যে কন্যা ছিলেন, মিহির তাঁহারই পাণিগ্রহণ করেন। যদিও অনেকেই

---

(১) ডাক্তার কারণ ও ভাউদাজি বরাহ ও মিহিরকে একই ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে তিনি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ভাউদাজির বিবেচনায়, তিনি অবন্তীনগরনিবাসী ছিলেন, এবং খৃষ্টীয় ৫৮৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। বরাহমিহির "বৃহৎসংহিতা" নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন; ডাক্তার কারণ তাহার অনুবাদ করেন। ব্রাহ্ম অথবা পৈতামহ সিদ্ধান্ত, সূর্য্য অথবা সৌর সিদ্ধান্ত, বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত, রোমক সিদ্ধান্ত ও পুলিশ সিদ্ধান্ত, এই পঞ্চ সিদ্ধান্তকে মূল করিয়া "পঞ্চসিদ্ধান্ত" নামক পুস্তক বরাহমিহির রচনা করেন বলিয়া উপরোক্ত উভয় পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন।

বরাহ ও মিহিরকে এক ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন, তথাপি তাহা সপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; যেহেতু, মিহির যে এক জন পৃথক ব্যক্তি, ইহারও অনেক প্রমাণ আছে।

বররুচি। (১)

বররুচি এক জন প্রসিদ্ধ অভিধানকর্ত্তা ছিলেন। "নীতিরত্ন" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ইহাঁর রচিত। ঐ গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই—

চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজশৃঙ্গাটকবিহারিণীম্।
নিত্যপ্রগল্ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরস্বতীম্॥

"পত্রকৌমুদী" নামক গ্রন্থও এই মহাকবির রচিত।

কেহ কেহ বলেন, বররুচি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লিখিয়াছিলেন। (২) তাহা অনেক কাল পরে নবদ্বীপস্থ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ ভারতচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় ছন্দোবন্ধে সংগৃহীত হয়। (৩) এ কথা যদিও

---

(১) ইহাঁর অপর নাম "পুনর্ব্বসু"; কিন্তু ইহা অতি অপ্রসিদ্ধ।

(২) বররুচি-কৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর টীকা সহিত এক্ষণে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৩) শ্রীকবি বল্লভের কৃত, গৌড়ীয় ভাষায় নিবদ্ধ "কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর" নামক যে এক প্রাচীন পুস্তক ছিল, ঐ পুস্তক কলিকাতা নিবাসী রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদ্ সংশোধন করতঃ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এই রচনার অনেক পরে প্রকাশিত হয়, এবং কালিকামঙ্গল বিদ্যাসুন্দরই প্রথম রচিত হইয়াছিল; যথা—

বসুদ্বয় বাণ চন্দ্র শক নিরূপণ।
কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন॥ [১৫৮৮ শকে]
শ্রীকবিবল্লভ দ্বিজ রচিত আছিল।
এই গ্রন্থ রামচন্দ্র প্রকাশ করিল॥
আছিল অনেক লুপ্ত শব্দ একে আর।
শোধন পূর্ব্বক পুনঃ হইল উদ্ধার॥
বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম প্রকাশ।
তদন্তর কৃষ্ণরাম বিনতা যার বাস॥

আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয় তথাপি "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" বলিয়া ইহার প্রতি আপত্তি করিতে পারিলাম না।

মাতৃগুপ্ত।

ইনি বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্ত্তী। যদিও ইঁহার রচিত কোন প্রসিদ্ধ কাব্য আছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায় না, তথাপি ইনি যে কেবল এক কবিত্ব-শক্তির গুণেই রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক কাশ্মীর দেশের রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন, ইহা রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি পুরাবৃত্ত গ্রন্থ পাঠ দ্বারা জানা যাইতেছে। তদ্বিবরণ এই :—মাতৃগুপ্ত নানা গুণে বিভূষিত হইয়াও এক দারিদ্র্য-দশা হেতু জীর্ণচীর ও শীর্ণশরীর হইয়া, স্বীয় আশ্রয়স্থান পরিত্যাগ করতঃ মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে নিতান্ত গুণগ্রাহী জানিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি মহারাজের সেবাতে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন, তথাপিও তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। একদিন শীতকালের অর্দ্ধ-রাত্রের সময় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, গৃহস্থিত দীপ সকল নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে! এজন্য ভৃত্যবর্গকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু সে সময়ে তাহারা সকলেই সুখে নিদ্রিত ছিল; কেহই উত্তর প্রদান করিল না। কেবল দারিদ্র্য-দুঃখ হেতু নিদ্রাদি সমস্ত সুখপরাঙ্মুখ মাতৃগুপ্ত জাগরিত ছিলেন। তিনি দ্রুতগামী হইয়া মহারাজের সন্নিধানে উপস্থিত হওয়াতে, মহারাজ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি নিমিত্ত জাগরূক আছ? এই কথা শ্রবণ মাত্র তিনি এই শ্লোকটী রচনা করিয়া পাঠ করিলেন—

তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত দেখা আর নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥

অন্নদামঙ্গলের শেষে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, "বেদ লইয়া ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। (১৬৭৪) সেই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা।" অতএব ইহাতে জানা যায় যে, কালিকামঙ্গল রচনা হওয়ার ৮৬ বৎসর পরে অন্নদামঙ্গল রচিত হইয়াছে।

"শীতেনোদ্ধুষিতস্য মাসমনিশশ্চিন্তার্ণবে মজ্জতঃ
শান্তাগ্নিং স্ফুটিতাধরস্য ধমতঃ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠস্য মে।
নিদ্রা ক্বাপ্যবমানিতেব দয়িতা সন্ত্যজ্য দূরং গতা
সৎপাত্রে প্রতিপাদিতেব বসুধা ন ক্ষীয়তে শর্ব্বরী॥

অস্যার্থঃ।

মাসাবধি এই রীত, শীতে গাত্র রোমাঞ্চিত,
মগ্ন সদা চিন্তা পারাবারে।
স্ফুটিলেক ওষ্ঠাধর, ফুঁক দিতে নিরন্তর,
নির্ব্বাণ অনলে বারে বারে॥
ক্ষুধা ক্ষীণ হৈল কণ্ঠ, ত্যাজি নিদ্রা উপকণ্ঠ,
গতা যেন মানিনী কামিনী।
উপযুক্ত জনে যেন, সমর্পিতা ধরা হেন,
ক্ষয় নাহি হয় হে যামিনী॥

মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহার এই প্রকার অসাধারণ কবিত্বশক্তির ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে অনেক প্রশংসা করিয়া স্বীয় আবাসে বিদায় করিলেন; কিন্তু সে সময়ে পুরস্কার প্রদানের কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না। তৎপরে এক দিবস মাতৃগুপ্তকে আহ্বান করিয়া স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র তাঁহাকে প্রদান করিয়া কাশ্মীর দেশে গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। মাতৃগুপ্ত ঐ আদেশানুসারে কাশ্মীর প্রদেশে যাইয়া তত্রত্য অমাত্যবর্গের নিকটে উপস্থিত হইয়া মহারাজের পত্র খানি তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। অমাত্য সকলে ঐ পত্র পাঠ করিয়া মহারাজের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, মাতৃগুপ্তকে মহা সমারোহ পূর্ব্বক তথাকার শূন্য রাজসিংহাসনে উপবেশিত করিলেন। মাতৃগুপ্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এ প্রকার অসামান্য গুণে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া এই শ্লোকটী লিখিয়া মহারাজের নিকট প্রেরণ করিলেন,—

"নাকারমুদ্বহসি নৈব বিকত্থসে ত্বং
দিৎসাং ন সূচয়সি মুঞ্চসি সৎফলানি।

নিঃশব্দবর্ষণমিবাম্বুধরস্য রাজন্
সংলক্ষ্যতে ফলত এব তব প্রসাদঃ॥"

অস্যার্থঃ।

আকার ধারণ নাহি, নাহি বিকথনা।
ফল দাও, কিন্তু নাহি দিৎসার সূচনা॥
জলদ যেমতি করে নিঃশব্দে বর্ষণ।
তুমিও তেমতি কর কৃপাবিতরণ॥

মাতৃগুপ্ত জাতিতে বৈশ্য ছিলেন; যেহেতু কহ্লন রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গের ৮ম শ্লোকে তাঁহাকে "বিশাম্পতি" বলিয়া লিখিয়াছেন। এবং ২০৯ শ্লোকে তিনি বিক্রমাদিত্যকে প্রণাম করিয়াছিলেন, এমত বর্ণনা আছে; অতএব ইহাতে তাঁহাকে বৈশ্যই বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু ৩০২ শ্লোকে তিনি দ্বিজ-জনোচিত সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই বর্ণনা এবং ৩২২ শ্লোকে তাঁহার যতি-ধর্ম্ম গ্রহণ করা বর্ণিত থাকাতে, কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু যে স্থলে তিনি ক্ষত্রিয় রাজাকে প্রণাম করিয়াছেন, এবং শূদ্র ব্যতীত অন্য তিন বর্ণের দ্বিজত্ব থাকাতে যতি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, সে স্থলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।

মেণ্ঠ। (১)

ইনি "হয়গ্রীববধ" নাটক প্রস্তুত করিয়া মাতৃগুপ্ত রাজার সম্মুখে অভিনয় করিয়াছিলেন; ইহা কহ্লন-রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গের ২৬৪ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত আছে। যথা—

"হয়গ্রীববধং মেণ্ঠস্তদগ্রে দর্শয়ন্নবম্।
আসমাপ্তি ততোনাপৎ সাধ্বসাধ্বিতি বা বচঃ॥"

(১) ইহাঁর নাম "ভর্ত্তৃমেণ্ঠ"। অনেকে বিবেচনা করেন, ইনি হর্ষ রাজার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

সুবন্ধু। (১)

সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বররুচির ভাগিনেয়। ইহা তিনি স্বকৃত "বাসবদত্তা" নামক গ্রন্থের সমাপিকাতে লিখিয়াছেন, যথা,—

"ইতি শ্রীবররুচিভাগিনেয়সুবন্ধুবিরচিতা
বাসবদত্তাখ্যায়িকা সমাপ্তা।"

বোধ হয়, বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর, তাঁহার "বাসবদত্তা" রচিত হইয়াছে; (২) যেহেতু তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা বিক্রমাদিত্যের পরলোক হওয়ার নিমিত্ত এই প্রকার আক্ষেপ করিয়াছেন,—

সা রসবত্তা নিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥ (৩)

বৃদ্ধভোজরাজ।

বোধ হয়, ভারতাদিত্যস্বরূপ বিক্রমাদিত্যের অস্তাচল গমন হওয়ার পরেই দ্বিজরাজরূপ এই ভোজরাজের উদয় হইয়াছিল; কারণ, ভোজপ্রবন্ধাদি গ্রন্থে এবং কালিদাসের রচিত মহাপদ্ম শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতের মধ্যে অনেকেই ক্রমশঃ ভোজরাজের সভাস্থ হইয়াছিলেন। বল্লালমিশ্র কৃত ভোজপ্রবন্ধে ভোজরাজার সভাসদ্ বলিয়া যে সকল পণ্ডিতের নাম উল্লেখ হইয়াছে, তাহা এই;—বররুচি, সুবন্ধু, বাণ, ময়ুর, রামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, কলিঙ্গ, কর্পূর, কবিরাজ, বিনায়ক, মদন,

---

(১) কাহারও কাহারও মতে ইনি খৃষ্টীয় ৭০০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। বোধ হয়, ভোজরাজার সভাস্থ অন্য সুবন্ধু ভ্রমে এইরূপ মতের উদ্ভাবন হইয়াছে।

(২) তট্টীকাকার নরসিংহ বৈদ্য লিখিয়াছেন—"কবিরয়ং বিক্রমাদিত্যসভ্যঃ। তস্মিন্ রাজ্ঞি লোকান্তরং প্রাপ্তে এতন্নিবন্ধং কৃতবান্।"

(৩) বাসবদত্তার প্রথমে শার্ঙ্গধর পদ্ধতি কৃত শ্লোকে অন্য অন্য কবিদিগের নাম দেখুন।

বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র, অথবা নরেন্দ্র। (১) সর্ব্বশেষে কালিদাসের আগমনের কথাও বর্ণিত আছে। কালিদাসের রচিত মহাপদ্মনামক ক্ষুদ্র গ্রন্থের মুখবন্ধে তাহার এই প্রকার বিবরণ আছে,—

"অস্থিবদ্দধিবচ্চৈব শঙ্খবদ্বকবত্তথা।
রাজংস্তব যশো ভাতি পুনঃ সন্ন্যাসি-দণ্ডবৎ॥
কালিদাস ইমং শ্লোকং স্বকবিত্বস্য গোপকম্।
লিখিত্বা প্রদদৌ পত্রং কবয়ে শঙ্করায় বৈ॥
পঠিত্বা শঙ্করঃ শ্লোকং প্রহসন্ কৌতুকায় তৎ।
পত্রং করে সমাদায় সানন্দস্বরয়া তদা॥
কালিদাসেন সহিতো ভোজরাজসভাং যযৌ।
অথ দৃষ্ট্বা স রাজানমাশিষং প্রজগাদ হ॥"

ইনি কর্ণাট্‌দেশের অধিপতি ছিলেন। যেহেতু উক্ত মহাপদ্মের শেষ শ্লোকে কালিদাস লিখিয়াছেন—

মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরধিয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
শ্রীকর্ণাটবসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতি নাম নার্ণবনদীভূগোলবিন্ধ্যাটবী-
ঝঞ্ঝামারুতচন্দ্রমঃপ্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

তৎকৃত গ্রন্থ—চম্পূরামায়ণ।

ইতিহাসবেত্তারা কহিয়া থাকেন, বিক্রমাদিত্যের পঞ্চাশৎ সম্বৎ গতে দক্ষিণদেশস্থ সুবিখ্যাত অন্ধ্রুরাজদিগের কর্ণাট ও তৈলঙ্গের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই অন্ধ্রুরাজগণ প্রমারবংশীয় রাজপুত্র এবং বিক্রমাদিত্যের স্বগোত্রীয় ছিলেন। তৎকালে কৃষ্ণানদী হইতে দক্ষিণঘাট পর্ব্বত পর্য্যন্ত কর্ণাট

---

(১) ইহাঁদের মধ্যে বাণ, ময়ূর ও কবিরাজ, (যাঁহাদিগের বিবরণ পরে লেখা যাইতেছে) তাঁহারা যে ইহাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন, ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে। ঐ ঐ নামে অপর পণ্ডিতগণ ছিলেন, ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এতাবতা বোধ হয়, এই বৃদ্ধ ভোজরাজ ঐ কর্ণাটদেশের প্রথম অধিপতি ছিলেন। (১)

শালিবাহন।

এই রাজার জন্মদিনাবধি প্রচলিত শকাব্দের আরম্ভ হইয়াছে; ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। কথিত আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য এই শালিবাহনের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বিক্রমাদিত্যের চরিত্র নামক পুস্তকে তদ্বিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে—"তিনি (বিক্রমাদিত্য) কালীর পূজা করাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে, ধরণীমণ্ডলে অদ্ভুত জাত এক ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কেহ তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে না। এই অদ্ভুত ব্যক্তির নিশ্চয় করণার্থ ভূপতির মন অস্থির হয়, এবং বেতালকে তাহার অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন। বেতাল অন্বেষণ করিয়া তত্ত্ব জানিয়া নিবেদন করিল যে, প্রতিষ্ঠান-পুরে এক কুম্ভকারের কন্যা দ্বাদশ মাস গর্ভধারণানন্তর এক পুত্র প্রসব করিয়াছে। ঐ বালক বাল্যক্রীড়ায় মত্ত হইয়া কতিপয় মৃত্তিকানির্ম্মিত অশ্ব, গজ, সৈন্য, সামন্ত লইয়া ব্যূহ রচনা করতঃ স্বয়ং সেনাপতির কার্য্য করিতেছে। বিক্রমাদিত্য এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া সসৈন্যে যাত্রা করতঃ শালিবাহন নামক ঐ বালকের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং যুদ্ধকরণার্থ তাহাকে আহ্বান করিলেন। বালক তৎক্ষণাৎ কর্দ্দম-নির্ম্মিত অশ্ব, গজ, সৈন্য, সামন্তকে ইন্দ্রজাল-শক্তি দ্বারা সজীব করিয়া রাজার সহিত রণে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার মুণ্ডপাত করিল।" (২)

---

(১) ভোজদেব নামক একজন রাজা মালবদেশে ধারা নগরীতে খৃঃ ৯৯৭ হইতে ১০৫৩ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি রাজপুতবংশীয় ও গুণগ্রাহী ছিলেন। ইঁহার বৃত্তান্ত পরে লিখিত হইবে।

(২) বর্ত্তমান ইতিহাসবেত্তাগণের মতে বিক্রমাদিত্য, কালিদাস প্রভৃতি খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এ কথা প্রামাণিক হইলে, সম্বৎ ও শকাব্দ, এই উভয়ই বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের জন্মের অনেক দিন পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হওয়া স্বীকার করিতে হইবে।

শালিবাহনের কৃত একখানি অভিধান গ্রন্থ ছিল; ইহা এক্ষণে প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে। বাণভট্টের রচিত হর্ষচরিতের মধ্যে তদ্‌গ্রন্থের উল্লেখ আছে। যথা—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ শালিবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

শূদ্রক। (১)

ইনি স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডের অনুসারে, কলিযুগের ৩২৯০ বৎসরে অর্থাৎ ১১১ শকে রাজা ছিলেন। (২) মার্সম্যান সাহেবের ইংরাজীতে লিখিত শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মগধরাজের সিংহাসনে সিপ্রুক্ নামক এক জন রাজমন্ত্রী খৃঃ ১৫১ সনে আরূঢ় ছিলেন; তিনি ৪০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া ভারতবর্ষের বিখ্যাত শূদ্রক রাজা কর্তৃক নিহত হন। এই কথার সহিত কুমারিকাখণ্ডের কথার এক প্রকার ঐক্য হইতেছে; যেহেতু উভয় স্থানের উল্লেখিত কাল গণনায় প্রায় সমান হইতেছে। ইহাঁকেই লোকে প্রসিদ্ধ নাটক মৃচ্ছকটিকের প্রণেতা বলিয়া জানেন। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনাতে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহাতে উক্ত গ্রন্থকে শূদ্রক রাজার স্বরচিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। প্রস্তাবনাতে লিখিত আছে, "গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, অগাধবুদ্ধিশালী, শূদ্রক নামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন;" "শূদ্রক স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত দেখিয়া মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃলাভ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়া-

---

(১) কাব্যদীপিকার ইংরাজী-মুখবন্ধে লিখিত আছে যে, ইনি খৃঃ পূর্ব্ব শতাব্দীতে ছিলেন। উইল্‌সন্ সাহেবের বিষ্ণু পুঃ (৪র্থ বালম, পৃ ১০৭) শূদ্রক রাজার কথা। See also the *Indian Antiquary*, p.74. স্কন্দপুরাণের অনুযায়ী ইনি বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বজ। ২য় খণ্ড "বিধবা বিবাহ", ৮৯ পৃষ্ঠা।

(২) ১৭৬৮ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ৪০১ পৃষ্ঠা।

ছেন।" (১) শূদ্রক রাজা, কবি ও অগাধবুদ্ধিশালী হইয়া, গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা আপন গ্রন্থে আপনার বর্ণন, সম্ভব বোধ হয় না। বিশেষতঃ, এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃলাভান্তে, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা স্বীয় প্রাণত্যাগের বিষয় স্বগ্রন্থে নির্দ্দেশ করা, কোন ক্রমেই সংলগ্ন হইতে পারে না। ইহাতে অনায়াসে এ রূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, মৃচ্ছকটিক শূদ্রক রাজার প্রণীত নহে; অথবা প্রস্তাবনাংশ শূদ্রকের মৃত্যুর পর অন্য দ্বারা রচিত ও মৃচ্ছকটিকে সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবনায় ও নাটকের রচনায় এরূপ সৌসাদৃশ্য যে, এ দুই বিভিন্ন লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ, প্রস্তাবনা গ্রন্থকর্ত্তা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হয়, এরূপ ব্যবহার অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা, নাটকের অবয়ব স্বরূপ; তাহা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সঙ্কলিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না। (২)

ভারবি।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন (৩), কিরাতার্জ্জুনীয়-কর্ত্তা ভারবি কালিদাসের উত্তরকালে ও মাঘ শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বহুকাল পূর্ব্বে,

---

(১) "এতৎ কবিঃ কিল

দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোর নেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্বভূব প্রথিতঃ শূদ্রক ইত্যগাধসত্ত্বঃ॥
রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা।
লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥"

(২) শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত "সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠা।

(৩) সংস্কৃতভাষা ইত্যাদি নামক পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠা; এবং ঐ গ্রন্থের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতার্জ্জুনীয় আদর্শ ও শিশুপালবধ তৎপ্রতিরূপ; উভয় কাব্যের রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষ কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিরাতার্জ্জুনীয় যে শিশুপালবধ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয়

প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যদিও ভারবিকে মাঘের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে আমরা সম্মত নহি, তথাপি শ্রীহর্ষাদির পূর্ব্বে তিনি যে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। তাঁহার জীবিত সময়ের নিশ্চয় করিতে আমরা অসমর্থ হইয়া এই স্থলেই তাঁহার নামকে সন্নিবেশিত করিলাম। (১)।

ইহাঁর অপর একটি নাম "শতপুষ্প।"

ভট্টি অথবা ভট্ট। (২)

এই মহাকবি স্বনামখ্যাত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বিষয়ক এক মহাকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানি অতি প্রসিদ্ধ; সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্র মাত্রেই ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্রথমে এই কাব্যের অধ্যয়ন করিয়া থাকেন; ইহা দ্বারা ব্যাকরণে তাঁহাদিগের বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে।

গ্রন্থকর্ত্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার এক প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। এজন্য ভট্টিকাব্যের রচয়িতার নির্দ্দেশ করণ পক্ষে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রামাণিক প্রাচীন টীকাকার জয়-মঙ্গল কহেন, ভট্টিকাব্য ভট্ট নামক কবির রচিত। ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও

নাই।" কিন্তু "কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ" এবং "উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ" এই বাক্যে মাঘকে সকলের প্রথমেই নির্দ্দিষ্ট করাতে উহার প্রতিকূল পক্ষই প্রতি-পাদিত হইতেছে। অতএব আমরা অনুমানের অপেক্ষায় প্রাচীন ঐতিহ্য বাক্যের প্রতি অধিক নির্ভর করিলাম; যেহেতু, "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" এই নিয়মানুসারে বহুকালাবধি প্রচ-লিত ঐতিহ্যকে কখনই নিতান্ত অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। কাব্যের প্রথমে "শ্রী" শব্দের প্রয়োগ থাকাতে অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে এই মতের সমর্থন হইতেছে।

(১) ভোজপ্রবন্ধে ভারবির নাম আছে এবং ৫০৬ শকের যে একখানি শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও ভারবির নামের উল্লেখ আছে। পরন্তু "সহসা বিদধীত" এই শ্লোকটী কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে আছে বটে, কিন্তু বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশের শেষভাগেও ঐ শ্লোক আছে।

(২) রাজপুতানা প্রদেশে ভট্টি নামে এক জাতি ছিল; অতএব এই শব্দটি গ্রন্থকর্ত্তার অথবা তাঁহার কোন স্বপক্ষীয় লোকের নাম কিম্বা জাত্যুপাধি, ইহাও অনুসন্ধেয়।

ইহা সম্যক্ প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু অধুনাতন টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন মতের প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই ভট্টিকাব্যকে ভর্ত্তৃহরি-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা কাব্যের শেষে যে শ্লোক লিখিয়াছেন, তাহা দৃষ্ট করিলে, ভরতমল্লিকের কথা কখনই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, আমি বলভী-পতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম। (১) এ কথা ভর্ত্তৃহরির উক্তিতে সম্ভব হয় না, যেহেতু তিনি স্বয়ং রাজা হইয়া অপরের রাজধানীতে থাকিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এমত সম্ভব হইতে পারে না।

ভরতমল্লিকের কথা যেখানে অপ্রমাণ হইল, সেস্থলে ভট্টি কাব্যের প্রণেতা কে? এবং কোন্ সময়ে কোন্ দেশে থাকিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইহার অনুসন্ধান করা বিধেয়। জয়মঙ্গলের টীকানুসারে, উক্ত কাব্য ভট্ট নামক কবির কৃত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে; কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার নিশ্চয় হইতেছে না। "ভক্তমাল" নামক ভাষা গ্রন্থে শ্রীশ্রীধরস্বামীর চরিত্রবিষয়ে এই প্রকার বর্ণনা আছে,—

"জয় শ্রীশ্রীধরস্বামী ভুবনপাবন।
ভাগবত উপদেশে তারে জগজ্জন॥
তাহার বৈরাগ্য কথা আস্থ বিবরণ।
শুনহ কহিব কিছু কর্ণ-রসায়ন॥
শ্রীমান্ পরমানন্দপুরীর কৃপায়।
নৃসিংহ অকলঙ্ক শশী হৃদয়ে উদয়॥
মহাভাগোত্তম পণ্ডিত গম্ভীর।
বৈরাগ্য জন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির॥
গৃহে এক স্ত্রীমাত্র পূর্ণ-গর্ভবতী।
ত্যজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি॥

---

(১) "কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরসূনু-নরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতাং নৃপস্য তস্য ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥
[ভট্টি ২২ সর্গে ৩৫ শ্লোক।]

হেন কালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া।
কালপ্রাপ্তি হৈল তার বালক রাখিয়া॥
সাধু উৎকণ্ঠাতে গৃহে রহিতে না পারে।
চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে॥
ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জ্যেঠী-ডিম্ব।
চালে হৈতে পড়ি গেলা বিনা অবলম্ব॥
ভাঙ্গিয়া ভিতর হৈতে বাচ্ছা নিকষিয়া।
খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া॥
সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল।
সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল॥
এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন করিল।
অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল॥
সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হৈলা।
ভট্টি নামে রামলীলা সাহিত্য বর্ণিলা॥"

উপরোক্ত বিবরণানুসারে, তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী বলিতে হয়; যেহেতু শ্রীধরস্বামী, যাঁহাকে উক্ত কবির পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনিও শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী ছিলেন। ইহাতে সপ্তশত শকের পর এই কবির জন্ম হইয়াছিল, এমত বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু উক্ত কবি স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি অনুধাবন করিলে তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন "আমি বলভী-পতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম"। পুরা-বৃত্ত পাঠে জানা যাইতেছে যে, উদয়পুরের প্রাচীন রাজধানীর নাম বলভী-পুর ছিল এবং তথাকার রাজারাও শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। অতএব ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা ঐ রাজধানীতে বাস করিয়া ঐ রাজবংশের বীজপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। ইতিহাস পাঠে আরও জানা যাইতেছে যে, ঐ বলভী-

পুর খৃঃ ৫২৪ অব্দে অর্থাৎ ৪৪৬ শকে নওসেরওয়াঁ বাদসার পুত্র নমিজাদের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। অতএব ইহাতে উক্ত কবিকে ৪০০ শকাব্দের পূর্ব্ব-কালীন বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু নরেন্দ্র নামক কোন রাজা ঐ রাজধানীতে পূর্ব্বে ছিলেন কি না, ইহার যে পর্য্যন্ত নিশ্চয় না হইবে; সে পর্য্যন্ত এ বিষয়ের কিছুই অবধারিত হইতে পারে না। আপাততঃ যে অনু-মান করা যাইতেছে, ইহা দ্বারা এই গ্রন্থকর্ত্তাকে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা গেল। পরন্তু বিপরীত পক্ষে ইহাও তর্ক করা যাইতে পারে যে, ভক্তমালের রচনাকর্ত্তা ভট্টির শ্লোকে "শ্রীধরসূনু" এই শব্দটী শ্রুতি মাত্রই উহার তাৎপর্য্যার্থ ও অন্বয় বোধ না করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে প্রসিদ্ধ শ্রীধরস্বামীর পুত্র বলিয়া অনুমান করিয়া থাকিবেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা।

ইহাঁকে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের প্রণেতা বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু এ বিষয়ের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। ফলতঃ এই উভয় গ্রন্থ যে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, ইহা কখনই বোধ হয় না। বিশেষতঃ হিতোপদেশের রচনাকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে, আমি পঞ্চতন্ত্রের ও অন্যান্য গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। (১) ইহাতে হিতোপ-দেশ-রচনাকর্ত্তা ও পঞ্চতন্ত্রের রচনাকর্ত্তা উভয়ে এক ব্যক্তি বলিয়া কদাচই বিশ্বাস হইতে পারে না। পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে বিষ্ণু শর্ম্মা বক্তা, রাজপুত্র-গণ শ্রোতা; বোধ হয় তদ্দর্শনেই বিষ্ণুশর্ম্মা উভয় গ্রন্থের রচনাকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকিবে। লল্লুলাল হিতোপদেশকে নারায়ণপণ্ডিত-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২)

---

(১) "পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।"

(২) কাহু সমৈ শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত নেঁ নীতিশাস্ত্র নিতেঁ কথানি কো সংগ্রহ করি সংস্কৃত-মেঁ এক গ্রন্থ বনায় বা কো নাম হিতোপদেশ ধয়্যো। (রাজনীতি)

পঞ্চতন্ত্রকর্ত্তা এক জন অতি প্রাচীন গ্রন্থকার। (১) তাঁহার রচিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ অন্যান্য দেশেও বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। আবুল-ফজল্ নামক এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা পারসিক ভাষাতে এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তাহার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন যে, বিদ্‌পাই নামক ব্রাহ্মণ এক রাজাকে এই গ্রন্থ উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, বিদ্‌পাই শব্দ ব্রাহ্মণের কোন উপাধির বিকৃতি হইতে পারে এবং ইহা বাজপেয়ী হওয়াও অসম্ভব নহে। আবুলমান নামক পারসিক গ্রন্থকর্ত্তার অনুবাদিত কলীনঃ দমনের (২) ভূমিকা অনুসারে আবুল-ফজল্ ও হুসেন ওয়াফেজ লিখিয়াছেন যে, পারসিক রাজা নওসেরওয়াঁ, যিনি ৪৫২ শকে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি এক জন বিদ্বান্ চিকিৎসককে কলিনঃ দমনঃ নামক গ্রন্থ আনিবার জন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। সেই চিকিৎসক তথা হইতে উক্ত গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। প্রথমতঃ তাহা রাজাজ্ঞানুসারে প্রাচীন পারসিক ভাষা পহ্লবীতে অনুবাদিত হইল; পরে তাহা হইতে আবুল্-জফর মন্সুর নামক আরব-সম্রাটের অনুমতি ক্রমে আরবী ভাষাতে বিবৃত হইল; তাহা হইতে আবুলহোসেন নসরদ্দীন আহম্মদ নামক রাজকুমারের আদেশক্রমে পারসিক ভাষাতে উদ্ধৃত করিলেন ও রুদ্‌কী নামক কবি দ্বারা তাহার শ্লোক প্রস্তুত হইল। তদনন্তর আবুল মজফ্র বহ্রাম সায়ের আদেশানুসারে আবুল মালের দ্বারা পুনর্ব্বার আরবী ভাষাতে তাহার গদ্য প্রস্তুত হইল। তৎকালাবধি এই আবুল মালের ভাষিত গ্রন্থ কলিনঃ দমনঃ নামে খ্যাত আছে। তৎপরে ওছুদিন ওয়াফেজ এবং আবুল ফজল্ পারসিক ভাষাতে ইহার বিবরণ করিয়াছেন।

---

(১) পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অনেক বাক্য দৃষ্ট হয়। ঐ সংহিতা খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় শত-বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বোধ হয় না; যে হেতু অধ্যাপক উইলসন্ সাহেবের বিবেচনা এই যে, ননক মুনির নাম যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দৃষ্ট হয়; তিনি তৎসমকালিক। এই লিপি প্রামাণিক বোধ হইলে, পঞ্চতন্ত্র খৃঃ ৩০০ শতাব্দীর পর ৪০০ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। আমরা এ কথায় অনুমোদন করি না; কারণ তাহা হইলে সকল পুরাণ-শাস্ত্রাদিরই আধুনিকত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে।

(২) এই দুইটি শব্দ সংস্কৃত করটক ও দমনক শব্দের অপভ্রংশ। উহাদিগের নাম পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের প্রথমেই আছে।

পরে এই গ্রন্থের প্রতিরূপ মলনাহোসেন কর্ত্তৃক পারসিতে আনেআর সুহৈলি নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

হিতোপদেশের মধ্যে শূদ্রক রাজার ও তৎকৃত মৃচ্ছকটিকের নায়কবিশেষ চারুদত্তের নাম উল্লেখ আছে এবং এক স্থলে "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং" ইত্যাদি ভারবির রচিত শ্লোকটিও লেখা আছে; ইহা দ্বারা উক্ত গ্রন্থকর্ত্তার বর্ত্তমান সময়ের অনুধাবন করিবেন।

বিশাখদেব।

ইনি একজন রাজপুত্র; ইহাঁর অপর নাম বিশাখদত্ত। "মুদ্রারাক্ষস" নামক সংস্কৃত নাটক ইহাঁর প্রণীত বলিয়া অনেকে স্থির করেন।

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় কাল।

দ্বিতীয় চোরকবি (বিহ্লন)।

রহস্য সন্দর্ভের প্রথম পর্ব্ব একাদশ খণ্ডে চোরকবির বৃত্তান্ত যেরূপ লিখিত আছে, তাহা আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

কনকাদ্রির উত্তরে মহাপঞ্চাল দেশে লক্ষ্মীমন্দির নামধেয় এক নগর ছিল। সেই নগরে মদনাভিরাম নামক ভূপাল ছিলেন। তাঁহার মহিষীর নাম মন্দার-মালা। তাঁহাদের নয়নানন্দ-বিধায়িনী বিনয়ানুগতা যামিনী-পূর্ণতিলকানাম্নী তনয়া অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী ছিলেন। রাজা স্বীয় তনয়াকে সাহিত্য-রচনা শিখাইবার জন্য স্বীয় অধিকারস্থ বিহ্লন কবিকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বিহ্লন কবির রূপ লাবণ্য দৃষ্টি করিয়া রাজা এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ ব্যক্তি সাধারণ পুরুষ নহে; আকারে মদনের প্রতিরূপ, সুকাব্য রচনায় অতি চতুর, ষড়্‌ভাষায় বিজ্ঞ। ইঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কামিনীগণের ধৈর্য্য ধারণ করা দুষ্কর। ইঁহা দ্বারা কিরূপে তনয়ার কলা-কলাপ শিক্ষা সংসাধিত হইবে?" পরে এই প্রকার মন্ত্রণা স্থির হইল যে, রাজকুমারী জন্মান্ধের মুখাবলোকন করেন না এবং বিহ্লন কবিও কুষ্ঠ শরীর দর্শনে বিরত। অতএব প্রতারণা পূর্ব্বক উভয়ের নিকটে উভয়ের অপ্রকৃত ঐ ঐ দোষের কথা কহিলে কেহই কাহাকে অবলোকন করিবে না। এই মন্ত্রণানুসারে উভয়কে সাবধান করিয়া উভয়ের অন্তরালে এক যবনিকা বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যবনিকার উভয় পার্শ্বে উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন; সুতরাং স্বল্পকাল মধ্যেই নানালঙ্কারযুক্ত নানাভাব-সমন্বিত কাব্যাদিতে নৈপুণ্য লাভ করিলেন।

একদা বসন্ত কালে পৌর্ণমাসী রজনীতে চন্দ্রোদয় হইলে, বিহ্লন কবীন্দ্র শয্যাগৃহের গবাক্ষ পথে তাহাকে দর্শন করিয়া নানা প্রকারে তাহার বর্ণন করিতে লাগিলেন। যথা,—

"ব্যোমং নভোসঞ্জনমম্বুরাশির্নৈত্রাশ্চ তারা নবফেণ-ভঙ্গাঃ।

নায়ং শশী কুণ্ডলিতঃ ফণীন্দ্রো নায়ং কলঙ্কঃ শয়িতো মুরারিঃ ॥"

অস্যার্থঃ।

"ও নহে আকাশ, নীল নীর নিধি হয়।
ও নহে তারকাবলী, নব ফেণচয় ॥
ও নহে শশাঙ্ক, কুণ্ডলিত ফণিধব।
ও নহে কলঙ্ক, উহা শয়িত কেশব ॥"

অন্যচ্চ।

"ইন্দুমিন্দুমুখি! লোকয় লোকস্তাম্নুভাম্নুভিরমুং পরিতপ্তম্।
বীজিতুং রজনি-হস্ত-গৃহীতস্তালবৃন্তমিব নালবিহীনম্ ॥"

অস্যার্থঃ।

"কর ওহে ইন্দুমুখি! ইন্দু দরশন।
ভানু-ভানু-পরিতপ্ত যত জনগণ ॥
বিভাবরী সেই তাপ বারণ কারণ।
নালহীন তাল বৃন্ত করিছে বীজন ॥"

রাজকন্যা যামিনী-পূর্ণতিলকা কবীন্দ্রের এই প্রকার অপূর্ব্ব কবিতা শ্রবণ করিয়া স্বীয় গৃহ মধ্যে আশ্চর্য্য রসে অভিভূতা হইয়া কহিতে লাগিলেন, এ কি? জন্মান্ধ কবিই বা কোথায়? আর কলঙ্কযুক্ত চন্দ্রই বা কোথায়? আর সেই জন্মান্ধ কর্ত্তৃক চন্দ্র বর্ণনাই বা কিরূপে সম্ভবে? অহো! জনক আমায় নিশ্চয়ই প্রতারণা করিয়াছেন; আমার ব্রতভঙ্গ হয় হউক, আমি অবশ্যই ইঁহাকে দেখিব।" পরে উভয়ের সন্দর্শন হওয়া মাত্র উভয়ের অন্তঃকরণ-মধ্যে নবানুরাগের সঞ্চার হইল। ক্রমে উভয়ে গান্ধর্ব্ব বিবাহ নির্ব্বাহ করিয়া অতিসঙ্গোপনে গুপ্ত প্রেমরসের আস্বাদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহাক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বিহ্লনের প্রাণ হননার্থ কোটপালের (কোটালের) হাতে তাঁহাকে সমর্পিত করিলেন। কোটপাল চোর কবিকে শ্মশান-ভূমিতে লইয়া গেলে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। ঘাতুক এবম্বিধ অভীত-চিত্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কবীশ্বর কহিলেন "আমার হৃদয়ে উৎফুল্ললোচনা লসদ্বদ-নারবিন্দা দেবী নিরন্তর নিবসতি করিতেছেন; আমার ভয়ের বিষয় কি?"

তদনন্তর পঞ্চাশৎ শ্লোকে সেই দেবতা অর্থাৎ স্বীয় ভার্য্যার রূপগুণাদি বর্ণন করেন। রাজা তত্তাবৎ গুণপনা শ্রবণান্তে অন্তঃকরণে মহাসুখানুভব করিয়া বিহ্লনের হস্তে যামিনী পূর্ণতিলকাকে সম্প্রদান করিলেন।

প্রশংসিত পত্রের সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব-সমাপ্তি কালে লিখিয়াছেন যে, এই প্রকৃত চোর কবিকে গোপন করিয়া নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ ভারতচন্দ্র কাঞ্চীপুর-নিবাসী রাজপুত্র সুন্দরকে চোরকবি বলিয়া বিদ্যার সহিত তাঁহার গান্ধর্ব্ব বিবাহাদির বর্ণনা করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়ের এই উক্তির আমরা সম্যক্ রূপে অনুমোদন করিতে পারি না; যে হেতু ভারতচন্দ্রই যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান প্রথমে রচনা করিয়াছেন এমত নহে; পূর্ব্বে বররুচি কর্ত্তৃক সংস্কৃতে ঐ উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল, এমত কিংবদন্তী আছে এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভাষাতেও ঐ উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল। (১) বিশেষতঃ চোর-পঞ্চাশত্ শ্লোকে যে কতিপয় শ্লোক প্রসিদ্ধ আছে, তাহার প্রথম শ্লোকের শেষে

"বিদ্যাং প্রমাদগুণিতামিব চিন্তয়ামি"।

এই কথা লিখিত আছে; তাহাতে এক পক্ষে মহাবিদ্যার স্তব ও অন্য পক্ষে বিদ্যার গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐ সকল শ্লোকের দ্বিপ্রকার অর্থে টীকা ও প্রস্তুত আছে। ঐ টীকা পাঠে বোধ হয় যে, ঐ সকল কবিতা শ্লিষ্টার্থে রচনা করাই কবির অভিপ্রেত ছিল। আদি রসাশ্রিত অমরু-শতকের যে প্রকার শান্তি-রস পক্ষে কষ্ট কল্পনায় ব্যাখ্যা হইয়াছে সে প্রকার নহে।

যাহা হউক, এ বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করা অনধিকার চর্চ্চা মাত্র। চোর-কবি কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা লেখাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, চোরকবি ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান কবিদিগের মধ্যে গণনীয় ছিলেন। কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি যে, ১২৫০ বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহার নাম বিখ্যাত ছিল; যেহেতু বাণভট্টের কৃত শ্রীহর্ষচরিত নামক গ্রন্থের মধ্যেও চোর কবির উল্লেখ আছে।

---

(১) বররুচির প্রসঙ্গ দেখ।

শিহ্লন।

উক্ত রহস্য সন্দর্ভ পত্রে লিখিত আছে যে, বিহ্লন ও শিহ্লন এই উভয় কবি এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতে আমরা অনুমান করি যে, বিহ্লন যে প্রকার আদিরস বর্ণনায় আসক্ত ছিলেন, শিহ্লনও সেই প্রকার তদ্বিরোধী শান্তি-রসাশ্রিত কাব্য বর্ণনায় অনুরক্ত ছিলেন। সমকালীন ব্যক্তির প্রতিই দ্বেষ ও ঈর্ষ্যা হওয়ার সম্ভব। শিহ্লনের কৃত শান্তি-শতক পুস্তকের মধ্যে মধ্যে আদিরস বর্ণন কর্ত্তার প্রতি শ্লেষ করার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

"যদা প্রকৃত্যৈব জনস্য রাগিণো
ভৃশং প্রদীপ্তো হৃদি মন্মথানলঃ।
তদা তু ভূয়ঃ কিমনার্য্যপণ্ডিতৈঃ
কুকাব্য-হব্যাহুতয়ো নিবেশিতাঃ॥"

অস্যার্থঃ।

"স্বভাবতঃ কামাতুর জনের যখন।
মনোমধ্যে দীপ্ত হয় কাম-হুতাশন॥
কুপণ্ডিতগণ তাহে হয়ে হতজ্ঞান।
করেন কুকাব্য-হব্য আহুতি প্রদান॥"

নিম্ন লিখিত শ্লোকটী কাব্য প্রকাশে উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"লব্ধাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
সন্তর্পিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিম্।
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিং
কল্পস্থিতং তনুভৃতাং তনুভিস্ততঃ কিম্॥"

কিন্তু এই শ্লোকটী শিহ্লনের রচিত কি না ইহার নিশ্চয় হয় না, যেহেতু ভর্তৃহরি-কৃত বৈরাগ্যশতকের মধ্যেও প্রায় ঐ প্রকার একটী শ্লোক পাওয়া যায়, যথা—

"প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।

সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবাস্ততঃ কিং
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতস্তনবস্ততঃ কিম্॥”

মানতুঙ্গ।

ইনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে উক্ত ধর্ম্ম বহুল রূপে ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। কিংবদন্তী আছে যে, ইনি কোন অপরাধ করায় রাজদণ্ড দ্বারা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং ভক্তামর নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

ময়ূরভট্ট।

ইনি বাণভট্টের সমকালবর্ত্তী ও তাঁহার শ্বশুর ছিলেন। অতএব তাঁহার জীবিত কাল বাণভট্টের জীবিত কাল নিরূপণ প্রসঙ্গে ব্যক্ত হইবে। কাহারও কাহারও মতে ইনি উজ্জয়িনী-নগরে বৃদ্ধ-ভোজরাজের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। ময়ূরভট্ট নিজ তনয়ার রজনী-বিলাস বর্ণনায়

“উদ্ধূয় বাহুযুগমায়তদেহবল্লী
প্রাতঃ কুরঙ্গনয়না বিজহাতি জৃম্ভাম্।
মন্যে দ্বয়ো রতিরণাৎ পুরতো নিবৃত্তং
স্বীয়ং ধনুঃ কুটিলতারহিতং করোতি॥”

এই শ্লোকটী রচনা করাতে তাঁহার কন্যা কুপিতা হইয়া তাঁহার প্রতি অভিশাপ দেন (১)। তাহাতে তিনি কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন ; পরে সূর্য্য-শতক রচনা দ্বারা সূর্য্যের স্তব করাতে রোগ হইতে মুক্ত হন। (২) ময়ূর ভট্টের এ প্রকার

---

(১) ইহাতেই লোকে কহে কবির মুখ॥
(২) “আদিত্যাদের্ম্ময়ূরাদীনামনর্থনিবারণম্”
ইতি কাব্য প্রকাশে।
ময়ূরনামা কবিঃ শতশ্লোকেনাদিত্যং স্তুত্বা কুষ্ঠান্নিস্তীর্ণ ইতি প্রসিদ্ধিঃ।
ইতি তট্টীকাকার জয়রাম।

প্রভাব দৃষ্টি করিয়া তাঁহার জামাতা বাণভট্ট অতিশয় ঈর্ষ্যা-পরবশ হইয়া নিজ প্রভাব প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে নিজ হস্তপদাদি ছেদন করিয়া শত শ্লোক-দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট দেবতা চণ্ডীর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা প্রভাবে পুন-র্ব্বার পূর্ব্ববৎ হস্তপদাদি বিশিষ্ট হন। হিন্দুদিগের এই প্রকার প্রভাব দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আর্হতগণ অতিশয় লজ্জিত ও বিষণ্নবদন হইল; ইহা দেখিয়া তাহাদিগের আচার্য্য মানতুঙ্গপুরী তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আপনি অনেক লোকের সম্মুখে এবং রাজার আদেশক্রমে একটী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আপনার শিষ্যগণকে ঐ গৃহের দ্বার আটচল্লিশটী লৌহশৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিতে কহিলেন। তাহারা ঐ প্রকারে দ্বার বদ্ধ করিলে পর উক্ত আচার্য্য বুদ্ধদেবের মহিমা বিষয়ক ভক্তমার-স্তোত্র নামক ৪৮টী শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি যেমন এক একটী শ্লোক পাঠ করেন আর অমনি এক একটী লৌহশৃঙ্খল আপনা হইতে খুলিয়া পড়িতে থাকে। এই প্রকার সমুদয় শ্লোক পাঠ হইলে পর সমুদয় শৃঙ্খলগুলি খসিয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া সকল বৌদ্ধগণ পুনর্ব্বার বুদ্ধদেবের উদ্দেশে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিল।

যে রাজার সম্মুখে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তিনি উজ্জয়িনী নগরের অধিপতি বৃদ্ধ-ভোজরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (১) এবং তাঁহার সভায় বাণ, ময়ূর, কালিদাস প্রভৃতি পঞ্চশত পণ্ডিত ও কবি বিদ্যমান ছিলেন, এ কথাও লিখিত আছে। কিন্তু বৃদ্ধ-ভোজরাজের সময়ে যে ইহাঁরা সকলেই বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না; যেহেতু এ বিষয়ের অনেক বিপরীত প্রমাণ আছে। বিশেষতঃ ভূপালদেশ হইতে সম্প্রতি এক খানি তাম্র ফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১০১৭ শকে মানতুঙ্গ ভট্টাচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন। তাম্রফলকে মানতুঙ্গ আচার্য্যের যে সময় নিরূপিত আছে, তাহার প্রতি প্রণিধান করিলে বোধ হয় যে, তিনি ধারা-

(১) সূর্য্য-শতকের বালবিনোদিনীনাম্নী টীকাতে এই আখ্যায়িকা আছে। সূর্য্যশত-কের তিনখানি প্রসিদ্ধ টীকা; তাহার মধ্যে এক খানির নাম বালবিনোদিনী। ইহা নেপাল দেশের ললিতপুরগ্রাম নিবাসী হরিবংশের রচিত। দ্বিতীয় খানি বালম (বল্লভ) ভট্টের প্রণীত। তৃতীয় খানি গঙ্গাধর পাঠকের কৃত।

গরী-পতি ভোজরাজের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন ; কিন্তু বাণ ও ময়ূরভট্ট যে াহার জীবিতকালে উদয় হইয়াছিলেন এমত বোধ হয় না ; যেহেতু তদ্বিরোধ ক্ষেই.যে সমুদয় বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা টীকাকারের লিখিত উপরোক্ত মসম্ভব গল্প দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে না (১)।

বাণভট্ট।

এই প্রসিদ্ধ কবি হর্ষ চরিতের প্রথম উচ্ছ্বাসে স্বীয় পরিচয় এই প্রকার লিখিয়াছেন। শোণনদের পশ্চিমভাগে চ্যবন মুনির আশ্রমদেশ হইতে (২) এক যোজন অন্তরে প্রীতিকূট নামক জনপদে বাণের নিবাস ছিল। বাণ নিজ বংশাবলীর এই প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, যথা—ভৃগুমুনির বংশজাত চ্যবন মুনি। তাঁহার পুত্র দধিচ ; তিনি সরস্বতী নাম্নী এক নারীকে বিবাহ করেন ; তাঁহার গর্ভে সারস্বত নামে এক পুত্র হয়। ভৃগুবংশজ অক্ষমালার পুত্র বাৎসায়নের পিতা বৎস মুনি যে দিনে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ সারস্বত মুনির ও সেই দিনে জন্ম হয়। বাৎসায়ন হইতে অনেক পুরুষ অন্তরে তদ্বংশে কুবের নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার চারি পুত্র ; অচ্যুত, ঈশান, হর, এবং পাশুপত। পাশুপতের পুত্র অর্থপতি ; তাঁহার একাদশ পুত্র ; যথা ভৃগু, হংস, শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধর্ম্ম, জাতবেদাঃ, চিত্রভানু, ত্র্যক্ষ, সকদত্ত এবং বিশ্বরূপ। চিত্রভানু রাজ্যদেবীকে বিবাহ করেন ; ইঁহারাই বাণের পিতা ও মাতা। বাণ যখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম বিশিষ্ট, তখন তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়।

---

(১) শ্রীক্ষেত্রের পথে ময়ুর ভট্টের জন্ম হয় এবং তিনি ময়ুরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হওয়ায় তাঁহার নাম ময়ুর হয়। ইঁহার বংশে ক্রোকদী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামধন তর্কপঞ্চানন বর্ত্তমান আছেন। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ শুদ্ধ শ্রোত্রীয়। ময়ুরভট্টের কৃত চণ্ডীশতক নামে এক গ্রন্থ থাকার কথা শুনা যায়।

(২) বায়ু পুরাণে ইহার প্রমাণ আছে, যথা,—

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃ পুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজ-গৃহং বনম্" ॥

বাণের সহচরগণের মধ্যে এই কয়েক জন প্রধান ছিলেন; ভদ্রনারায়ণ, ঈশান এবং ময়ূরক। বাণ একজন পাঠক নিযুক্ত রাখিয়া তাহার নিকটে যবন-প্রযুক্ত পুরাণ শ্রবণ করিতেন (১)।

৬৫০ খৃঃ অব্দে ৫৭২ শকে শিলাদিত্য নামে কান্যকুব্জ দেশে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তাঁহার পিতার নাম প্রতাপশীল এবং উপাধি প্রভাকরবর্দ্ধন। ঐ প্রভাকরবর্দ্ধনের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন, তাঁহার কনিষ্ঠ ঐ শিলাদিত্য এবং হর্ষবর্দ্ধন। হর্ষবর্দ্ধন খৃঃ ৬০০ এবং ৬২৫ বৎসরের অর্থাৎ ৫২২ ও ৫৪৭ শকের মধ্যে রাজা ছিলেন। বাণভট্ট ঐ রাজার সভায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার চরিত্রবর্ণনবিষয়ক হর্ষচরিত নামক এক কাব্য রচনা করেন; এবং কাদম্বরী নামক প্রসিদ্ধ গদ্যময় কাব্যও এই মহাকবির প্রণীত (২)।

বাণের রচিত হর্ষ চরিতের মধ্যে যে সকল কবির ও কাব্যের নাম লিখিত হইয়াছে, তাহা এই স্থানে লেখা যাইতেছে; ইহা দ্বারা কোন কোন কবি ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন ও কোন কোন কাব্য তৎপূর্ব্বে রচিত তাহা জানা যাইবে।

"কবীনা মগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া (৩)।
শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্॥
পদবৎকোজ্জ্বলো হারী কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ।
ভট্টারহরিচন্দ্রস্য (৪) গদ্য-বন্ধো নৃপায়তে॥
অবিনাশিনমগ্রাম্য মকরোৎ শালিবাহনঃ (৪)।
বিশুদ্ধ-জাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥

(১) কর্ণেল উইলফোর্ড সাহেব (Colonel Wilford) কহেন ঐ যবন প্রযুক্ত পুরাণ Iliad অথবা Odessy হইবে। একটীয়ন (Action) কহেন ভারতবর্ষবাসীরা ও হোমারের Iliad গ্রন্থ শুনিত।

(২) কেহ কেহ বিবেচনা করেন, রত্নাবলী ও নাগানন্দ এই বাণভট্টকৃত। Dr. Hall কহেন ঐ উভয় গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এক প্রকার। যে শিলাদিত্য রাজার সভায় বাণভট্ট নিযুক্ত ছিলেন তিনি খৃঃ ৬১০ হইতে ৬৫০ সাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(৩) কাব্যের নাম।

কীৰ্ত্তিঃ প্রবরসেনস্থ (৪) প্রযাতা কুমুদোজ্জ্বলা।
সাগরস্থ পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা॥
সূত্রধার-কৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্ব্বহুভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো (৪) দেবকুলৈরিব॥
নির্গতাস্থ নবা কস্থ কালিদাসস্থ (৪) সূক্তিষু।
প্রীতির্ম্মধুরসান্দ্রীষু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥
সমুদ্দীপিতকন্দর্পা কৃতগৌরী-প্রসাধনা।
হরলীলেব লোকস্থ বিস্ময়ায় বৃহৎকথা (৪)॥
আঢ্যরাজ-(৪) কৃতোৎসাহৈর্হৃদয়স্থৈঃ স্মৃতৈরপি।
জিহ্বান্তঃ কৃষ্যমাণেব কবিত্বেন প্রবর্ত্ততে॥”

১১—১৮শ, শ্লোক।

এই পুস্তকের অনুল্লেখিত কবিগণের মধ্যে “প্রবরসেন” নামক দুই জন কাশ্মীরের রাজা ছিলেন ; তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতামহ। দ্বিতীয় প্রবরসেন বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপশীল অপরাভিধান শিলাদিত্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। কহ্লন রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গের ৩২২, ৩৩৩ শ্লোক।

ধৰ্ম্মদাস।

ইনি বিদগ্ধমুখমণ্ডনের মঙ্গলাচরণে বুদ্ধদেবের স্তুতি করিয়াছেন। (১) অতএব ইনি যে একজন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, ইহা সপ্রমাণ হইতেছে ; যে

---

(৪) কবি সদলের নাম। কথাসরিৎসাগরপ্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে “শালিবাহন” পরিবর্ত্তে “শতবাহন” লিখিত আছে ; ইনি কাশ্মীর দেশাধিপতি হর্ষরাজার পূর্ব্বপুরুষ। “আঢ্যরাজ” পরিবর্ত্তে কোন কোন গ্রন্থে “আদ্যরাজ” আছে।

(১) “সিদ্ধৌষধানি ভবদুঃখমহাগদানাং পুণ্যাত্মনাং পরমকর্ণরসায়নানি।
প্রক্ষালনৈকসলিলানি মনোমলানাং সিদ্ধোদনেঃ প্রবচনানি চিরং জয়ন্তি।”

হেতু গ্রন্থকর্ত্তারা গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বীয় স্বীয় অভীষ্টদেবেরই স্মরণাদি করিয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্দ্বারা এই প্রকার অনুমান হয় যে, ইনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে মগধরাজ্যের কোন স্থানে বর্ত্তমান ছিলেন; কারণ সেই সময়েই ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ দেশে বৌদ্ধমতের অতিশয় প্রাবল্য ছিল। বাণভট্টের কৃত হর্ষচরিতের মধ্যে যত যত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ীদিগের নাম উল্লেখিত আছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ী অপেক্ষাকৃত অধিক, যথা হর্ষচরিতে লিখিত বিন্ধ্যসমীপ-গিরিবর্ত্তি জনপদস্থ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীদিগের নাম, আইতমস্করী, শ্বেতব্রত, পাণ্ডুর, ভিক্ষু, ভাগবত, বর্ণী (ব্রহ্মচারী), লোকায়াতিক, জৈন, কপিল, কাণাদ, ঔপনিষদ, ঈশ্বরকারণী, ধর্ম্মশাস্ত্রী, পৌরাণিক, সপ্ততন্তব, শাব্দ, পাঞ্চরাত্র। (১)

রাজা শ্রীহর্ষ।

ইনি বাণভট্টের সেব্য ও উপজীব্য এবং তৎকৃত হর্ষচরিত কাব্যের নায়ক। রত্নাবলী ও নাগানন্দ এই দুই নাটক ইহাঁর দ্বারাই প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহাশয়েরা লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীরের রাজা শ্রীহর্ষ এই দুই কাব্যের প্রণেতা। এবং তৎপ্রমাণ স্বরূপে কহ্লন-রাজতরঙ্গিণীর ৭ম তরঙ্গের ৬১১ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—

"সোঽশেষদেশভাষাজ্ঞঃ সর্ব্বভাষাসু সৎকবিঃ।
কৃতী বিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষ্বপি॥"

কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মধ্যে রত্নাবলী ও নাগানন্দের যে উল্লেখ নাই, এ কথাও লিখিয়াছেন। এক্ষণে এই বিবেচনা করিতে হয় যে, রাজতরঙ্গিণীর মধ্যে যখন যে কবি বর্ত্তমান ছিলেন ও যখন যে কাব্য রচিত হইয়াছে কিম্বা যখন যে গ্রন্থাদি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে লিখিত আছে, তখন দুই খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কথা যে লিখিত হয় নাই, ইহার কারণ কি? অতএব ইহাতেই অনুমান হইতেছে যে, কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ দ্বারা উক্ত নাটকদ্বয় প্রস্তুত

(১) ইহারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী।

হয় নাই। বিশেষতঃ উক্ত রাজা শকাব্দ ১০০০ বৎসরের পর বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা রাজতরঙ্গিণীর গণনানুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু মম্মটভট্ট কৃত কাব্যপ্রকাশ ও ভোজরাজকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, যাহা ৯০০ শকাব্দের পর অল্পদিনের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ও রত্নাবলী ও নাগানন্দের কথা উল্লেখিত আছে। (১) কেহ কেহ কহেন যে, শ্রীহর্ষদেবের আদেশ ক্রমে বাণভট্ট রত্নাবলী রচনা করিয়াছেন; এবং তৎপ্রমাণ জন্য বাণভট্টের রচিত হর্ষচরিতের পঞ্চম উচ্ছ্বাসের "দ্বিপাদ্" ইত্যাদি পদ্যটী রত্নাবলীর মধ্যেও যে আছে ইহাও দর্শাইয়াছেন; এবং আরও কহেন যে শার্ঙ্গধরপদ্ধতির মধ্যে বাণভট্টের রচিত বলিয়া কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু সে সকল শ্লোক কাদম্বরী অথবা হর্ষচরিতের মধ্যে পাওয়া যায় না; ইহাতে অনুমান হয় যে, ঐ দুই কাব্য ব্যতীত বাণভট্ট আরও অন্য কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল কথার প্রতি নির্ভর করিয়া রত্নাবলী যে বাণভট্টের রচিত ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না; যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, এক প্রকার প্রসঙ্গের কথা হইলেই একের রচিত শ্লোক অন্যের রচিত গ্রন্থের মধ্যে অনেক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভর্ত্তৃহরিকৃত বৈরাগ্য-শতকের ৬৬ শ্লোক "প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ" ইত্যাদি শান্তিশতকের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২য় শ্লোকের স্থলে লিখিত হইয়াছে এবং মহানাটকের ৪৬ সংখ্যান্বিত পরশুরাম বর্ণনের শ্লোক "চূড়াচুম্বিত-কঙ্ক-পত্রমণ্ডিত" ইত্যাদি ভবভূতিকৃত উত্তররামচরিতের ৪র্থ অঙ্কে লবের বর্ণনে লিখিত আছে। আর বাণের রচিত শ্লোক যাহা শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা যদি রত্নাবলীতে থাকিত, তবে কোন সন্দেহ ছিল না; নচেৎ সে সকল তৎকৃত উদ্ভট শ্লোক হইলেও হইতে পারে। এতদ্বিবেচনায় আমরা রত্নাবলীকে বাণভট্টের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

উপরোক্ত রত্নাবলী ও নাগানন্দ ব্যতীত আর কোন অভিধান এই রাজার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; যেহেতু ক্ষীরস্বামী অমরকোষোদ্ঘাটন নামে অমরকোষের যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে শ্রীহর্ষ বলিয়া এক অভিধান-কর্ত্তার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

---

(১) কাব্যপ্রকাশের টীকাকার শিতিকণ্ঠ।

১৭৭১ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৫৮ পৃষ্ঠায় রত্নাবলীর বৃত্তান্ত যাহা বৌদ্ধদিগের মহাবংশের ৫৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, তাহাতে ৯৯৩ শকে রত্নাবলীর পিতা সিংহলে রাজা ছিলেন, এরূপ লিখিত আছে। ইহা হইলে কাশ্মীরের রাজা শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচনাকর্ত্তা বোধ হয়।

ধাবক।

উপরোক্ত শ্রীহর্ষ রাজা ইঁহার দ্বারা রত্নাবলী ও নাগানন্দ প্রস্তুত করেন, ইহা কাব্যপ্রকাশকার এবং তট্টীকাকার প্রধান প্রধান তিন জন, অর্থাৎ, বৈদ্য-নাথ, জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন এবং নাগেশ ভট্ট, লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "সংস্কৃতভাষা" ইত্যাদি পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কালি-দাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনাতে ধাবকের নামোল্লেখ আছে; অতএব তিনি কখন শ্রীহর্ষ রাজার সমকালবর্ত্তী হইতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এ লেখনীকে আমরা যথোচিত মান্য করিতে পারি না, যেহেতু মম্মটভট্ট প্রভৃতি প্রাচীনতম পণ্ডিতেরা যখন এ কথা লিখিয়াছেন এবং অনেক হস্তলিখিত মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যে যখন "ধাবক" না হইয়া "ভাসকের" নাম লিখিত আছে (১) তখন বিদ্যাসাগরের ও ডাক্তার টলবর্গের দৃষ্ট পুস্তকের মধ্যে "ধাবক" নাম থাকাতে তাহা প্রবল প্রমাণ হইতে পারে না।

ভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য।

যদিও ইনি আধ্যাত্মশাস্ত্রেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, কাব্য-কলাপে ইহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল না; তথাপি আনন্দলহরী প্রভৃতি কাব্য সকল যাহা ইঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে ইঁহাকে

(১) বাসবদত্তার ইংরাজী মুখবন্ধের ১৪ পৃষ্ঠা (Dr. Hall কৃত)

এক জন প্রধান কবি না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। এজন্য কবিগণের মধ্যে ইহাঁকে পরিগণিত করিলাম।

শঙ্করাচার্য্য মলয়বরদেশে বপুারি ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বজিৎ এবং মাতার নাম বিশিষ্টা। অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হইলে তিনি বেদাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন এবং অত্যল্প কালে তাঁহার জ্ঞানের অসম্ভব উন্নতি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। যখন দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলেও তিনি সেইরূপে জ্ঞানচর্চ্চাতে নিযুক্ত ছিলেন। অত্যল্প বয়সেই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়; কিন্তু তাঁহার মাতার অমতপ্রযুক্ত কিয়ৎকাল নিবারিত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে এক প্রচলিত ইতিহাস আছে যে, কোন দিবস তিনি আপন মাতার সহিত কিয়ৎদূরে কোন আত্মীয়ের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে দেখিলেন যে, গমনকালে যে নদী অনায়াসে পার হইয়াছিলেন, তাহা বৃষ্টিদ্বারা জল বৃদ্ধি হইয়া তখন পূর্ণ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ শমতানন্তর তাঁহারা নদীতে প্রবেশ করিলে আকণ্ঠ জল মগ্ন হইলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মাতাকে কহিলেন যে, তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান না করিলে জলমগ্ন হইয়া উভয়েরই প্রাণ বিয়োগ হইবে; আর যদি তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি দেন, তবে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা তিনি উভয়ের জীবন রক্ষা করিবেন। এমত বিষম বিপদকালে শঙ্করাচার্য্যের মাতা সুতরাং সম্মত হইলেন। তখন তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে গ্রহণপূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য সন্তরণ দ্বারা তীরস্থ হইলেন এবং মাতাকে যথাবিধি প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কলিযুগে দণ্ডগ্রহণের যে নিষেধ ছিল, তাহা এই মহাত্মা কর্ত্তৃকই নিরাকৃত হয়।

শঙ্কর জয়, শঙ্কর দিগ্বিজয়, শঙ্করবিজয়বিলাস প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের দিগ্‌ভ্রমণ এবং তৎকালীন নানা উপাসকের মত খণ্ডনের বিশেষ বিস্তার আছে। ইহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য আনন্দগিরি এবং বিজয়নগরের রাজমন্ত্রী সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য কৃত গ্রন্থদ্বয়ে অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর তেলুগু ভাষাতে কেরল-উৎপত্তিনামক এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে তাঁহার বাল্যকালের কতক বৃত্তান্ত লিখিত আছে। এবং কাবেলি বেঙ্কটরামস্বামী কর্ত্তৃক যে দক্ষিণদেশীয় কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়,

তাহাতেও শঙ্করাচার্য্যের কতক বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের বর্ত্তমান কাল যদিও নির্দ্দিষ্ট নাই (১), তথাপি প্রামাণিক অনুমানদ্বারা তাহার যথাসম্ভব প্রমাণ হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা সায়ণাচার্য্য ও তাঁহার কৃত গ্রন্থে সঙ্গমরাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রায় ৩৬ বৎসর হইল চিত্রদুর্গে এক পিত্তল পত্র পাওয়া গিয়াছে (২); তাহাতে দেবনাগর অক্ষরে সঙ্গমরাজা ও তাঁহার পুত্র হরিহর, বুক্ক প্রভৃতির নাম মুদ্রিত আছে এবং তাঁহাদিগের রাজত্বকাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

অভূদস্য কুলে শ্রীমান্ ভূমৌ গুরুগুণোদয়ঃ।
অপ্রাপ্তদূরিতাসঙ্গঃ সঙ্গমো নাম ভূপতিঃ।
আসন্ হরিহরঃ, কম্পো, বুক্করায়মহীপতিঃ।
মারপো মুদ্গঃ পঞ্চেতি কুমারাস্তস্য ভূপতেঃ।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্লোক।

তাঁহার বংশে পাপবর্জ্জিত এবং উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত শ্রীমান্ সঙ্গম রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল, যথা, হরিহর, কম্প, বুক্করায়, মারপ এবং মুদগ।

---

(১) তথাচ ভবিষ্যে

"ব্রহ্ম ব্রহ্মা বশিষ্ঠশ্চ শক্তিশ্চৈব পরাশরঃ।
ব্যাসঃ শুকো গৌড়পাদো গোবিন্দস্বামিশঙ্করৌ॥

আদৌ বেদান্তাচার্য্যো ব্রহ্মা, দ্বিতীয়াচার্য্যো বিষ্ণুঃ, তৃতীয়াচার্য্যো রুদ্রঃ, চতুর্থাচার্য্যো বশিষ্ঠঃ, পঞ্চমাচার্য্যঃ শক্তিঃ, ষষ্ঠাচার্য্যঃ পরাশরঃ, সপ্তমাচার্য্যো ব্যাসঃ, অষ্টমাচার্য্যঃ শুকঃ, নবমাচার্য্যো গৌড়ঃ, দশমাচার্য্যো গোবিন্দঃ, একাদশঃ শঙ্করাচার্য্যঃ।" এই বচনানুসারে কেহ কেহ কলির প্রথমেই শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এরূপ কহিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা প্রামাণিক বোধ হয় না। শুকদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য গৌড় পূর্ণাচার্য্য কি না ইহা সন্দেহ স্থল; বোধ হয় তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য হইবেন। যেমন গোত্রের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে প্রবর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সন্তানাদি ক্রমে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সেইরূপ সম্প্রদায়ীদিগের গণনার মধ্যেও ঐ নিয়ম থাকা সম্ভব।

(২) Asiatic Researches, Vol. IX., p. 419.

হরিহর রাজা যে ভূমি দান করেন, তাহার সময় উক্ত পিত্তলপত্রে অঙ্কিত আছে, যথা,

"ঋষিভূবহ্নিচন্দ্রে তু গণিতে ধাতবৎসরে।
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্যাং মহাতিথৌ।
নক্ষত্রে পিতৃদৈবত্যে ভানুবারেণ সংযুতে॥"

বিংশতি শ্লোক ও একবিংশতি শ্লোকার্দ্ধ।

১৩১৭ শকে ধাতবর্ষে (?) মাঘমাসে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাসীতিথি মঘা নক্ষত্রে রবিবারে।

বেলিগোল পর্ব্বতে এক খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে লিখিত আছে যে, ১২৯০ শকে বুক্ক রাজা জৈন এবং বৈষ্ণবদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া পরস্পর সন্ধি স্থাপন করেন। অতএব যখন হরিহর রাজা ১৩১৭ শকে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তৎপিতা সঙ্গম রাজার মন্ত্রী সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা অন্যূন ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। সেই মাধবাচার্য্য (১) তাঁহার কৃত শঙ্করজয় গ্রন্থের আরম্ভে ব্যক্ত করেন যে "প্রাচীনশঙ্করজয়-সারঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটং" প্রাচীনশঙ্করজয় গ্রন্থে যে সারভাগ আছে, তাহা গৃহীত হইল। এবং "স্তুতোঽপি সম্যক্ কবিভিঃ পুরাণৈঃ" অন্য অন্য পুরাতন কবি সকল শঙ্করাচার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বকার গ্রন্থকর্ত্তা না হইলে কেহ তাঁহাকে প্রাচীন শব্দে উক্ত করেন না; অতএব শঙ্করাচার্য্যের কাল ৮০০ বৎসরের ন্যূন নহে। অন্যান্য প্রমাণ দ্বারাও ইহা দৃঢ় রূপে সম্ভব হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি মলয়বরদেশীয় লোকদিগের এই প্রবল মত যে, তিনি সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন এবং তেলুগু ভাষাতে কেরল-উৎপত্তি নামক গ্রন্থানুসারে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণরাও যখন শিও-রাওএর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন, তখন শঙ্করাচার্য্য মলয়বরদেশে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব উক্ত গ্রন্থ এবং শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমিস্থ লোকের প্রচলিত মত প্রভৃতি যথাপ্রাপ্য প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হইতেছে যে, তিনি ন্যূনাধিক সহস্র

(১) মাধবাচার্য্য খৃঃ ১৪০০ সনের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। (সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্যের মুখবন্ধ, ৩৭ পৃষ্ঠা।) সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ঐ সময়ে রচিত হয়।

বৎসর পূর্ব্বে বিরাজিত ছিলেন (১)। শঙ্করবিজয়ে লিখিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীরদেশে গমন পূর্ব্বক বিপক্ষদিগকে জয় করিয়া সরস্বতীপীঠে স্থিতি করেন। রাজতরঙ্গিণীতে তদনুযায়ী এক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষকালে কতকগুলি তীর্থযাত্রী ব্যক্তি কাশ্মীরস্থ লোক ও তত্রস্থ সরস্বতীর মন্দির দর্শনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন; তাহাতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কারণ বশতঃ অত্যন্ত সংগ্রাম হয়,—

"গৌড়োপজীবিনামাসীৎ সত্যমত্যদ্ভুতং তদা।
জহুর্যে জীবিতং ধীরাঃ পরোক্ষস্য প্রভোঃ কৃতে॥ ৩২৫
শারদাদর্শনামিষাৎ কাশ্মীরান্ সংপ্রবিশ্য তে।
মধ্যস্থদেবাবসথং সংহতাঃ সমবেষ্টয়ন্॥" ৩২৬

রাজতরঙ্গিণী চতুর্থ তরঙ্গ।

ললিতাদিত্যের কালে গৌড়দেশোপজীবী ব্যক্তিদিগের অতি অদ্ভুত কার্য্য হইয়াছিল। পরোক্ষদেবতার জন্য সেই পণ্ডিতেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সরস্বতী দর্শনচ্ছলে কাশ্মীর দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক একত্র হইয়া তন্মধ্যস্থিত দেবালয়কে বেষ্টন করিয়াছিলেন। কাশ্মীর দেশ ও তন্মধ্যে বিশেষ স্থান সরস্বতীর পীঠ স্থল, উভয় দলের উৎকট বিবাদ, সেই বিবাদের কারণ কেবল ধর্ম্মের অনৈক্য ইত্যাদি। এই ঘটনার অনেক বিষয়ে রাজতরঙ্গিণী এবং শঙ্করদিগ্বিজয় উভয়গ্রন্থ অবিকল হইতেছে। অতএব ইহা সম্ভব যে, শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী শিষ্য সকল এই বিবাদের এক পক্ষ। যদিও

---

(১) কাবেলি বেঙ্কটরামের বিবেচনায় তিনি খৃঃ ৭৮৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব বিষ্ণুপুরাণে লিখিয়াছেন, তিনি খৃঃ ৮০০ কি ৯০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। বুক্করায় ১৩৪১ শকে দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে রাজা ছিলেন। তাঁহার কৃত "ভুবনসাগর" নামে এক ভূগোল গ্রন্থ আছে। Asiatic Researches, ১৭৮৯ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৯৫ পৃষ্ঠা। খৃঃ ১১৪৩ সনে গুজরাটের রাজা কুমারপালের সভায় হেমচন্দ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচার হয় ইতি "প্রাচীনদিগ্বিজয়" ১৫৭ পৃষ্ঠা। ইনি খৃঃ ৮০০—৯০০ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। The Indian Antiquary। কোলব্রুক সাহেবের মতে শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টাব্দের ৮০০ অথবা ৯০০ বৎসরের আরম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। Miscellaneous Essays, Vol. I. p. 223. Hodgson সাহেব কহেন তিনি খৃঃ ৮০০ বৎসরের পূর্ব্বে ছিলেন।

সেই সকল ব্যক্তি গৌড়োপজীবী বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ বোধ হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের সহিত অনেক গৌড়দেশস্থিত শিষ্য ছিল, অথবা অন্য কোন কারণে নাম পরিবর্ত্তন হইয়া গ্রন্থকর্ত্তার জ্ঞানগোচর হইয়া থাকিবে। রাজতরঙ্গিণীর মতে ১১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ললিতাদিত্যের রাজত্ব কাল শেষ হয়; অতএব অন্য অন্য প্রমাণ দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের যে সময় সম্ভব হয়, এই কাল তাহা হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। অতএব অত্যন্ত সম্ভবতঃ সপ্তশত শকের কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হইয়াছিল।

তৎকৃত গ্রন্থ—ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, দশোপনিষদ্ ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভাষ্য, ভারতৈকপঞ্চরত্নের ভাষ্য (১), আনন্দলহরী, মোহমুদ্গর, সাধনপঞ্চক, যতিপঞ্চক, আত্মবোধ, অপরাধভঞ্জন, বেদসার শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক, যমক ষট্পদী স্তুতি।

এবং ভৃঙ্গগিরির নিকটে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সরস্বতী প্রতিমা স্থাপনা করতঃ যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারও কতিপয় শ্লোক এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

"সাকারশ্রুতিমুল্লঙ্ঘ্য নিরাকারপ্রবাদতঃ।
যদঘং মে কৃতং দেবি তদ্দোষং ক্ষন্তুমর্হসি॥
ত্বমেব জগতাং ধাত্রী সারদেঽক্ষররূপিণি।
তব প্রসাদাদ্দেবেশি! মূকো বাচালতাং ব্রজেৎ॥
বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থস্য বিপর্য্যয়ম্।
দেবানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চ্চনম্।
স্বমতস্থাপনার্থায় কৃতং মে ভূরি দুষ্কৃতম্।
তৎ ক্ষমস্ব মহামায়ে পরমাত্মস্বরূপিণি।

---

(১) "গীতা সহস্রনামৈব স্তোত্ররাজমনুস্মৃতিঃ।
গজেন্দ্রমোক্ষণঞ্চৈব পঞ্চরত্নানি ভারতে॥"

গীতা, বিষ্ণুর সহস্র নাম, স্তোত্ররাজ, অনুস্মৃতি এবং গজেন্দ্রমোক্ষণ এই কয়েকটীকে ভারতের পঞ্চরত্ন কহে।

কৃতাঘ-পরিহারায় তবার্চ্চা স্থাপিতা ময়া।
অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥"

ব্রহ্মাণ্ডগিরিকৃত শঙ্করবিলাস।

হে দেবি! সাকার শ্রুতিকে তিরস্কার করতঃ নিরাকার প্রতিপাদক বচনার্থ প্রতিপন্ন করাতে যে পাতক আমি করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। তুমি এই ত্রিজগতের মাতা, তোমার প্রসাদে মূক ব্যক্তি বাক্যে পটু হয়। বিরুদ্ধ-ধর্ম্মিদিগের সহিত বিচার জন্য বেদার্থকে বিপরীত করিয়াছি এবং দেবতাদির জপ, যজ্ঞ, অর্চ্চনাদি, যাহা খণ্ডন করিয়াছি ও স্বমত স্থাপনের নিমিত্ত আর আর অনেক দুষ্কৃত করিয়াছি, হে মহামায়ে, হে পরমাত্মস্বরূপিণি! সারদে! সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। কৃত পাতকের পরিহারার্থে তোমার প্রতিমা মৎকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে; অতএব এই আমার আশ্রমে প্রতিমায় এক কল্প পর্য্যন্ত অবস্থিতি কর।

কথিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্য বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যে নিজ উদ্দেশ্য সমুদয় কার্য্য সাধন করিয়া কেদারনাথ পর্ব্বত সন্নিধানে অপ্রকট হন।

অমরু।

এই প্রসিদ্ধ মহাকবির জীবিত কালের কোন বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি কবি কালিদাসকে ব্যাকরণানুসারে কবিশব্দের রূপ সাধন করিতে কহিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি এই শ্লোক রচনা করেন—

"কবিরমরঃ কবিরমরুঃ কবী চোরময়ূরকৌ।
অন্যে কবয়ঃ কপয়ঃ কপিজাতিত্বাচ্চঞ্চলমতয়ঃ॥"

কিন্তু একথা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না; কারণ যে ময়ূর কবির নাম ঐ শ্লোকমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, তিনি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা সমকালবর্ত্তী কদাপি ছিলেন না, ইহা দৃঢ়তর প্রমাণদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই প্রকার রীতি আছে যে, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইলে তদ্বিষয়ের যে কোন কার্য্য হউক, সকলই তৎকর্ত্তৃক হইয়াছে,

ইহাই লোকে বিবেচনা করিয়া থাকে। লোকে কোন হিতজনক অথবা উপদেশ স্বরূপ বাক্য শ্রুত হইলেই কহিয়া থাকে যে, এই কথা ডাকপুরুষ কহিয়াছেন। কিন্তু ডাকপুরুষ যে, কে? তাহার কেহই কিছু নির্দ্দেশ করেন না। এই প্রকার সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা শ্রুত হইলেই লোকে কহিয়া থাকে, ইহা কবি কালিদাসের রচিত। অতএব এ প্রকার অমূলক কথার প্রতি নির্ভর না করিয়া কোন এক গ্রন্থকর্ত্তার লিখিত কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

কলাধর নামক এক জন অমরুশতকের টীকাকার টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, এই প্রকার কিম্বদন্তী আছে, ভগবচ্ছঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়চ্ছলে কাশ্মীর দেশে গমন করিলে তথাকার কাব্যকোবিদ সভ্য সকল তাঁহাকে আকৌমার বৈরাগ্যধর্ম্মাশ্রয়ী জানিয়া পরাভূত করিবার মানসে শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্য রচনা করিতে কহিলেন এবং তাঁহারা কাব্যের মধ্যে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিয়া শুনাইলেন,—

"শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।"

শঙ্করাচার্য্য আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন; কখনই আদ্য রসের আস্বাদন করেন না। সুতরাং হঠাৎ তদ্রসঘটিত কাব্য রচনা করিতে অসমর্থ হইয়া উক্ত রসে রসিক হইবার জন্য এই অমরু নামক রাজার মৃতশরীরে পরপুরপ্রবেশ বিদ্যা দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত রাত্রি তদীয় মহিষীদিগের সহিত সুখসম্ভোগ করিয়া প্রভাতে ঐ রাজশরীরেই অধিষ্ঠিত থাকিয়া অমরুশতক নামক কাব্য রচনা করেন। এজন্য অমরুশতকের শ্লোক আদিরস ও শান্তিরস এই উভয় রসাশ্রিত হইয়াছে। এবং ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"অতএব শ্রীশঙ্কর লোক বিড়ম্বিল।
স্বয়ং হরিভক্তিরসে মগন হইল॥
পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণ প্রেমেতে মগনে।
শুদ্ধ ভক্তি প্রকাশিলা বৈষ্ণবের স্থানে॥
মত্ত হৈলা কৃষ্ণলীলা রস আস্বাদনে।
কিন্তু নাহি জানে আদিরস প্রকরণে॥
বিরক্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ না জুয়ায়।

রস জানিবারে প্রবেশয়ে পরকায়॥
কোন স্থানে এক রাজা তাঁর মৃত্যু হৈল।
শুনি নিজ দেহ এক গৃহেতে স্থাপিল॥
শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ॥
রাজ-মৃতদেহে মুঞি প্রবেশ করহ॥
রাণীগণ সঙ্গে রস বিহার করিয়া।
জানিব রসের রীত মত আস্বাদিয়া॥
রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে।
রাধাকৃষ্ণ রসতত্ত্ব জানিব আদরে॥
মোহমুদ্গর নামে বৈরাগ্য-প্রধান।
শ্লোক রচনা করি দিলা শিষ্য স্থান।
যদি মুঞি রাজ্য পূর্ব্ব হই মুগ্ধাশয়।
এই সব শ্লোক তবে শুনাবে আমায়॥"

ইত্যাদি।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তের সমুদয়াংশ সত্য না হউক, অমরু কবি শঙ্করাচার্য্যের সমকালবর্ত্তী অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালবর্ত্তী ছিলেন, ইহা এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। অমরু-কবি প্রাচীন কবি নহেন, তাহার প্রমাণ আরও এই যে, অতি প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে কেহই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার কোন বর্ণনা করিয়াছেন, এমত দেখা যায় না; কিন্তু অমরু তদ্বর্ণনবিষয়ক অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যথা পদ্যাবলী গ্রন্থে—

কস্তং স্ত্রীষু যদৃচ্ছয়া কিতরয়া স্তিষ্ঠন্তি গোপাঙ্গনাঃ
প্রেমাণং ন বিদন্তি যাস্তব হরেঃ কিন্ত্বাদৃতে কৈতবং।
এষা হন্ত হতাশ্রিষা যদভবং তম্যেকতানাপরং
তেনাস্যাঃ প্রণয়োঽধুনাপ্যনুমৃতঃ প্রাণৈঃ সমং যাস্যতি॥

বাক্‌পতি শ্রীরাজদেব।

কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মার সভাতে সভ্য পদবীতে আরূঢ় ছিলেন। জতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে, উক্ত রাজা কাশ্মীর সম্রাট্ ললিতাদিত্যের াজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন ; যথা,—

কবির্বাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতাং ॥

কহ্লনরাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ১৪৫ শ্লোক।

বাক্‌পতি, রাজশ্রী ও ভবভূতি প্রভৃতি দ্বারা সেবিত যে কবি যশোবর্ম্মা, তনি পরাজিত হইয়া ললিতাদিত্যের স্তব করিলেন।

ইহাতে বাক্‌পতি ও রাজশ্রী পৃথক পৃথক্ কবি বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে ; কিন্তু দশরূপকের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৫৩ শ্লোকের টীকায় "শ্রীবাক্‌পতি রাজদেবস্য" বলিয়া লিখিত আছে ; ইহাতে এক ব্যক্তি ভিন্ন দুই ব্যক্তি বুঝায় না। অনুমান হয় যে, রাজদেব তাঁহার নাম ও বাক্‌পতি তাঁহার উপাধি ছিল।

উল্লেখিত কবির কোন প্রসিদ্ধ কাব্য আছে কি না, ইহা আমরা জানিতে পারি নাই ; কিন্তু দশরূপকের টীকাতে তৎকৃত শ্লোক যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা,—

"প্রণয়কুপিতাং দৃষ্ট্বা দেবীং সসম্ভ্রমবিস্মিতম্
ত্রিভুবনগুরুর্ভীত্যা সদ্যঃ প্রণামপরোঽভবৎ।
নমিতশিরসো গঙ্গালোকে তয়া চরণাহতা
ববতু ভবতস্ত্র্যক্ষস্যৈতদ্ বিলক্ষমবস্থিতম্ ॥"

দশরূপকে ৪ পরিচ্ছেদে ৫৩ শ্লোকের টীকায়।

"রাজদেব" নামক একজন অমরকোষের টীকা করিয়াছিলেন ; ইহা শব্দকল্পদ্রুমাভিধানের মুখবন্ধে লেখা আছে। বোধ হয়, ইনিই সেই ব্যক্তি হইবেন।

ভবভূতি।

ভবভূতি বিদর্ভ দেশের পদ্মনগরে কাশ্যপবংশে নীলকণ্ঠ নামক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর অপর নাম ভূগর্ভ ও শ্রীকণ্ঠপদ-লাঞ্ছন। ইনি কান্যকুব্জ দেশের অধিপতি যশোবর্ম্মা রাজার সভাসদ্রূপে ৬৭০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই "বাক্‌পতি শ্রীরাজদেব" কবির বৃত্তান্তে লিখিত হইয়াছে। যদিও ভবভূতি কাশ্মীর-সম্রাট্ ললিতাদিত্যের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে, এবং শঙ্করাচার্য্যও সেই সময়ে জীবিত ছিলেন ইহার আনুমানিক প্রমাণ আছে বটে, তথাপি ভবভূতি হইতে শঙ্করাচার্য্যকে প্রাচীনতর বোধ হয়; কারণ ভবভূতি নিজকৃত উত্তররামচরিতের মধ্যে—

"বিদ্যাকল্পেন মরুতা মেঘানাং ভূয়সামপি।
ব্রহ্মণীব বিবর্ত্তানাং ক্বাপি বিপ্রলয়ঃ কৃতঃ॥"

যেমন ব্রহ্ম হইতে বিবর্ত্ত কারণ দ্বারা উৎপন্ন জগদাদি বিদ্যার প্রভাবে ব্রহ্মেতেই লীন হইয়া থাকে, সেই প্রকার পবন দ্বারা প্রচুর মেঘ সকলের লয় হইল। এই শ্লোক দ্বারা যে বিবর্ত্তবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা অদ্বৈত-বাদী শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল বৈদান্তিকেরা ছিলেন, তাঁহারা পরিণামবাদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা দ্বৈতবাদী ছিলেন; অর্থাৎ "ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন", এই প্রকার তাঁহাদিগের মত ছিল। শঙ্করাচার্য্য ঐ সকল মতকে খণ্ডন করিয়া বিবর্ত্তবাদকে আশ্রয় করিয়া, অদ্বৈতবাদীর মত, অর্থাৎ "ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন", ইহাই সংস্থাপিত করেন। ইহাকে অভিনব মত বলিয়া অনে-কেই লিখিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য দর্শনের সূত্র-ব্যাখ্যানে লিখিয়াছেন যে, বিবর্ত্তবাদের মূল যে মায়াবাদ ইহা বেদান্তসূত্রের মধ্যে কোন স্থানেই উল্লেখিত হয় নাই। (১)

---

(১) "ব্রহ্মমীমাংসায়াং কেনাপি সূত্রেণাবিদ্যামাত্রতো বন্ধস্যানুক্তত্বাৎ। যত্তু বেদান্তি ব্রুবাণামাধুনিকস্য মায়াবাদস্যাত্র লিঙ্গং দৃশ্যতে তৎ তেষামপি বিজ্ঞানবাদ্যেকদেশিতয়া যুক্ত-মেব। নতু তদ্বেদান্তমতং অনয়ৈব রীত্যা নবীনানামপি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধানাং মায়াবাদিনা-মবিদ্যামাত্রস্য তুচ্ছস্য বন্ধহেতুত্বং নিরাকৃতং বেদিতব্যং।" সাংখ্যসূত্র ১ অং ২২ ভাষ্যে।

এই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের মত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এবং ইহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া পদ্মপুরাণের নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়া অনেকে নিন্দাও করিয়াছেন। যথা পার্ব্বতীর প্রতি শিবের বাক্য।

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা॥"

ইত্যাদি।

অর্থাৎ, মায়াবাদ শাস্ত্রই অসৎশাস্ত্র এবং বাহ্য আস্তিকশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু ইহা বাস্তবিক আস্তিক শাস্ত্র নহে, নাস্তিকশাস্ত্র; কলিকালে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আমিই এইশাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি। এতদনুসারে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেও বিবর্ত্তবাদের আধুনিকত্ব ও কল্পিতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

"পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত। (১)
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি এই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥"

মধ্যমখণ্ডে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে।

এতাবৎ বিবেচনায় ভবভূতিকে শঙ্করাচার্য্যের উত্তরকালবর্ত্তী বলিয়া স্থির করা গেল।

তৎকৃত কাব্যের নাম—

বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব, এবং গুণরত্ন নামক ক্ষুদ্র কাব্য। তাহার প্রথম শ্লোক :—

---

(১) যেহেতু বেদান্তের ১ অধ্যায়ে ৪ পদে ২৬ সূত্র "আত্মকৃতঃ পরিণামাৎ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

"সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহূতকৌমারবর্হি-
ত্রাসান্ নাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি ফণিপতৌ ভোগসঙ্কোচভাজি।
গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিতককুভাস্তাণ্ডবে শূলপাণে-
র্বৈনায়ক্যশ্চিরং মে বদনবিধুতয়ঃ পাতু চীৎকারবত্যঃ॥"

ভট্ট, দামোদর গুপ্ত, মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক অথবা চাতক, সন্ধিমান্ এবং বামন।

ইঁহারা কাশ্মীর সম্রাট্ জয়াপীড়ের সভার ভূষণস্বরূপ ছিলেন। (১) উক্ত রাজার রাজত্বকাল খৃঃ ৭৭২ অবধি ৮০৩ বৎসর (অথবা ৬৯৪ শক অবধি ৭২৫ শক) পর্য্যন্ত ব্যাপক ছিল। এই সকল পণ্ডিত ও কবিদিগের মধ্যে এক বামনের নাম নানা টীকার মধ্যে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের প্রমাণ প্রদর্শন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু ইনি সেই ব্যক্তি হইবেন কি না, ইহার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অন্যান্য ব্যক্তিদিগের কৃত কোন প্রকার গ্রন্থাদি আছে কি না, তাহা আমাদিগের বিদিত নাই।

---

(১) "বিদ্বান্ দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃতবেতনঃ।
ভট্টোঽভূদ্ভূটস্তস্য ভূমিভর্ত্তুঃ সভাপতিঃ॥
স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টিনীমতকারিণম্।
কবিং কবিং বলিরিব ধূর্য্যক্ষী সচিবং ব্যধাৎ॥
মনোরথঃ শঙ্খদত্তশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ॥"

কহ্লনরাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ৪৯৪।৪৯৫।৪৯৬ শ্লোক।

শঙ্কুক।

কাব্যপ্রকাশে ইহার নাম আছে। ইনি কাশ্মীররাজ উৎপলপীড়ের সময়ে ৭৭০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার রচিত ভুবনাভ্যুদয়কাব্যে ঐ উৎপলপীড়ের ও মম্মকের যুদ্ধ বর্ণন আছে। যথা, কহ্লন রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ৭০৪ ও ৭০৫ শ্লোকে—

অথ মম্মোৎপলকয়োরুদভূদ্দারুণো রণঃ।
রুদ্ধপ্রবাহা যত্রাসীদ্বিতস্তা সুভটৈর্হতৈঃ॥
কবির্বুধমনঃসিন্ধুশশাঙ্কঃ শঙ্কুকাভিধঃ।
যমুদ্দিশ্যাকরোৎ কাব্যং ভুবনাভ্যুদয়াভিধম্॥

ক্ষীরস্বামী।

পূর্ব্বোক্ত কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সময়ে, অর্থাৎ ৭০০ শকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-কালাবধি, বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি অমরকোষাভিধানের যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ভোজরাজের অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। ইহাতে ধারাধিপতি ভোজরাজ (যিনি ইহার অনেক কালের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নির্ণীত হইয়াছে) ভিন্ন অন্য এক প্রাচীন ভোজরাজ ও বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে।

মুক্তাফল অথবা মুক্তকাল, শিবস্বামী, আনন্দবর্দ্ধন রত্নাকর এবং রামজ।

ইহারা কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মার রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। উক্ত রাজত্বকাল ৭৮৮ শকে আরব্ধ হইয়া ৮১২ শকে শেষ হইয়াছিল। যথা—

"রামজাখ্যমুপাধ্যায়ং খ্যাতব্যাকরণশ্রমম্।
ব্যাখ্যাতৃপদকং চক্রে স তস্মিন্ সুরমন্দিরে॥"

কহ্লনরাজতরঙ্গিণীর ৫ম তরঙ্গের ২৯ শ্লোক

সেই রাজা রামজোপাধ্যায় নামক বৈয়াকরণ পণ্ডিতকে সেই দেবমন্দিরের মধ্যে ব্যাখ্যাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এবং

"মুক্তাকলঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্দ্ধনঃ।
প্রথাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাম্রাজ্যেঽবন্তিবর্ম্মণঃ॥"

ঐ ৫ম তরঙ্গের ৩৯ শ্লোক।

অবন্তিবর্ম্মা রাজার রাজ্যে কবি মুক্তাফল, শিবস্বামী, আনন্দবর্দ্ধন এবং রত্নাকর, ইঁহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

মাহেশ্বর।

সাহসাঙ্কচরিত নামক এক কাব্য রচনা করেন। ইহাতে কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাঙ্কের জীবন-চরিত লেখা আছে। উক্ত রাজা খৃঃ ৯০০ বৎসরের অর্থাৎ ৮২২ শকের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন; অতএব তদ্বিবরণ লেখক কবিও সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, এমত অনুমান হইতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি খৃঃ ১১১১ বৎসরে অর্থাৎ ১০৩৩ শকে বর্ত্তমান ছিলেন (১)। কিন্তু এ কথাকে আমরা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; যেহেতু তিনি যে সাহসাঙ্ক-চরিত লেখেন, তাহার পর শ্রীহর্ষ রচিত এক সাহসাঙ্কচরিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; এজন্য শ্রীহর্ষকৃত সাহসাঙ্ক চরিতের পূর্ব্বে "নব" (২) এই বিশেষণ পদটী

---

(১) ফিট্জ্ এড্ওয়ার্ড হল্ সাহেব কৃত বাসবদত্তার ইংরাজী মুখবন্ধ।

(২) এ স্থানে "নব" শব্দটী সংখ্যাবাচী না হইবে; যেহেতু নন্দবংশের ন্যায় সাহসাঙ্ক নয় জন রাজার পূর্ব্বপুরুষ নহেন। মগধদেশীয় নন্দবংশীয় রাজারা যেমন সকলেই 'নন্দ'নামে খ্যাত, সে প্রকার সাহসাঙ্ক রাজার সন্তানেরা সকলেই সাহসাঙ্ক বলিয়া খ্যাত নহেন; সুতরাং "নব" শব্দটী এ স্থানে "অভিনব" এই অর্থবাচী ব্যতীত সংখ্যাবাচী হইতে পারে না।

প্রবুক্ত হইয়াছে; অতএব শ্রীহর্ষের অপেক্ষা প্রথম সাহসাঙ্কচরিতের লেখক কবি যে প্রাচীনতর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং শ্রীহর্ষের জীবিতকাল যখন খৃঃ ৯০০ শতাব্দীতে বহুতর প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, তখন তৎপূর্ব্বতম কবি যে খৃঃ ১১১১ বৎসরে বর্ত্তমান থাকিবেন, এ অতি অসম্ভব কথা। ইংরাজ মহাশয়েরা যাহা কিছু লেখেন তাহাই যে অভ্রান্ত, এমত বলা যাইতে পারে না; যেহেতু পণ্ডিতবর উইল্‌সন্ সাহেবের মত গ্রহণ করিয়া বাসবদত্তার ইংরাজীভাষায় মুখবন্ধ লেখক (Fitz Edward Hall M. A.) ফিট্‌জ্ এড্‌ওয়ার্ড হল্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, কথাসরিৎসাগর লেখক সোমদেব ভট্ট খৃঃ ১২০০ শতাব্দীতে, অর্থাৎ ১১২২ শকে, জীবিত ছিলেন (৩)। কিন্তু সোমদেব ভট্ট যে অনন্তদেব নামক কাশ্মীর-নরপতির নিকট ছিলেন, ঐ কাশ্মীর-সম্রাটের চরিত্র লেখক কহ্লণ পণ্ডিত ১০৭০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার কৃত রাজতরঙ্গিণীর গণনানুসারে অনন্তদেবের কাল ৯৫৫ শক অবধি ১০০৭ শক পর্য্যন্ত নিরূপিত হইয়াছে। অতএব ইহাতে প্রকাশ হইতেছে যে, ভ্রমক্রমে ১১৫ বৎসর কাল গণনায় অধিক ধরা হইয়াছে। ভ্রমাশ্রয়কে আমরা অসম্ভব বিবেচনা করি না; প্রত্যুত ইহাই বলিয়া থাকি যে

"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"

ভট্টনারায়ণ।

রহস্যসন্দর্ভের ৩য় পর্ব্বের ২৮ খণ্ডের ৫৮ পৃষ্ঠা অবধি সেন-রাজাদিগের বংশাবলী যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বহুতর প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত করিয়াছেন যে, আদিশূর রাজা খৃঃ ৯৯৪ বৎসরে—৯১৬ শকে—গৌড়দেশের অধিপতি ছিলেন (১)। ঐ রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান নিমিত্ত কান্যকুব্জ দেশ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে

(৩) ইহাও ঐ বাসবদত্তার ইংরাজী মুখবন্ধ রচনাকর্ত্তা লিখিয়াছেন।

(১) ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত পাল ও সেন বংশীয় রাজাদিগের বিবরণ, যাহা এক্ষণে তাঁহার কৃত "ইণ্ডো এরিয়ান" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, আদিশূরের অপর নাম বীর সেন এবং তিনি খৃঃ ৯৮৬ অবধি ১০০৬ পর্য্যন্ত

ভট্টনারায়ণ একজন প্রধান ছিলেন (১)। তিনি গৌড় দেশে আসিবার পূর্ব্বে বেণীসংহার নামক প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন। ঐ নাটক খানি বহু যত্নের সামগ্রী বিবেচনা করিয়া আদিশূর রাজাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন; তন্নিবন্ধন শ্লোক যথা,—

"বেণী-সংহারনামা পরমরসযুতো গ্রন্থ একঃ প্রসিদ্ধো
ভো রাজন্! মৎকৃতোঽসৌ রসিকগুণবতা যত্নতো গৃহ্যতে যঃ।
নাম্নাহং ভট্টনারায়ণ ইতি বিদিতশ্চারুশাণ্ডিল্যগোত্রো
বেদে শাস্ত্রে পুরাণে ধনুষি চ নিপুণঃ স্বস্তি তে স্যাৎ কিমন্যৎ॥"

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের প্রযত্নে যে বেণীসংহার নাটক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রথমে যে একখানি বংশাবলী-পত্রিকা সংযোজিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, ভট্টনারায়ণ হইতে উক্ত বাবু মহাশয় পর্য্যন্ত ৩২ পুরুষ।

ভট্টনারায়ণ স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে "প্রয়োগরত্ন" নামে আর একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। (২)

রাজত্ব করিয়াছিলেন। জেনেরল কনিংহাম সাহেবের বিবেচনায় বীর সেন খৃঃ ১০০ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বেণীসংহার নাটকের মুখবন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, আদিশূর খৃঃ ১০৬১ বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কৃত "বহু বিবাহ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আদিশূর ৯৯৯ শকে পঞ্চ ব্রাহ্মণের জন্য কান্যকুব্জরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র" নামক পুস্তক হইতে "আদিশূরো নবনবত্যধিক নবশতীশকাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস" এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(১) "ভট্টমহেশ্বরসুতো ভট্টনারায়ণঃ সুধীঃ" স্মার্ত্তানুষ্ঠানপদ্ধতির প্রথম শ্লোক। ইহার মূল গ্রন্থ তত্ত্ববোধিনী সভায় আছে।

(২) শব্দকল্পদ্রুমের ৭ম খণ্ডে ৭১১৭ পৃষ্ঠায় ভোজদেব কৃত "নষ্টচন্দ্র" বচনের উপর ভট্টনারায়ণ কৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে; ইহাতে বোধ হয়, তিনি কোন অভিধান গ্রন্থও লিখিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ কহেন যে, নবদ্বীপের রাজারা ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভব এবং তাঁহার সময় হইতে তাঁহাদের রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভব গগণভট্ট কৃত ভট্টচিন্তামণি নামক এক গ্রন্থ আছে।

ইনি নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষের মাতুল বলিয়া বিখ্যাত। এই শ্রীহর্ষ আদিশূর রাজার যজ্ঞে আহূত হইয়া ভট্টনারায়ণের সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা এক্ষণে অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। মম্মটভট্ট "কাব্য প্রকাশ" নামক যে এক খানি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে ভট্টনারায়ণের কৃত বেণীসংহার নাটকের অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীহর্ষকৃত নৈষধের কোন প্রমাণ তাহাতে গৃহীত হয় নাই। অতএব ইহাঁরা তিন জন পরস্পর সমকালবর্ত্তী হইলেও গ্রন্থ রচনার পৌর্ব্বাপর্য্য দৃষ্ট করিয়া যথা স্থানে তাঁহা-দিগকে সন্নিবেশিত করা গেল।

ইহাঁর রচিত কাব্যপ্রকাশের মধ্যে উক্ত, অথচ এই পুস্তকের মধ্যে অনুক্ত পণ্ডিত ও কবিদিগের নাম, যথা—

ধ্বনিকার (১), ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্তপাদ, নাগো-জীভট্ট, (২) ভট্টারক, ভৈরবানন্দ (৩)।

শ্রীহর্ষ।

সচরাচর অনুমিত হইয়া থাকে, ইনি খ্রীষ্টীয় ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ সাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। ডাক্তার বুলার সাহেবের গণনা অনুসারে ইহাঁর কৃত নৈষধ কাব্য খৃঃ ১২শ শতাব্দীর কোন সময়ে রচিত হয়। এই মহা কবির বৃত্তান্ত বিষয়ে রহস্যসন্দর্ভের ১ম পর্ব্বের ৩য় খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহাই আমরা আপাততঃ প্রামাণিক জ্ঞান করিয়া তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জদেশে বাস করিতেন; যেহেতু নৈষধের শেষে তিনি কান্য-কুব্জাধিপতির প্রসাদ-তাম্বুল প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছি লিখিয়াছেন।

---

(১) ইনি এক জন প্রধান আলঙ্কারিক।

(২) ইনি ব্যবহারস্বীকার প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থের রচনা কর্ত্তা।

(৩) কর্পূরমঞ্জরী ইহাঁর রচিত।

আদিশূর রাজার আমন্ত্রণে কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীহর্ষের নাম পাওয়া যায় এবং ঐ শ্রীহর্ষই যে এই প্রসিদ্ধ কবি ইহাও প্রমাণীকৃত হইতেছে; যেহেতু শ্রীহর্ষ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অর্ণববর্ণন ও গৌড়োর্ব্বীশ কুলপ্রশস্তি নামক দুই খানি গ্রন্থ আছে। অতএব গৌড়দেশে আগমন ব্যতীত কাশ্মীরে বাস করিয়া গৌড়দেশস্থ সমুদ্রের ও গৌড়দেশের রাজাদিগের বর্ণন করা সঙ্গত বোধ হয় না। অপর তিনি কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাঙ্কের জীবন চরিত লেখায় উক্ত রাজার সমকালে বা কিঞ্চিদুত্তর কালে বর্ত্তমান ছিলেন বোধ হয়। সাহসাঙ্কের রাজ্যকাল খৃঃ ৯০০ বৎসরে (৮২২ শকে) এবং আদিশূর ও সেই সময়ের কিছুকাল পরে, অর্থাৎ খৃঃ ৯৯৪ বৎসরে (৯১৬ শকে) বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব সাহসাঙ্কের সময়ের অল্প দিন পরেই শ্রীহর্ষ যে জীবিত ছিলেন, ইহা অনুমান হইতেছে।

কিন্তু এই বৃত্তান্তে যে সংশয় আছে, তাহাও লিখিতেছি। আদিশূর যখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনিবার জন্য আমন্ত্রণ পত্র পাঠান, তখন সেস্থানে বীরসিংহ নামে এক নৃপতি ছিলেন। শ্রীহর্ষ তাঁহার কোন উল্লেখ করেন নাই। আর আদিশূরের নিকটে ভট্টনারায়ণ যখন স্বপরিচায়ক শ্লোক পাঠ করেন, তখন স্বকৃত বেণীসংহার নাটকের উল্লেখ করেন; কিন্তু শ্রীহর্ষের আত্মপরিচায়ক শ্লোকের (১) মধ্যে শ্রীহর্ষকৃত বলিয়া যে সকল গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার এক খানির নামও উল্লেখ নাই। অপর উদয়নাচার্য্যকে কেহ কেহ ভাদুড়ী উপাধি দেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি বল্লাল সেনের পরবর্ত্তী হইবেন; কিন্তু শ্রীহর্ষের কৃত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থের মধ্যে উদয়নাচার্য্যের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

তৎকৃত গ্রন্থ—১ স্থৈর্য্য-বিবরণ, ২ বিজয়-প্রশস্তি, ৩ খণ্ডনখণ্ড-খাদ্য, ৪ গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি, ৫ অর্ণববর্ণন, ৬ ছন্দঃপ্রশস্তি, ৭ শিবশক্তিসিদ্ধি বা শিবভক্তিসিদ্ধি, ৮ নবসাহসাঙ্কচরিত, ৯ নৈষধচরিত।

---

(১) নাম্নাহং শ্রীলহর্ষঃ ক্ষিতিপবর ভরদ্বাজগোত্রঃ পবিত্রো।
নিত্যং গোবিন্দপাদাম্বুজযুগলভ্রমরঃ সর্ব্বতীর্থাবগাহী।

কলিকাতার শাঁখারিটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ মহাশয় নিজকৃত শ্রীকৃষ্ণের ককারাদির নাম ভাষ্যে স্বীয়বংশপরিচয় প্রদান স্থলে শ্রীহর্ষের বংশাবলীর যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম; তৎপাঠে পাঠকবর্গের সন্তোষ হইতে পারিবে। তদ্যথা—

ব্রহ্মার পুত্র অঙ্গিরা; তৎপুত্র বৃহস্পতি; তৎপুত্র ভরদ্বাজ, ইনি গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি; তৎপুত্র কল্যাণমিত্র, ইনি বজ্রনিবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ (১); তৎপুত্র ভদ্রসেন, তৎপুত্র মদৎকরাখ্য মহামুনি, তৎপুত্র হরিসহায়, তৎপুত্র হরিবিশ্ব; তৎপুত্র (২) শ্রীহর্ষ। ইনি আদিশূরের যজ্ঞে আহূত হইয়া গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন; ইনি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ভরদ্বাজগোত্রজ এবং বৈষ্ণব প্রধান ছিলেন; তাহা নিম্ন লিখিত শ্লোকাদি পাঠ করিলে প্রকাশ হইবে (৩)। তদ্বংশ্য জলাশয়; তদ্বংশ্য কোলাহল সন্ন্যাসী। তৎপুত্র উৎসাহাচার্য্য; ইনি নবগুণবিশিষ্ট কুলীন ছিলেন (৪)। ইঁহার দুই পুত্র, আয়িত্ত এবং মহাদেব। ঐ মহাদেব অধ্যাপনার্থ খড়দহ গ্রামে বাস করেন; তদবধি ইঁহার সন্তানগণের খড়দহ মেল হয়। তৎপুত্র বিশ্বেশ্বরাচার্য্য; ইনি গোপালতাপনীর টীকা করেন ও শ্রীশ্রী৺ রাধাকান্ত নামে বিগ্রহ স্থাপনা করেন। তদ্বংশোদ্ভব মাধবচার্য্য; তৎপরে হরি আচার্য্য; ইঁহাকে লোকে হরি গুরু

---

(১) মুনেঃ কল্যাণমিত্রস্য জৈমিনেশ্চাপি কীর্ত্তনাৎ।
বিদ্যুদগ্নিভয়ং নাস্তি পঠিতে চ তপাত্যয়ে॥

(২) এ স্থানে "তৎপুত্র" পদে তদ্বংশ্য বিবেচনা করিতে হইবে। শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রীহীর ও মাতার নাম মামল্লদেবী; যথা তৎকৃত নৈষধে—"শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কারহীরঃ সুতং শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং॥ ইত্যাদি।

(৩) বেদান্তসিদ্ধান্ত-সুনিশ্চয়ার্থো দীক্ষাক্ষমাদানদয়াত্র চিত্তঃ।
পরাত্মবিদ্যার্ণবকর্ণধারঃ শ্রীহর্ষনামা ভুবনং ভুতোষ।
নাম্নাহং শ্রীলহর্ষঃক্ষিতিপবর ভরদ্বাজগোত্রঃ পবিত্রো
নিত্যং গোবিন্দপাদাম্বুজযুগভজনঃ সর্ব্বতীর্থাবগাহী।
চত্বারঃ সাঙ্গবেদা মম মুখপুরতঃ পঞ্চ পাণৌ বসুধে
সর্ব্বং কর্ত্তুং ক্ষমোঽহম্ প্রকটয় নৃপতে ত্বন্মনোঽভীষ্টমাশু॥

(৪) ইহাতে বোধ হয়, ইনি কুলীনত্বসন্মানপ্রদাতা বল্লাল সেনের সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

কহিত। ইঁহার তিন পুত্র, যোগেশ্বর পণ্ডিত, কামদেব (১) কনিষ্ঠের নাম উল্লেখিত নাই। যোগেশ্বর পণ্ডিতের পুত্র এবং শিষ্য শঙ্কর পণ্ডিত। ইঁহার পাঁচ পুত্র; নয়নানন্দ, পূর্ণানন্দ, সুর[illegible]স, কুমুদানন্দ, রাঘবানন্দ। ইহার মধ্যে নয়নানন্দের পুত্র শিবরাম ও রামভদ্র। রামভদ্রের পুত্র কৃষ্ণজনবল্লভ ও গোপীজনবল্লভ। কৃষ্ণজনবল্লভের পুত্র রামনারায়ণ, রঘুন[illegible]ন্দন ও মধুসূদন। রামনারায়ণের অনেক পুত্র ছিল; তন্মধ্যে রামনাথ নামক এক[illegible]জন ছিলেন। ঐ রামনাথের পুত্র রামগোপাল। তৎপুত্র সপ্তশতি মুখোপাধ্যায় (২)। উক্ত তাঁহার চারিপুত্র, শ্রীরঘুনাথ বেদান্তবাগীশ (৩); রামতনু ভাগবৎভূষণ, নীলকমল, এবং নীলমাধব।

শ্রীমুঞ্জ।

শ্রীমুঞ্জ ধারা নগরের অধিপতি ছিলেন। (৪) ইনি সিন্ধুল নৃপতির ভ্রাতা এবং ভোজরাজের পিতৃব্য। রাঘবপাণ্ডবীয় কর্ত্তা গ্রন্থের প্রথমে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

"শ্রীবিদ্যাশোভিনো যস্য শ্রীমুঞ্জাদিয়তী ভিদা।
ধারাপতিরসাবাসীদয়ং তাবন্ধরাপতিঃ॥"

ইনি অনুমান ৯৫০ শকের পূর্ব্ব কি উত্তরকালে বর্ত্তমান ছিলেন; ভোজরাজের সময় নিরূপণ প্রস্তাবে তাহা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইবে। ইনি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না, তাহা প্রকাশিত নাই। দশরূপকের টীকা-

---

(১) এই দুয়ের বিবাহ প্রস্তাব মাহেশ গ্রামস্থিত ৺ জগন্নাথচরিত বর্ণাত্মক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে। তাহার সংক্ষেপ এই:—মাহেশ গ্রামে কমলাকর নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার রমা নাম্নী এক কন্যা ছিল ও তাঁহার ভ্রাতা নিধিপতি রাধা নাম্নী এক কন্যা ছিল। ঐ কমলাকর পণ্ডিত ভগবানের প্রত্যাদেশ ক্রমে যোগেশ্বর পণ্ডিতকে নিজ কন্যা ও কামদেবকে নিজ ভ্রাতৃকন্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) ইনি "মুখোপাধ্যায়" হন।

(৩) ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। অদ্বয়তত্ত্বপ্রকাশিকা গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

(৪) ধারা রাজ্য মালবদেশের অন্তর্গত ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের বসতির মধ্যে স্থিত।

কার ধনিক ইহার রচিত কবিতার যে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিয়ে লেখা গেল; তদ্দৃষ্টে ইঁহার কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; যথা,—

"প্রণয়কুপিতাং দৃষ্ট্বা দেবীং সসম্ভ্রম-বিস্মিতং
ত্রিভুবনগুরুর্ভীত্যা যস্যাঃ প্রণামপরোঽভবৎ।
নমিতশিরসো গঙ্গালোকে তয়া চরণাহতা
ববতু ভবতস্ত্র্যক্ষস্যৈতদ্ বিলক্ষমবস্থিতম্॥" (১)

দশরূপকের ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৫৪ শ্লোকের টীকা।

ইঁহার কৃত "মুঞ্জ-প্রতিদেশ ব্যবস্থা" নামক এক খানি প্রাকৃত-ভূগোল গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষে রচিত হয়। (২)

ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয় উপরোক্ত শ্রীমুঞ্জ রাজার সভায় বিদ্যমান ছিলেন; ইহা তিনি নিজ রচিত দশরূপক গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন, যথা—

"বিষ্ণোঃ সুতেনাপি ধনঞ্জয়েন
বিদ্বন্মনোরাগ-নিবন্ধহেতুঃ।
আবিষ্কৃতং মুঞ্জমহীশ-গোষ্ঠী-
বৈদগ্ধ্যভাজা দশরূপমেতৎ॥"

অতএব ইনি ৯৫০ শকের অনতিকাল পূর্ব্বে বা পরে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

ইহার কৃত গ্রন্থ—দশরূপক। নামমালা নামে এক খানি অভিধান ধনঞ্জয় নামক কোন ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রকাশিত আছে; ঐ ব্যক্তি ইহা হইতে

---

(১) এই শ্লোকটী পূর্ব্বে দশরূপকের ৫৩ শ্লোকের টীকায় বাক্‌পতি শ্রীরাজদেবের রচিত বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

(২) Asiatic Researches, vol xiv.

পৃথক্ কি না তাহার নিশ্চয় নাই। হলায়ুধের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের মধ্যে এক জন ধনঞ্জয় নামে ছিলেন, এবং তাঁহারই কৃত এক অভিধান আছে বলিয়া অনেক স্থলে লিখিত আছে। কিন্তু ব্যবস্থাদর্পণের প্রথম খণ্ডের ভূমিকার ৷৶০ পৃষ্ঠায় বাবু শ্যামাচরণ সরকার কোল্‌ব্রুক সাহেবের মতাবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, হলায়ুধ অভিধানকর্ত্তা ধনঞ্জয়ের পুত্র; ইহার কোন প্রমাণ তথায় লিখিত নাই।

ভোজরাজ।

এই নামে বিখ্যাত কত ব্যক্তি কোন কোন সময়ে যে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। (১)

ভোজপ্রবন্ধগ্রন্থে যে ভোজরাজার উপাখ্যান আছে, তাঁহার সহিত ধারাধিপতি ভোজরাজের উপাখ্যানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; কিন্তু তাঁহার সভাস্থ বলিয়া যে সকল পণ্ডিতের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই সমকালবর্ত্তী নহে; যথা, বররুচি, সুবন্ধু, বাণ, ময়ূর, কালিদাস ইত্যাদি। কালিদাসের রচিত মহাপদ্ম শ্লোক যাহা কেবল কর্ণাটাধিপতি ভোজরাজের স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ, ঐ সকল শ্লোকপাঠ করিলে বোধ হয় যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের অব্যবহিত পরেই একজন ভোজরাজ উদিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার সভায় কালিদাস প্রভৃতি ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এজন্য বিক্রমাদিত্যের নামের পর "বৃদ্ধ ভোজরাজ" নামে তাঁহারই উল্লেখ করা গিয়াছে। ভাবমিশ্রের কৃত ভাবপ্রকাশ গ্রন্থেও বৃদ্ধ ভোজরাজকে অন্য ভোজরাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কোলব্রুক সাহেব কহেন যে, এক ব্যক্তিরই যদি নানাপ্রকার গ্রন্থ থাকে তবে সেই সেই পৃথক গ্রন্থের বিশেষ করিবার জন্য "বৃদ্ধ" "বৃহৎ" "লঘু" ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োজিত হইয়া থাকে; ইহাতে সেই পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থকর্ত্তা থাকা বুঝায় না; যেমন, বৃদ্ধ মনু, বৃদ্ধ শাতাতপ, বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য, বৃদ্ধ আপস্তম্ব, বৃদ্ধ পিতামহ ইত্যাদি। কিন্তু বৃদ্ধ সুশ্রুত নামে

---

(১) উইল্‌সন সাহেবের বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, ১১০০ খৃঃ অব্দে এই নামে তিন জন ধারা নগরে ছিলেন। Wilson's Vishnu Puran, vol iv, p. 59.

যে এক গ্রন্থ আছে তাহা অন্য দুই সুশ্রুত গ্রন্থের অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বোধ হয়। যাহা হউক, কোলব্রুক সাহেবের মতে এক ব্যক্তিরই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞামাত্র হওয়া বুঝাইতেছে। ইহাতে নিশ্চিত সময় নিরূপণ করা নিতান্ত অসাধ্য।

এক খানি তাম্রশাসনে প্রকাশিত আছে যে, ভোজরাজের পুত্র উদয়াদিত্য, তৎপুত্র লক্ষ্মীধরের রাজ্যকালে (খৃঃ ১১০৪ বৎসরে ১০২৬ শকে) তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরধর্ম্মদেব এই নির্দ্দেশপত্র প্রকাশিত করেন।

উজ্জয়িনীদেশের গণকেরা কহিয়া থাকেন যে, খৃঃ ১০৪২ বা ৯৬৪ শকে ভোজরাজ ধারানগরের অধিপতি ছিলেন এবং কোলব্রুক সাহেব অনুমান করেন যে, "সুভাষিত রত্ন সন্দোহ" নামক গ্রন্থেও ভোজরাজের ঐ সময়ই নিরূপিত হইয়াছে।

"সরস্বতী কণ্ঠাভরণ" গ্রন্থের রচনা কর্ত্তা বলিয়া যে ভোজরাজের নাম উল্লেখিত আছে (১), তিনি উদয়াদিত্যের পিতা ভোজরাজের অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, এ কথা বাসবদত্তার ইংরাজী ভাষায় মুখবন্ধ লেখক ফিড্জ এড্ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, পণ্ডিতবর উইল্সন সাহেব কেবল উভয় ব্যক্তির নামের সাদৃশ্য দেখিয়া উভয়কেই একব্যক্তি বিবেচনা করিয়া ধারাধিপতি ভোজরাজের জীবিতকাল খৃঃ ১১০০ শতাব্দীতে (১০২২ শকের মধ্যে) নিরূপিত করিয়াছেন; কিন্তু এ কথার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই।

মার্সম্যান সাহেব বলেন যে, ধারাধিপতি ভোজরাজ খৃঃ ১১৯১ বৎসরে বা ১১১৩ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ সময়ে কান্যকুব্জদেশের অধিপতি রাজা জয়চন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আড়ম্বর করিয়াছিলেন।

বাসবদত্তার ইংরাজী মুখবন্ধের ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মুঞ্জরাজ এবং ভোজরাজ খৃঃ ৯০০ শতাব্দী অবধি ১০০০ শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

বত্রিশ সিংহাসন গ্রন্থের মাড়োয়ারি ভাষায় যে অনুবাদ আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১০৬৬ সম্বতে, খৃঃ ১০০৯ বৎসরে ও ৯৩১ শকে ভোজরাজ বর্ত্তমান ছিলেন।

---

(১) মালবদেশের অধিপতি ভোজরাজ উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া লিখিত আছে।

উর্দ্দু ভাষায় লিখিত "আরাত্রশ মহফেল" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ৫৪২ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৩৮১ সম্বতে, ১২৬৪ শকে ভোজ নামক একজন রাজা হন; তাঁহার নিকটে বররুচি নামক একজন পণ্ডিত ছিলেন; তিনি সংস্কৃত বত্রিশসিংহাসন রচনা করেন।

কহ্লণ-রাজতরঙ্গিণীর ৫ম তরঙ্গে লিখিত আছে যে, শঙ্করবর্ম্মা রাজা ভারত বিখ্যাত ভোজরাজকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন; যথা—

"হৃতং ভোজাধিরাজেন স সাম্রাজ্য মদাপয়ৎ।
প্রতীহারতয়া ভৃত্যো ভূতে থক্কিয়কান্বয়ে॥"

ঐ ১৫৬ শ্লোক। শঙ্কর-বর্ম্মা ৮১২ অবধি ৮২৯ শক পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। পরে ৭ম তরঙ্গে অনন্তদেব রাজার সমকালে ভোজরাজ নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে; যথা—

"মালবাধিপতির্ভোজঃ প্রহিতৈঃ স্বর্ণসঞ্চয়ৈঃ।
অকারয়দ্ যেন কুণ্ডযোজনং কপটেশ্বরে॥"

ঐ ১৯০ শ্লোক। রাজা অনন্তদেব ৯৫৫ শক অবধি ১০০৮ শক পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ৭ম তরঙ্গের ১৪৬৫ শ্লোকে, ৮ম তরঙ্গের ৩৪৭ ৩৫৫ ও ৩৯৫ শ্লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবস্থিত ভোজের নাম উল্লেখিত আছে,

উজ্জয়িনী-নগরীস্থ জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণ শ্রীযুক্ত হণ্টর সাহেবকে তত্রত্য প্রাচীন জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণের বর্ত্তমান কালের যে নিদর্শন দিয়াছিলেন, তাহা লেখা যাইতেছে; ইহাতেও ভোজরাজের জীবিত সময় নিরূপিত আছে; যথা—

বরাহমিহির	১২২ শক
দ্বিতীয় বরাহমিহির	৪২৭ শক
ব্রহ্মগুপ্ত	৫৫০ শক
মুঞ্জাল	৮৫৪ শক
ভট্টোৎপল	৮৯০ শক
শ্বেতোৎপল	৯৩৯ শক
বরুণভট্ট	৯৬২ শক

ভোজরাজ	৯৬৪ শক (১)
ভাস্কর	১০৭২ শক
কল্যাণচন্দ্র	১১০১ শক

উপরে যে সকল প্রমাণাদি লেখা গেল, তাহার অধিকাংশ দ্বারাই ব্যক্ত হইতেছে যে, উজ্জয়িনীর অন্তঃপাতি ধারা-নগরীর অধিপতি ভোজরাজ ৯০০ শকাব্দের পর ১০০০ শকাব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভোজরাজের সময়নিরূপণ বিষয়ে যেরূপ গোলযোগ, তাঁহার নিবাস দেশের নির্ণয় সম্বন্ধেও সেই প্রকার গোলযোগ। প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা ভোজরাজাকে কোন স্থলে কর্ণাটের, কোন স্থলে মালবের, কোন স্থলে উজ্জয়িনীর ও কোন স্থলে ধারা-নগরীর অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মালবদেশের প্রধান নগরী উজ্জয়িনী ও ধারা; ইহাতে এই কয়েক দেশকে একই বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু কর্ণাট দেশের সহিত কোন প্রকারেই ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অপর আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে ভোজপুর নামে এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে; ইহার নাম শ্রবণমাত্রেই বোধ হয় যে, এই স্থান ভোজরাজের নিবাসস্থল ছিল; এবং তৎপর্য্যায়ক অন্যান্য শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারাও এই অনুভব প্রতিপন্ন হইতেছে; যথা ভোজপুর, ভোজকট ইত্যাদি।

ভোজরাজের পিতৃব্য মুঞ্জরাজ গণকদিগের প্রমুখাৎ ভোজরাজের ভাবি-সৌভাগ্যের কথা শ্রবণে ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে গোপনে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মিত্র বঙ্গাল দেশের অধিপতি বৎস রাজকে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তে ভোজরাজকে সমর্পণ করিলেন। ভোজরাজ এই দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া বৎস রাজকে কহিলেন

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যচ্চ গচ্ছতি॥"

ধর্ম্মই কেবল সুহৃৎ; ইহা পরলোকেও সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিয়া থাকে, অন্য সকল বস্তুই শরীরের সহিত বিনষ্ট হয়।

বৎসরাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈরাগ্যভাবাপন্ন হইয়া ভোজরাজের

---

(১) এই নিদর্শনানুসারে ভোজরাজ ৯৬৪ শকে বর্ত্তমান ছিলেন দেখা যাইতেছে।

নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং ভোজরাজের প্রাণবিনাশ করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর মুঞ্জরাজকে স্তোভ দিবার নিমিত্ত ভোজরাজের মস্তকের ন্যায় একটী কৃত্রিম ছিন্ন মস্তক তাঁহাকে দেখাইলেন। ঐ মস্তক দেখিয়া মুঞ্জরাজের মোহ উপস্থিত হইল; তিনি বৎস রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যখন কুমারের মস্তক চ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তখন তিনি তোমাকে কোন কথা কহিয়াছিলেন কি না? বৎসরাজ কহিলেন যে, তিনি কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু এক খানি পত্র লিখিয়া মহারাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা বলিয়া মুঞ্জরাজের হস্তে এক খানি পত্র সমর্পণ করিলেন। মুঞ্জরাজ ঐ পত্রখানি উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে এই শ্লোকটী লেখা আছে। যথা—

"মান্ধাতেতি মহীপতিঃ কৃতযুগেঽলঙ্কারভূতো গতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্বাসৌ দশাস্যান্তকঃ।
অন্যে চাপি যুধিষ্ঠির-প্রভৃতয়ো যাতা দিবং ভূপতে!
নৈকেনাপি সমং গতা বসুমতী মন্যে ত্বয়া যাস্যতি॥"

অস্যার্থঃ।

ভূমির ভূষণ রূপ, মান্ধাতাদি যত ভূপ,
তাঁহাদের আছে মাত্র নাম।
রাক্ষস বধের হেতু, যে কৈলা সাগরে সেতু,
কোথায় সে রাবণারি রাম॥
যুধিষ্ঠির আদি যত, আছিল সকলি গত,
কিন্তু স্থিরা স্থিরভাবে আছে।
মহারাজ এই বার, মনে কি বুঝেছ সার,
যাবে ধরা তব পাছে পাছে॥

মুঞ্জরাজ এই শ্লোকটী পাঠ করিবামাত্র শোকাভিহত-চিত্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রহত্যা পাতকের প্রায়শ্চিত্ত জন্য বহ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে বৎরাজ এক জন কাপালিককে আনয়ন করিয়া মুঞ্জরাজকে কহিলেন যে, এই কাপালিক যোগপ্রভাবে ভোজরাজকে পুনর্জীবিত

করিবেন; অতএব আপনি প্রাণত্যাগ করিবেন না। মুঞ্জরাজ এই কথা শুনিয়া প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা হইতে ক্ষান্ত হইলে পর, বৎসরাজ ভোজরাজকে আনাইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিলেন। মুঞ্জরাজ লজ্জাবনতবদনে ভোজ-রাজকে ক্রোড়ে লইয়া নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট করিলেন এবং আপনি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া বিবেকী হইয়া বনে গমন করিলেন।

ভোজরাজ কৃত গ্রন্থ—(১) সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, অমরকোষের টীকা, যুক্তি-কল্পতরু, চম্পূরামায়ণ ও জ্যোতিষ গ্রন্থ বিশেষ। তিনি আরও রসকৌমুদী নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার একটী শ্লোক এই স্থানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা—

"চিত্তদ্রবঃ স্থায়িভাবঃ প্রেমা শ্যামকলেবরঃ।
শ্রীকৃষ্ণদৈবতঃ শুদ্ধস্বভাবপ্রকৃতির্মতঃ॥"

উক্ত ভোজরাজের সভাতে নিম্নলিখিত কবি সকল বর্ত্তমান ছিলেন; ইহা ভোজ প্রবন্ধাদি গ্রন্থে লিখিত আছে।

* বররুচি, * সুবন্ধু, * বাণ, * অমর, রামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, কলিঙ্গ, কর্পূর, বিনায়ক, মদন, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্দ্র। ইহা ভিন্ন কোন কোন গ্রন্থে কবিরাজের নামও লিখিত আছে। কিন্তু বররুচি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি সকল যাঁহাদিগের নামের পার্শ্বে * এই প্রকার চিহ্ন দেওয়া গেল, ইহারা যে উক্ত রাজার সমকালবর্ত্তী নহেন, ইহা তত্তদ্ব্যক্তির বৃত্তান্তেই প্রকাশ হই-য়াছে। বোধ করি, বৃদ্ধ ভোজরাজের সভাতে ইহারা বর্ত্তমান ছিলেন; ইহা-তেই এই ভোজরাজের সভাস্থ বলিয়া ভোজপ্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। কালি-দাসের মহাপদ্য শ্লোকের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, শঙ্কর নামক কবি তাঁহাকে কর্ণাটাধিপতি ভোজরাজের সভায় উপস্থাপিত করেন। কোন কোন গ্রন্থে "তারেন্দ্র" শব্দের স্থলে "নরেন্দ্র" লিখিত আছে ও অপর গ্রন্থে "কবিরাজ" শব্দের পরিবর্ত্তে "বাচিরাজ" লেখা আছে। ফলতঃ কবিরাজ যে তাঁহার সভাস্থ ছিলেন না, ইহা তৎকৃত রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যেই ব্যক্ত আছে। অপর ব্যক্তিগণ

---

(১) ইঁহার কৃত "ভোজপ্রতিদেশ ব্যবস্থা" নামক একখানি ভূগোল আছে; উহা মুঞ্জরাজ কৃত ভূগোলের সংস্করণ মাত্র। Asiatic Researches, vol xiv.

বৃদ্ধ ভোজরাজের অথবা এই নব্য ভোজরাজের সভায় ছিলেন, তাহার নির্ণয় হয় না। এবং প্রসিদ্ধ বররুচি প্রভৃতি খ্যাতনামা অন্যান্য ব্যক্তিগণ যে ধারাধিপতি ভোজরাজের সভায় ছিলেন, ইহাও সম্ভব বোধ হয় না।

উক্ত কবিগণের মধ্যে যাঁহাদিগের নাম অন্যত্র উল্লেখ না করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে কর্পূর, বিনায়ক, বিদ্যাবিনোদ এবং শঙ্কর এই কয়েক জনের নাম গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়। অমরকোষের টীকাকারের মধ্যে বিদ্যাবিনোদের নাম পাওয়া যায় এবং "সর্ব্ববিদ্যাবিনোদানাং" বলিয়া পদ্যাবলী গ্রন্থে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি এই—

"চিত্রোৎকীর্ণাদপি বিষধরাদ্ভীতি ভাজো রজন্যাং
কিম্বা ক্রমস্তদভিসরণে সাহসং মাধবাস্যাঃ।
ধ্বান্তে যান্ত্যা যদতিনিভৃতং রাধয়াত্মপ্রকাশ-
ত্রাসাৎ পাণিঃ পথি ফণিফণারত্নরোধী ব্যধায়ি॥"

শঙ্করের কৃত শ্লোক বলিয়া পদ্যাবলীতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, যথা—

"যমুনাপুলিনে সমুৎক্ষিপন্নটবেশঃ কুসুমস্য কন্দুকম্।
ন পুনঃ সখি! লোকয়িষ্যতে কপটাভিরকিশোরচন্দ্রমাঃ॥"

ভোজরাজের সভাস্থ উপরে লিখিত যে সকল পণ্ডিত ও কবিদিগের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্ব্যতীত কাহারও কাহারও বিবেচনায় দামোদর মিশ্রও ঐ সময়ে তাঁহার সভায় বর্ত্তমান ছিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে মহানাটক রচনা বা সংগ্রহ করেন।

দ্বিতীয় শিহ্লন।

ভাবপ্রকাশ নামক বৈদ্যক গ্রন্থকর্ত্তা ভাবমিশ্র, শিহ্লন মিশ্রের পুত্র বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। এই শিহ্লন যদ্যপি শান্তিশতকের রচয়িতা হন, তাহা হইলে তিনি ভোজরাজের পরবর্ত্তী হইতে পারেন; যেহেতু ভাবমিশ্রের কৃত ভাবপ্রকাশের মধ্যে বৃদ্ধ ভোজকে নব্য ভোজ হইতে পৃথক বলিয়াছেন।

মতে ঐ গ্রন্থে উভয় ভোজরাজের কথা উল্লেখ থাকাতে তাঁহাকে এবং তৎপিতা শিহ্লনকে ভোজরাজের পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা গেল।

কবিরাজ।

কবিরাজ নিজকৃত রাঘবপাণ্ডবীয়কাব্যের মধ্যে লিখিয়াছেন, তিনি কামদেব রাজার সভায় ছিলেন, এবং তাঁহাকর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া রাঘবপাণ্ডবীয় রচনা করেন। কামদেব জয়ন্তীপুরের রাজা ছিলেন, এবং মধ্যদেশ হইতে সোমপায়ী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন (১)। ইহা দেখিয়া অনেকে বোধ করেন, কামদেবেরই অপর নাম আদিশূর। আদিশূরের মধ্যদেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কিংবদন্তী আছে (২)। কিন্তু এ কথা আমাদিগের মতসম্মত নহে, যেহেতু প্রথমতঃ জয়ন্তীপুর কামদেবের রাজধানী ছিল। বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগে খসিয়ার পূর্ব্বদেশে জয়ন্তীপুর নামে এক নগর আছে; ইহা ভিন্ন হিন্দুস্থানের মধ্যে জয়ন্তীপুর নামে কোন বিখ্যাত রাজধানী নাই। আদিশূরের রাজপাট যে স্থানে ছিল, তাহা হইতে জয়ন্তীপুর অনেক দূরবর্ত্তী। অতএব আদিশূরকে জয়ন্তীপুরের রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। অপর, গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের প্রারম্ভে ধারাপতি মুঞ্জরাজের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৩) এবং তাঁহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অনেক প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, উক্ত রাজা আদিশূরের অনেক কাল পরে

---

(১) আনেতা মধ্যদেশাৎ প্রবচনবিদুষাং সোমপাং ব্রাহ্মণানা-
মারোঢ়া মর্ত্ত্যমূর্ত্ত্যা সুরপতিসদসো মণ্ডলং মালবত্যাঃ।
জেতা ভূমের্জয়ন্তীপুর পুরমথন-শ্রীপদাম্ভোজভৃঙ্গঃ
সোঽপি ক্ষ্মাপালনেতুঃ স্বকুলকুলগিরিং যোঽস্মুলেক্ষে তপোভিঃ॥"

রাঘবপাণ্ডবীয়ের ১ সর্গ ২৫ শ্লোক।

(২) ঐ শ্লোকের টীকা দেখ।

(৩) "শ্রীবিদ্যাশোভিনো যস্য শ্রীমুঞ্জাদিয়তী-ভিদা।
ধারাপতি রসাবাসীদয়ং তাবন্ধরাপতিঃ॥"

উদয় হইয়াছিলেন। এতাবদ্বিবেচনায় কবিরাজকে আদিশূরের উত্তর কাল-বর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল; কিন্তু ইঁহার জীবিত সময়ের নিশ্চিত অবধারণ করিতে পারা গেল না।

কেহ কেহ বলেন, কবিরাজ গ্রন্থকর্ত্তার নাম নহে, ইহা তাঁহার উপাধি (১); কিন্তু কোন স্থলেই কবিরাজ ভিন্ন আর তাঁহার অপর নামের উল্লেখ হয় নাই; ইহাতে উহাকে উপাধি বলিতে সহসা সাহস হয় না। বিশেষতঃ "কবি-রাজমিশ্রস্য" বলিয়া পদ্যাবলীর মধ্যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; ইহাতেও বোধ হয়, "কবিরাজ" ইহার নামই হইতে পারে। ঐ শ্লোক যথা—

"নন্দনন্দন-পদারবিন্দয়োঃ স্যন্দমান-মকরন্দ-বিন্দবঃ।
সিন্ধবঃ পরমসৌম্যসম্পদাং নন্দয়ন্তু হৃদয়ং মমানিশম্॥"

তৎকৃত গ্রন্থ—রাঘবপাণ্ডবীয়।

সোমদেবভট্ট।

ইনি কাশ্মীর সম্রাট্ অনন্তদেবের রাজ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ঐ রাজার মহিষী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদনার্থ তিনি কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ রচনা করেন। কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর সপ্তমতরঙ্গে অনন্তদেব ও সূর্য্যবতীর বৃত্তান্ত আছে (২)। রাজতরঙ্গিণীর গণনানুসারে অনন্তদেব ৯৫৫ শকের পর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন। কেহ কেহ কহেন, খৃঃ ১২০০ বৎসরে কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ রচিত হয়; কিন্তু এ কথা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা আমরা পূর্ব্বে "কবি মাহেশ্বরের" প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছি।

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত "সংস্কৃতভাষা" ইত্যাদি পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠা।
(২) কহ্লণরাজতরঙ্গিণীর ৭ম তরঙ্গের ১৫২ শ্লোক অবধি দেখ।

রাজশেখর।

ইনি বিদ্ধশালভঞ্জিকা রচনা করেন। বাসবদত্তার মধ্যে "অস্তি বৃহৎকথা-লপৈ্যরিব শালভঞ্জিকোপেতৈর্বেশ্মভিরুপশোভিতং কুসুমপুরং নাম নগরম্" (১) এই শ্লিষ্টার্থ রচনা থাকাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বৃহৎকথার ন্যায় বিদ্ধশালভঞ্জিকা গ্রন্থও বাসবদত্তার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা ভ্রমাস্পদমাত্র; কারণ এ স্থানে 'বৃহৎকথালপৈ্যঃ' এইটী বিশেষ্যপদ এবং "শাল-ভঞ্জিকোপৈতৈঃ" এইটি তাহার বিশেষণ। অতএব ইহা দ্বারা একমাত্র বস্তুরই (অর্থাৎ এই স্থানে গ্রন্থেরই) উদ্দেশ করা বুঝাইতেছে। যদি দুইটি পদের প্রাধান্য থাকিত, তবে দুইটীই বিশেষ্য পদ হইত এবং তাহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিশেষণ পদও থাকিত। অপিচ শার্ঙ্গধরপদ্ধতির মধ্যে রাজশেখরের রচিত বলিয়া যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লেখা গেল। ইহাতে যে সকল কবিদিগের নাম উল্লেখিত আছে, তাহাদৃষ্ট করিলেই প্রকাশ হইবে যে, প্রস্তাবিত "রাজশেখর" দণ্ডী প্রভৃতির অপেক্ষা আধুনিক।

ভাসো,* রামিল* সৌমিলৌ* বররুচিঃ,* শ্রীসাহসাঙ্কঃ* কবি-
র্মেঘো, * ভারবি, * কালিদাস * তরলাঃ (২) স্কন্ধঃ, * সুবন্ধুশ্চ* যঃ॥
দণ্ডী,* বাণ * দিবাকরৌ* গণপতিঃ কাণ্ডশ্চ* রত্নাকরঃ।
সিদ্ধা যস্য সরস্বতী ভগবতী কে তস্য সর্ব্বেঽপি তে॥

অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ *।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণময়ূরয়োঃ *॥
সরস্বতীপবিত্রাণাং জ্যোতিস্তত্র ন দেহিনাম্।
ব্যাসস্পর্দ্ধী কুলালো (৩) ঽভূৎ যদ্দ্রোণো ভারতে কবিঃ॥

---

(১) শালভঞ্জিকা এক পক্ষে বৃহৎকথান্তঃপাতি উপাখ্যান বিশেষের নায়িকা বিশেষ। পক্ষান্তরে (পুরস্থিত) দারুপুত্তলিকা।

(২) "তরল" কোন ব্যক্তির নাম কি না?

(৩) ইনি ঘটকর্পর কি না?

* কবিদিগের নাম।

দণ্ডী।

বিজ্ঞবর উইলসন সাহেব কহেন যে, দণ্ডী কথাসরিৎসাগর দেখিয়া দশকুমার চরিত লিখিয়া থাকিবেন, এমত বোধ হয়। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিরা (১) কহেন যে, ইনি সোমদেব ভট্টের পরবর্ত্তী ছিলেন। অপর ব্যক্তিরা কহেন, দণ্ডী ধারাধিপতি ভোজরাজের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এই প্রকার পরস্পর বিসম্বাদ স্থলে আমরা ইহাঁর জীবিত সময়ের নিশ্চিত অবধারণ করিতে সক্ষম হইলাম না। উইলসন্ সাহেব অন্য স্থানে কহিয়াছেন যে, ইহাঁর দশকুমারচরিত খৃঃ ১১০০ বৎসরের শেষে অথবা ১২০০ বৎসরের প্রথমে রচিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু তাঁহার এ অনুমানটি ভ্রান্তিসঙ্কুল। সোমদেব ভট্ট খৃঃ ১২০০ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বোধ করিয়া এই প্রকার অনুমান করিয়া থাকিবেন। ফলতঃ সোমদেব তাহার বহুকাল পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃঃ ১১০০ শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ভোজদেবও সেই সময়ে জীবিত ছিলেন, ইহা ভোজদেবের বৃত্তান্তে লিখিত হইয়াছে।

কেহ কেহ "জাতে জগতি বাল্মীকে কবিরিত্যভিধীয়তে। কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥" এই শ্লোকটিকে কালিদাসের উক্ত বলেন (২)। তাহা হইলে কালিদাসাদির অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, অনুমান করিতে হয়; যেহেতু তিনি নিজকৃত কাব্যাদর্শ মধ্যে "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি" এই মৃচ্ছকটিকের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ মৃচ্ছকটিকের রচনা কর্ত্তা শূদ্রক রাজা বিক্রমাদিত্যের অত্যল্প কাল পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা তাঁহার সময় নিরূপণে বিস্তারিত ক্রমে লেখা হইয়াছে। ফলতঃ বহুতর বিপরীত প্রমাণ দৃষ্টি করিয়া উক্ত শ্লোকটিকে কালিদাসের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না।

দণ্ডী গ্রন্থকর্ত্তার নাম নহে, ইহা তাঁহার দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করার উপাধিমাত্র।

---

(১) বাসবদত্তার ইংরাজী ভাষায় মুখবন্ধলেখক প্রভৃতি। অপর কেহ কেহ ইঁহাকে কাব্যপ্রকাশকর্ত্তা মম্মটভট্টেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন। তাঁহারা কহেন যে, কাব্যপ্রকাশে উৎপ্রেক্ষালঙ্কার স্থলে "লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি" ইত্যাদি যে শ্লোক ধৃত হইয়াছে, তাহা দণ্ডীর নিজকৃত।

(২) শব্দকল্পদ্রুমের ১ম খণ্ডে "দণ্ডী" শব্দ দেখ।

তৎকৃত গ্রন্থ,—

কাব্যাদর্শ, দশকুমারচরিত, ছন্দোবিচিতি, (১) এবং কলাপরিচ্ছেদ।

আৰ্য্য ক্ষেমীশ্বর।

ইনি "চণ্ডকৌষিক" নামক প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন। ১৯২৪ সম্বতে কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে ঐ নাটক মুদ্রিত হয়; তাহার মুখবন্ধে তট্টীকাকার শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, চারিশত বৎসরের পূর্ব্বে সহস্র বৎসরের মধ্যে এই নাটক রচনা হইয়াছে অনুমান করা যায়, যেহেতু সাহিত্যদর্পণ ব্যতীত অন্য প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থে এই নাটকের নাম উল্লেখিত নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় যে অনুমান করিয়াছেন, তাহা সম্ভবপর বটে; কিন্তু ইনি কোন নিশ্চিত সময়ের নিরূপণ করেন নাই; এজন্য আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহার যতদূর পর্য্যন্ত স্থিরতা হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ঐ নাটকের নান্দীশ্লোকের সূত্রধারের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে যে, মহীপাল দেবের আদেশক্রমে নাটকের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে মহীপাল দেব কে? এবং কোথায় তাঁহার রাজধানী ছিল, ইহার নিশ্চয় করিতে হইলে আদৌ বঙ্গদেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিতে হয়। তাহাতে ব্যক্ত আছে যে, সেনবংশীয় রাজাদিগের পূর্ব্বে পালবংশীয় রাজারা বঙ্গদেশের মহীপতি ছিলেন; তন্মধ্যে মহীপাল নামে এক জন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার স্বনামে এক দীঘী এ পর্য্যন্ত দিনাজপুর প্রদেশে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব ইহার দ্বারা অনুমান হইতেছে যে, ঐ মহীপাল রাজার সময়ে অথবা তাহার কিছুদিন পরে এই নাটক রচনা হইয়া থাকিবে। ঐ রাজা স্বাধীন ছিলেন, এবং কর্ণাট

---

(১) "শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ।
ছন্দোবিচিতিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥" ইত্যমরভরতৌ।

ইতি শব্দকল্পদ্রুমে "বেদাঙ্গ" শব্দে। কিন্তু বেদের ছন্দোগ্রন্থে "মালিনী" ছন্দ আছে কি না সন্দেহ। ১৭৮৪ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২৬৪ পৃষ্ঠা দেখ। পুরাণাদিতে মালিনী ছন্দ আছে।

দেশ প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন; ইহা নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা প্রকাশ হই-তেছে, যথা—

যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতিগহনামার্য্যচাণক্যনীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।
কর্ণাটত্বং ধ্রুবমুপগতানদ্যতানেষ হর্ত্তুং
দোর্দর্পাঢ্যঃ স পুনরভবচ্ছ্রীমহীপালদেবঃ॥"

গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের শেষে আপনাকে "কার্ত্তিকেয়" নামক কোন রাজবিশেষের সভাসদ্ বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন (১) ঐ রাজা মহীপালদেবের বংশোদ্ভূত হইতে পারেন। এমতে আমরা এই গ্রন্থে কবিদিগের যেরূপ সময় নিরূপণ করিয়াছি, তদনুসারে এই নাটককর্ত্তা কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট এবং দশ-রূপক-রচয়িতা ধনঞ্জয়ের পরবর্ত্তী হইতেছেন; সুতরাং এই নাটকের উল্লেখ তাঁহাদিগের গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব।

বল্লালসেন।

আদিশূরের বংশ ধ্বংস হইলে সেনবংশীয় রাজারা গৌড়দেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহাঁদের মধ্যে (২) বিষক্‌সেনের পুত্র বল্লালসেন কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কুলবিধাতা।

---

(১) "যেনাদিত্যপ্রয়োগং ঘনপুলকভৃতা নাটকস্যাপ্যদৃষ্টাদ্
বস্ত্রালঙ্কার হেম্নাং প্রতিদিনমকৃশা রাশয়ঃ সম্প্রদত্তাঃ।
তস্য ক্ষত্রপ্রসূতের্ভ্রমতু জগদিদং কার্ত্তিকেয়স্য কীর্ত্তিঃ
পারে ক্ষীরাখ্যসিন্ধোরপি কবিযশসা সার্দ্ধমগ্রেসরেণ।"

ইহাতে ইনি ক্ষত্রিয় জাতি ইহা ব্যক্ত হইতেছে; কিন্তু পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় জাতিদিগের মধ্যেও সেন ও পাল প্রভৃতি উপাধি থাকা ব্যক্ত আছে।

(২) "আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিষক্‌সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥"

উমাপতি ধরকৃত কুলিতায় লেখে বিজয়সেন চন্দ্রবংশ ক্ষত্রিয়; বল্লাল ঐ বিজয়ের পুত্র হইবেন।

ইহাঁর জন্মকালের নিরূপণ বিষয়ে অনেকে অনেক মত কহেন। ঘটক-দিগের প্রাচীন কারিকার মতে ১১২৪ শকে তাঁহার জন্ম হয়, যথা—

"বেদযুগ্ম-ধরা ক্ষৌমী শাকে সিংহস্থভাস্করে।
মিত্রসেনস্য পুত্রোঽভূৎ শ্রীলবল্লালভূপতিঃ॥"

কিন্তু এ কথার প্রতি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাহার প্রথম কারণ এই; ঐ প্রাচীন কারিকার মধ্যে আবার এই কথা লিখিত আছে, যে ১২১৪ শকে গৌড়দেশে কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ সকল আগমন করিয়াছিলেন; যথা;—

"বেদ-চন্দ্রার্কশাকে চ গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

অথচ ব্রাহ্মণ সকল বল্লালের উৎপত্তির বহুদিন পূর্ব্বে যে আগমন করিয়াছিলেন ইহাই সত্য। ভাষায় যে ঘটক কারিকা আছে, তাহাতে লিখিত আছে ৯৯৪ শকে ব্রাহ্মণ সকল আসিয়াছিলেন; যথা—

"শক ব্যবধান, কর অবধান, ব্রাহ্মণ প্রস্থান যথা।
অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদযুক্তস্তথা॥
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্ক গুরু পূর্ণ দিশে।
সহর কোলাঞ্চ ত্যজিয়ে গৌড় প্রবেশে এসে।

ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত নাম গ্রন্থে ১০০০ শকাব্দে উক্ত ঘটনার কাল নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই "সময় প্রকাশ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে বল্লালসেন ১০১৯ শকে (১) দানসাগর নামক গ্রন্থ রচনা করেন; যথা—

"নিখিলনৃপচক্র-তিলকশ্রীবল্লালসেনদেবেন।
পূর্ণে শশি নবদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ॥"

এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বল্লালের জীবিত কাল নিরূপিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে রহস্য সন্দর্ভ পত্রের সম্পাদক মহাশয় উক্ত পত্রের ৩য় পর্ব্বের ২৮ খণ্ডের মধ্যে "সেন রাজাগণের বংশাবলী" প্রস্তাবে

---

(১) একথা রহস্য সন্দর্ভ-পত্রের সম্পাদক লেখেন। কিন্তু উল্লেখিত শ্লোকের মধ্যে সংখ্যার্থ-সূচক যে কয়েকটী শব্দ আছে, তাহা "অঙ্কস্য বামা গতিঃ" এই নিয়মানুসারে স্থাপন করিলে ১০৯১ হয়।

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের নানাপ্রকার গ্রন্থ দৃষ্ট করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই আমরা অবলম্বন করিতেছি। তন্মতে খৃঃ ১০৬৬ বৎসরে (৯৮৮ শকে) বল্লাল ভূপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

তৎকৃত কোন স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ যদিও নাই, তথাপি তিনি যে এক জন সৎকবি ছিলেন, ইহা তাঁহার রচিত কবিতা সকল পাঠ করিলে বোধ হয়; যথা—কবি ভট্টকৃত পদ্যসংগ্রহের মধ্যে ধৃত স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের প্রতি বল্লালের পত্রস্থ শ্লোক—

"সুধাংশোর্জাতেহয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতুর্দ্দোষোঽয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণি
র্ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি॥"

এবং দানসাগর গ্রন্থও বল্লালের রচিত।

লক্ষ্মণসেন।

পূর্ব্বোক্ত রহস্য সন্দর্ভ পত্রের মতে, ইনি খৃঃ ১১০১ বৎসরে, (১০২৩ শকে) সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইনি বল্লালসেনের পুত্র। ইনি যে সকল শ্লোক রচনা করিয়া স্বীয় পিতাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল শ্লোক পাঠ করিলে ইঁহার কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—

"শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব তদনু স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্ত্যশুচয় স্পর্শেন যস্যা পরে।
কিঞ্চাতঃ পরমং তব স্তুতিপদং ত্বং জীবনং দেহিনাং
ত্বঞ্চেন্নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ॥"(১)

পদ্যাবলী গ্রন্থেও লক্ষ্মণসেনের রচিত বলিয়া অনেক শ্লোক সংগৃহীত আছে; তাহা পাঠ করিলে তাঁহার বৈষ্ণবতার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

---

(১) এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন কোন নীচজাতির কন্যার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার পুত্র এই শ্লোক লিখিয়া তাঁহার প্রতি আক্ষেপ করেন।

"অংসাসক্ত-কপোলবংশবদন-ব্যাসক্ত-বিম্বাধর-
দ্বন্দ্বোদীরিতমন্দমন্দপবন-প্রারব্ধ-মুগ্ধধ্বনিঃ।
ঈষদ্বিক্রমলোল-হার-নিকরঃ প্রত্যেকরাকানন-
স্বঞ্চচ্চঞ্চদুদঞ্চদঙ্গুলিচয়স্ত্বাং পাতু ধারাধরঃ॥"

হলায়ুধ।

ইনি রাজা লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন (১)। ইনি আদিশূর রাজার যজ্ঞে সমাহূত ভট্টনারায়ণ হইতে গণনায় ষোড়শ পুরুষ। অথচ আদিশূর রাজা হইতে লক্ষণসেন গণনায় ষষ্ঠ পুরুষ লক্ষিত হয়। অতএব পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী মহাশয়েরা দেখিবেন যে, কেবল পুরুষ-পর্য্যায় গণনার দ্বারা সময়ের অবধারণ হইতে পারে না।

ইহাঁর কৃত ক্ষুদ্র কাব্য "ধর্ম্ম বিবেক"। তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

"শ্রদ্ধাবীজো বিপ্রবেদানুসিক্তঃ
শাখা বিদ্যাস্তাশ্চতস্রো দশাপি।
পুণ্যান্যর্থৌ দ্বে ফলে স্থূল-সূক্ষ্মে
মোক্ষঃ কামো ধর্ম্মবৃক্ষোঽয়মীড্যঃ॥

এতদ্ভিন্ন "অভিধান রত্নমালা" এবং "কবিরহস্য" (ইহাতে ধাতু সকলের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ উদাহরণ সহ লিখিত হইয়াছে) প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইহাঁর রচিত আছে। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, ন্যায়সর্ব্বস্ব ও পণ্ডিতসর্ব্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থ হলায়ুধের রচিত।

---

(১) ব্যবস্থাদর্পণের ১ম খণ্ডের ভূমিকার ॥৶০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ইনি অভিধান-কর্ত্তা ধনঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন। কিন্তু বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রকাশিত বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় প্রকাশ যে ইনি রামরূপের পুত্র।

মল্লিনাথ।

এক জন প্রসিদ্ধ কাব্যটীকাকর্ত্তা। ইনি নিজ প্রণীত টীকার মধ্যে হলায়ুধকোষের অনেক প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন ও মেদিনীর প্রমাণ দিয়াছেন।

উমাপতিধর।

ইনি মহারাজ লক্ষণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; যথা, শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩২শ অধ্যায় ৮ম শ্লোকের ভাবার্থদীপিকা ব্যাখ্যানে বৈষ্ণবতোষণী—

"শ্রীজয়দেবসহচরেণ মহারাজলক্ষণসেনমন্ত্রিবরেণোমাপতিধরেণ" ইত্যাদি।

ইনি যে জয়দেবের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, তাহা জয়দেবের কৃত গীতগোবিন্দের শ্লোক পাঠ দ্বারাও বোধ হয়।

"বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ" ইত্যাদি।

এবং জয়দেবের কৃত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নাম্নী টীকাতেও ঐ "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধর" এই শ্লোকের ব্যাখ্যানে উমাপতিধরকে "সন্ধিবিগ্রহিক", অর্থাৎ রাজমন্ত্রী বলিয়া লিখিয়াছেন; ইহাতেও তিনি যে কোন রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ইহা বুঝাইতেছে।

এতৎ কবি কৃত কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আমাদিগের বিদিত নাই; কিন্তু তাঁহার রচিত বলিয়া যে সকল শ্লোক বৈষ্ণবতোষণী ও পদ্যাবলী গ্রন্থের মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ইহাঁকে এক জন প্রধান কবি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

বৈষ্ণবতোষণী ধৃত শ্লোক যথা—

"ভ্রূবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি স্মিত-
জ্যোৎস্নাবিস্ফুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সম্ভাবিতস্যাধ্বনি।
গর্ব্বোদ্ভেদকৃতাবহেন ললিতশ্রীভাজি রাধাননে
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ॥"

এবং পদ্যাবলীধৃত শ্লোক যথা—

"তির্য্যক্‌কন্ধরকীলদেশমিলিতশ্রোত্রাবতংসস্ফুরৎ
বর্হোত্তম্ভিতকেশপাশমনৃজুভ্রূবল্লরীবিভ্রমম্।
গুঞ্জদ্বেণুনিবেশিতাধরপুটং সাকূতরাধাননে
ন্যস্তামীলিতদৃষ্টি গোপবপুষো বিষ্ণোর্মুখং পাতু বঃ॥"

কলাপ ব্যাকরণের পঞ্জিকার মধ্যে উমাপতির কৃত বলিয়া যে সকল ারিকা প্রমাণস্বরূপে ধৃত হইয়াছে, তাহা এই উল্লেখিত উমাপতির কি না াহার মীমাংসা হয় নাই।

রামপুর বোয়ালিয়ার সন্নিহিত বিজয় নগরের পুষ্করিণীর ঘাট হইতে যে কল প্রস্তর উদ্ধৃত হইয়া এসিয়াটীক সোসাইটীতে আছে, তাহার মধ্যে এক ানি প্রস্তরে উমাপতিধরের কৃত ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে রাজা বিজয়সেনের ংশাবলী কীর্ত্তন আছে। আইন আকবরী মতে বিজয়সেনই শতকসেন। হাঁরা কায়স্থ জাতি।

শরণ।

ইনিও জয়দেবের সমকালিক বা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালবর্ত্তী হইবেন; যেহেতু ়য়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

"শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে"

ইহাঁর রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি না তাহা আমরা অবগত নহি। পদ্যা- লীর মধ্যে ইহাঁর রচিত বলিয়া অনেক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে; পাঠক- াগের গোচর নিমিত্ত তাহার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

"কামং কাময়তে ন কেলিনলিনীমামোদতে কৌমুদী
নিঃস্পন্দৈর্ন সমীহতে মৃগদৃশামালাপলীলামপি।
সীদন্নেষ নিশাসু নিঃসহতনুর্ভোগাভিলাষালসৈ-
রঙ্গৈস্তাম্যতি চেতসি ব্রজবধূমাধায় মুগ্ধো হরিঃ॥

গোবর্দ্ধনাচার্য্য।

ইনিও পূর্ব্ববৎ জয়দেবের সমকালবর্ত্তী। গীতগোবিন্দের মধ্যে ইহাঁর নাম উল্লেখ আছে; যথা—

"শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়বচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ" ইত্যাদি॥

ইহাঁর কৃত গ্রন্থ আর্য্যা সপ্তশতী। ইহার মধ্যে ভবভূতি প্রভৃতি কবিদিগের প্রশংসাসূচক শ্লোক অনেক আছে। এবং পদ্যাবলীর মধ্যে ইহাঁর অনেক শ্লোক সংগৃহীত আছে; যথা—

"সৌজন্যেন বশীকৃতা বয়মতস্ত্বাং কিঞ্চিদাচক্ষ্মহে
কালিন্দীং যদি যাসি সুন্দরি পুনর্মা গাঃ কদম্বাটবীম্।
কশ্চিত্তত্র নিতান্তনির্মলতমস্তোমোঽস্তি যস্মিন্ মনাগ্-
লগ্নে লোচনসীম্নি নোৎপলদৃশঃ পশ্যন্তি পত্যুর্গৃহম্॥"

গোবর্দ্ধনাচার্য্যও সেন বংশীয় কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন; যেহেতু ইনি আর্য্যা সপ্তশতীর মধ্যে লিখিয়াছেন—

সকলকলাঃ কল্পয়িতুং প্রভুঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ।
সেনকুলতিলকভূপতিরেকো রাকা প্রদোষশ্চ॥"

ইহাঁর পিতার নাম "নীলাম্বর," যথা আর্য্যা সপ্তশতী শ্লোকের মধ্যে লিখিত আছে—

যং গণয়ন্তি গুরোরনু যস্যাস্তেঽধর্ম্মকর্ম্ম সঙ্কুচিতম্।
কবিমহমুশনসমিব তং তাতং নীলাম্বরং বন্দে॥

উদয়নাচার্য্য নামক এক জন ইহাঁর শিষ্যমধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে। এই উদয়ন কুসুমাঞ্জলিকর্ত্তা প্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্য কি না, তাহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ রহিয়াছে; যথা—

"উদয়নবলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতীশিষ্যসোদরাভ্যাং নঃ।
দ্যৌরিব রবিচন্দ্রাভ্যাং প্রকাশিতা নির্ম্মলীকৃত্য॥

শব্দকল্পদ্রুমের ২য় খণ্ডে "ন্যায়" শব্দে উদয়নাচার্য্যকে বাচস্পতি মিশ্রের শিষ্য বলিয়াছেন।

ধোয়ী।

জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে

"শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ"

বলিয়া ইহাঁর সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, ইনি জয়দেবের সমকালিক অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বকালিক হইবেন।

ইহাঁর রচিত কাব্য "পবনদূত"। তাঁহার প্রথমের কতিপয় শ্লোক এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি; ইহা পাঠ করিলেই সেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য বোধ হইবে। যথা—

"অস্তি শ্রীমত্যখিলবসুধাসুন্দরে চন্দনাদ্রৌ
গন্ধর্ব্বাণাং কনকনগরীনাম রম্যো নিবাসঃ।
হৈমৈর্লীলাভবনশিখরৈরপ্যয়ং ব্যালিখন্তি-
র্ধত্তে শাখানগরগণনাং যঃ সুরাণাং পুরস্য ॥ ১।
তত্রাস্ত্যেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
মন্যে জৈত্রং মৃদুকুসুমতোঽপ্যায়ুধং যা স্মরস্য।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষ্মণং (১) ক্ষৌণীপালং
বালা সদ্যঃ কুসুমধনুষঃ সম্বিধেয়ীবভূব ॥ ২।
বাল্যাদালিষ্বপি মনসিজং সানভিব্যঞ্জয়ন্তী
পাণ্ডুক্ষামা কতিচিদনয়ৎ কাতরা বাসরাণি।
গন্তুং দেশান্তরমথ মধাবন্যথৈব প্রবৃত্তং
গাঢ়োৎকণ্ঠা মলয়পবনং সপ্রণামং যযাচে ॥৩॥"

---

(১) লক্ষ্মণ সেনং।

শ্রীজয়দেব।

ইনি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সমকালবর্ত্তী; ইহার সবিশেষ প্রমাণ পূর্ব্বেই "উমাপতিধরের" প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে। "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের প্রথমে যে ইংরাজী মুখবন্ধ আছে, তাহাতে ইহাঁকে খৃষ্টীয় ৮০০ শতাব্দীতে বর্ত্তমান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে।

কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। অজয় নদের উত্তর তীরে কেন্দুলি নামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্ব নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)। ঐ কেন্দুলি গ্রামে অদ্যাপি জয়দেবের স্মরণার্থ প্রতি বৎসর পৌষ মাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে।

জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের মাধুর্য্য রসে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহাকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া মান্য করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় লোকেরা জয়দেবের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস করেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "ভক্তবিজয়" নামে এক গ্রন্থ আছে; তাহাতে জয়দেবকে ব্যাসদেবের অবতার বলিয়া লিখিয়াছে।

জয়দেব স্বীয় সুধাসিক্ত প্রশংসায় সূক্তির

"শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপং"

এই কথা যে লিখিয়াছেন,ইহাকে অত্যুক্তি বোধ হয় না।

পক্ষধর মিশ্রোপনামক অপর এক জন জয়দেব ছিলেন। ইহাঁর অপর নাম "পীযূষবর্ষ" (২)। চন্দ্রালোক ও প্রসন্নরাঘবের কর্ত্তা জয়দেবের পিতার নাম মহাদেব ও মাতা সুমিত্রা; ইনি কৌণ্ডিন্য গোত্রজ (৩)। ইহাঁর সহিত রঘুনাথ শিরোমণির বিচার হইয়াছিল। যথা,—

---

(১) বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন। গীতগোবিন্দ, তৃতীয় সর্গ।

উইলসন্ সাহেবের মতে "জয়দেব" কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কলিঙ্গদেশবাসী পণ্ডিত।

(২) পক্ষধর মিশ্রের শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি; তাঁহার ছাত্র মথুরানাথ তর্কবাগীশ, চিন্তামণি দীধিতির টীকাকার; তাঁহার ছাত্র দীধিতির টীকাকার ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ; তাঁহার দুই ছাত্র, দীধিতির টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য।

শব্দকল্পদ্রুম, "ন্যায়" শব্দ।

(৩) এ বিষয়ে বোম্বাইএর ছাপায় "জয়দেবের" মুখবন্ধ দেখ।

"অভাগ্যং গৌড়দেশস্য কাণভট্টঃ শিরোমণিঃ।"

এবং "বক্ষোজপানকৃৎ কাণ সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটে।

সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥"

ঐ শিরোমণি এবং রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপের বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র।

ইহাঁর রচিত গ্রন্থ—

"রতিমঞ্জরী" ও "চন্দ্রালোক"। "প্রসন্ন রাঘব" নাটক এই জয়দেবের কৃত কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। ঐ গ্রন্থের শেষে লেখা আছে "মহামহোপাধ্যায় তার্কিক জয়দেব মিশ্র বিরচিতং," জয়দেব গোস্বামী লেখা নাই।

প্রসন্ন রাঘব নাটকের প্রস্তাবনাতে জয়দেব যে সকল কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে লেখা যাইতেছে। ইহা দ্বারা কোন কোন কবি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, তাহা প্রকাশ হইবে।

"যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো
(১) হাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়"॥

অস্যার্থঃ।

যার শিরে শোভে চোর চিক্কণ চিকুর।
ময়ুর যাহার কর্ণে মণিকর্ণ পূর॥
হাস যার হাস, হর্ষ হর্ষের প্রকাশ।
কবীন্দ্র শ্রীকালিদাস যাহার বিলাস।
পঞ্চবাণ বাণ যার হৃদয় মাঝারে।
কবিতা কামিনী হেন না ভুলায় কারে॥

---

(১) কোন কোন গ্রন্থে "হাস" শব্দের পরিবর্ত্তে "ভাস" লিখিত আছে।

শ্রীঅর্জ্জুনমিশ্র।

যদিও ইহাঁর নিশ্চিত সময়ের অবধারণ করা অসাধ্য, তথাপি ভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর পরে ইহাঁর নাম উল্লেখ হইয়াছে দৃষ্টি করিয়া আমরাও তদনুসারে উক্ত গোস্বামীর পরেই ইহাঁর নাম উল্লেখিত করিলাম।

ইনি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিয়া "ভাবদীপ" নামে মহাভারতের টীকা রচনা করেন। তাহাতেই ইহাঁর কবিত্বশক্তির বিশেষ নিদর্শন আছে। ইনি ভীষ্মপর্ব্বের টীকার প্রথমে লিখিয়াছেন "শ্রীলক্ষণাচার্য্য গুরবে জড়জন্তু চক্ষুর্ব্বন্ধাপনোদন মৃতে নহিরোচতেঽস্তুত্"। ইহাতে লক্ষ্মণাচার্য্যকে ইহাঁর গুরু বলিয়া বোধ হইতেছে। এই লক্ষ্মণাচার্য্য কে? ইহার নিশ্চয় হয় না। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যের মধ্যে লক্ষ্মণ নামক এক জন ছিলেন; তিনি আচার্য্যের আদেশানুসারে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন; সম্ভবতঃ ইনিই সেই ব্যক্তি হইতে পারেন। (১)

উপরোক্ত "ভাবদীপ" নামক মহাভারতের টীকা ব্যতীত, তিনি কুসুমাঞ্জলির টীকা করেন এবং শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ কৃত অদ্বয়কাশিকা গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে তিনি মাধ্বভাষ্যানুসারে গীতাভাষ্য রচনা করেন।

শ্রীশ্রীধরস্বামী।

ইনি শঙ্করাচার্য্যের পরে জন্ম গ্রহণ করেন; যেহেতু তাঁহার ভাষ্য অবলোকন করিয়া ইনি গীতাব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন; যথা, ভগবদ্গীতার সুবোধিনী টীকার প্রারম্ভে—

"ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃর্গিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে॥"

---

(১) "পূর্ব্বভাগে লক্ষ্মণাচার্য্যঃ কিল দিগ্বিজয়ং কৃত্বা কাংশ্চিদ্ব্রাহ্মণাদীন্ ছিন্নোর্দ্ধপুণ্ড্রধারণশংখচক্রাঙ্কুরভাস্বরভুজযুগলান্ কৃত্বা বহুশিষ্যসমেতঃ পুনরাধৃত্য পরমগুরুচরণং নত্বা তদনুজ্ঞাবশাৎ মতবিজৃম্ভনহেতুকং ভাষ্যাদিগ্রন্থচয়মকরোৎ"।

ইতি আনন্দগিরি কৃত শঙ্কর দিগ্বিজয়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকার মধ্যে "বিষ্ণুস্বামিপ্রোক্তা" বলিয়া প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন; ইহাতে ইহাঁকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক প্রসিদ্ধ বিষ্ণুস্বামীর পরবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ বিষ্ণুস্বামী ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন; ইহা তাঁহার সময় বিবরণে বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। অপিচ, উপরোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ২৩ অধ্যায়ের ত্রিশ শ্লোকের টীকায় "বিশ্বপ্রকাশ" অভিধানের উল্লেখ আছে এবং মধ্যে মধ্যে "দণ্ডী" কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (১)। উইলসন্ সাহেবের বিষ্ণুপুরাণের ৫ম খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, শ্রীধরস্বামী ভারতবর্ষের পূর্ব্বদেশবাসী ছিলেন।

ইনি বিষ্ণুপুরাণের ও শ্রীমদ্ভাগবতের এবং ভগবদ্গীতার টীকা রচনা করেন; তদ্ভিন্ন "ব্রজবিহার" নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন; তাহার প্রথম শ্লোক এই:—

"গায়ন্তীনাং গোপসীমন্তিনীনাং
ক্রীড়াকাঙ্ক্ষাসঙ্কিভো লম্বমানাম্।
নিদ্রাকল্পানাম্বুদগ্রারবিন্দে
কুর্ব্বিন্নব্যাদ্দেবকীনন্দনো বঃ॥"

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর।

দাক্ষিণাত্য দেশে কৃষ্ণবর্ণা নদীর পশ্চিম পারে ইহাঁর বসতি ছিল (২)। ইনি প্রথম বয়সে অতিশয় লম্পট ছিলেন। এক দিন পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে (৩) ঘোরঘটাচ্ছন্ন রজনীযোগে একটি শবকে ধারণ করতঃ নদী পার হইয়া এবং

(১) উপরোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৪১ অধ্যায়ের ৪থ শ্লোকের টীকায় হংসগুহ্য স্তবের প্রমাণ উদ্ধৃত আছে। "আকারঃ কৃতস্তেষাং" ইত্যাদি শ্লোক শ্রীধরস্বামীর বলিয়া প্রসিদ্ধ; কিন্তু উহা "খণ্ডপ্রশস্তির" ১১৩ সংখ্যক শ্লোক।

(২) ইহাকে এক্ষণে কৃষ্ণবেণা কহে; ইহা দাক্ষিণাত্য দেশে সহ্য পর্ব্বত হইতে উৎপন্না হইয়াছে; যথা বিষ্ণুপুরাণে ২ অংশে ৩ অধ্যায়ে

"গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবর্ণাদিকাস্তথা।
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপপ্রণাশনাঃ॥" ইতি

(৩) বিষ্ণুপুরী গোস্বামী যিনি মাধবেন্দ্রপুরীর পরমেষ্ঠি গুরু তৎকৃত "ভক্তি রত্নাবলী" গ্রন্থে এই তারিখের নাম আছে।

পরে একটি অজাগর সর্পের পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রণয়িনী বেশ্যার মন্দিরে প্রবিষ্ট হওয়াতে বেশ্যা তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করে; তাহাতেই তাঁহার দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা করেন; ইহাতে "লীলাশুক" বলিয়া তাঁহার উপাধি হয়। "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, বৈষ্ণব মহাশয়েরা কহিয়া থাকেন যে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছিলেন; এজন্য গ্রন্থের নামও "কৃষ্ণকর্ণামৃত।" ঐ গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় সমাদৃত। ফলতঃ ইহার শ্লোক সকল যথার্থই অমৃতময়; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিয়তই ঐ অমৃত রসের আস্বাদন করিতেন। ঐ গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই :—

চিন্তামণির্জয়তি (১) সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ
যৎ পাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর অপর আর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন; তাহা তাঁহার স্বনামেই অর্থাৎ "বিল্বমঙ্গল" এই আখ্যাতেই প্রসিদ্ধ। তাহার প্রথম শ্লোক এই :—

"যং বেদ বেদবিদপি প্রিয়মিন্দিরায়া
তন্নাভি-নীররুহগর্ভগৃহো ন ধাতা।
গোপালবালললনা বনমালিনং তং
গোধূলিধূসরশরীরমরীরমংস্তাঃ।"

বিল্বমঙ্গল কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, যদিও তাহার কোন বিশেষ নির্দ্দেশ নাই, তথাপি অনুমান দ্বারা বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা অদ্বৈতবাদ মতের প্রবল প্রচার এবং দাক্ষিণাত্য দেশীয় রামানুজস্বামী দ্বারা ঐ মতের প্রতি দোষারোপ হওয়ার পর তিনি জীবিত ছিলেন (২); যেহেতু তিনি যে প্রথমে

---

(১) কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বেশ্যার নাম "চিন্তামণি" ছিল; এজন্য তাঁহাকে শিক্ষাগুরু স্বরূপে মান্য করিয়া গ্রন্থের প্রথমেই তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) ভক্তমাল গ্রন্থে রামানুজের শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে ইহাঁর নাম আছে, যথা—

"বহুশিষ্য প্রশিষ্য বিল্বমঙ্গল স্বরূপ।
জীবত্রাণকারণ দ্বিতীয় রামরূপ॥" ইত্যাদি

স্বয়ং অদ্বৈতবাদী ছিলেন, ইহা তাঁহার রচিত শ্লোক দ্বারাই প্রকাশ হইতেছে; যথা,—

"অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥"

এবং তিনি যে "সোমগিরি" নামক কোন দণ্ডীর নিকটে প্রথমে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কৃত উক্ত "চিন্তামণি র্জয়তি সোমগিরিগুরুর্মে" এই শ্লোকেই প্রকাশ আছে। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গিরি পুরী প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সকল শঙ্করাচার্য্যের দ্বারাই প্রথমে সংস্থাপিত হয় (৫); যেহেতু উক্ত হইয়াছে যে, কলিকালে দণ্ডগ্রহণের নিষেধ ছিল; শঙ্করাচার্য্য তাহা পুনর্ব্বার স্থাপন করেন। তাঁহার প্রধান চারি শিষ্য। যথা পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডল এবং তোটক। পদ্মপাদের দুই শিষ্য, তীর্থ এবং আশ্রম। হস্তামলকের দুই শিষ্য, বন এবং অরণ। মণ্ডলের তিন শিষ্য, সরস্বতী, ভারতী এবং পূরী। বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে এই দশ শিষ্যের তীর্থাদি দশ নাম হইয়াছে। এবং ইহাঁদিগের হইতেই দশ নাম দণ্ডীর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য স্বামী শঙ্করজয় গ্রন্থে ইহাঁদিগের লক্ষণ ধৃত করিয়াছেন ও তাহা প্রাণতোষিণী গ্রন্থেও (৬) ধৃত হইয়াছে!

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রথমাবধিই অত্যন্ত অনুরাগ, তাঁহার অদ্বৈতবাদীর মতকে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ঃ সাধন বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতেই সম্ভব নহে। তবে রামানুজ স্বামীকৃত "শতভূষণী" গ্রন্থ প্রভৃতি রচিত হইবার পূর্ব্বে যৎকালে অদ্বৈতবাদের মতকেই সকলে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিত, তখন অনেকে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হইয়াও ঐ মতই অগত্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন; এজন্য শ্রীধরস্বামী প্রভৃতিরও ঐ অদ্বৈতবাদ মতে অভিমত দেখা যায়।

---

(১) ১৭৬৮ শকের মাঘ মাসের ৪২ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

(২) কলিকাতার নিকটস্থ খড়দহ গ্রামনিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস উপাসনাকাণ্ডবিষয়ে এক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন; তাহার নাম "প্রাণতোষিণী"।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু যে দণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আস্থা ছিল না; এজন্য তাঁহাকে তদুপাসকেরা "কপট সন্ন্যাসী" কহিয়া থাকেন। নিত্যানন্দ প্রভু দ্বারায় মহাপ্রভু ঐ দণ্ড ভঙ্গও করিয়াছেন। বিশেষতঃ (৭) অদ্বৈতবাদীর মতের প্রতি তাঁহার যে প্রকার অনাদর ছিল, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত এবং আদি খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে ও মধ্য খণ্ডের পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে কাশী-বাসী সন্ন্যাসীদিগের সহিত বিচার প্রসঙ্গেই ব্যক্ত আছে।

রামানুজ স্বামী।

যদিও ইনি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় এক জন বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, তথাপি যে স্থলে বেঙ্কটরাম স্বামী কর্ত্তৃক কবিগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন. সে স্থানে কবিদিগের মধ্যে ইহাঁর নাম উল্লেখ করা গেল।

স্মৃতিকালতরঙ্গের মতে ১০৪৯ শকাব্দে রামানুজ বর্ত্তমান ছিলেন। শিল্প লিপির প্রমাণে তিনি ১০৫০ শকে বিদ্যমান ছিলেন (১)। কর্ণাট রাজগণের সবিস্তার চরিত্রে চোলাধিপতি ত্রিভুবন চক্রবর্ত্তী ৪৬০ ফস্লিতে অর্থাৎ ৯৭৪ বা ৯৭৫ শকে জীবিত ছিলেন; রামানুজ আচার্য্য সেই রাজার পুত্র বীরপাণ্ড্য চোলের সমকালবর্ত্তী ছিলেন (২)। উক্ত পুস্তকের এক স্থানে ইহাও লেখা আছে যে, ৯৩৯ শকে রামানুজের বংশোবৃদ্ধি হয় (৩)। উইল্কিন্ সাহেব স্বীয় সংগৃহীত প্রমাণ দ্বারা অনুমান করেন যে, তিনি ১১০৪ শকে জীবিত ছিলেন (৪)। তাঁহার সমকালবর্ত্তী বিষ্ণুবর্দ্ধনের ১০৫৫ শকাব্দাবধির বহু শিল্পলিপি পাওয়া গিয়াছে (৫)। উইলসন্ সাহেব কৃত বিষ্ণুপুরাণের ভূমিকাতে লিখিত আছে যে, রামানুজ স্বামী খৃঃ ১২০০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সমস্ত প্রমাণাদির মধ্যে শিল্পলিপির প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবৎ স্বীকার করিলে একা-

---

(১) চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের ৭ম পরিচ্ছেদে।

(২) Buchanan's Mysore.

(৩) Journal, Asiatic society of Bengal, vol VII, p. 128.

(৪) Ibid. (৫) Wilk's History of Mysore, p. 141.

(৬) Mackenzie's collections, p. CXI.

দশ শত শকাব্দের মধ্যকালে যে রামানুজের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহার কোন আপত্তি বোধ হইতেছে না। (১)

মান্দ্রাজের পশ্চিমোত্তর অংশে পেরুম্বুর নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য ও মাতার নাম ভূমিদেবী। তিনি কাঞ্চীপুরে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া প্রথমে সেই স্থানেই আত্মসাম্প্রদায়িক মত উপদেশ করেন এবং শ্রীরঙ্গে (২) থাকিয়া শ্রীরঙ্গনাথের উপাসনা করেন। সে স্থানে তিনি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন।

রামানুজ আচার্য্যের চরিত্র দাক্ষিণাত্যে অতি প্রসিদ্ধ আছে। ভার্গব উপপুরাণানুসারে অনন্তদেব রামানুজরূপে এবং বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি ভূষণ সকল তাঁহার প্রধান প্রধান সহধর্ম্মী ও শিষ্যস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কর্ণাট ভাষায় লিখিত দিব্য চরিত্র নামক গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র বর্ণনা আছে; তাহাতেও তাঁহাকে অনন্তদেবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং পদ্মপুরাণেও রামানুজের নাম উল্লেখ আছে; যথা,

"রামানুজং শ্রীঃস্বীচক্রে" ইত্যাদি।

রামানুজ স্বামী শ্রীভাষ্য (বেদান্ত ভাষ্য), গীতাভাষ্য, বেদার্থ সংগ্রহ, রামায়ণ টীকা বেদান্তপ্রদীপ ও শতভূষণী প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ রচনা করেন; কাব্য রচনা বিষয়ে তিনি মনোনিবেশ করেন নাই।

রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের গুরুপ্রণালী, যাহা ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, তাহাও এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল; ইহা দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি তাঁহার পূর্ব্বে পণ্ডিত ও কবি নামে খ্যাত ছিলেন, তাহা প্রকাশ হইবে।

সিন্ধু কন্যা রমা ঠাকুরাণী (৩) মূলাচার্য্য।
তাঁর কৃপাপাত্র বিষক্ সেন মুনিবর্য্য॥

---

(১) ইনি ১১১৬ খ্রীষ্টীয় সনে রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনকে বৈষ্ণব করেন। The Indian Antiquary.

(২) ত্রিচিনপোলি অর্থাৎ ত্রিশির পল্লীর সন্নিহিত শ্রীরঙ্গ দ্বীপ কাবেরী নদীর দুই শাখা দ্বারা বেষ্টিত আছে।

(৩) যেহেতু এ সম্প্রদায়ের শ্রীঠাকুরাণী "রামানুজং শ্রী স্বীঃচক্রে" ইত্যাদি প্রমাণ আছে।

ততঃ শ্রীমান্ শকটোপ ততঃ বোপদেব (১)।
লুপ্ত ভাগবত উদ্ধারি যে ঘুচাইলা ক্ষোভ ॥
ততঃ শ্রীলঃ শ্রীনাথ পুণ্ডরীকাক্ষ ততঃ।
রামমিশ্র ততঃ শ্রীযামুন মুনি ব্রত (২) ॥
তার শিষ্য রামানুজ ভানু প্রকাশিয়া।
তিমির নাশিলা কৃপাদৃষ্টি কর দিয়া (৩) ॥

---

(১) ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ কর্ত্তা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যানে মুক্তাফল নামে এক টীকা রচনা করেন, যথা

মুক্তাফলেন গ্রন্থেন সদ্ভাগবতশুক্তিনা।
ভক্তিস্বাদ্বমুনা মুগ্ধ মার্কণ্ডেয় শিশুপ্রিয়া ॥
বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা।
হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ ॥

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের শেষে ইনি যে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার এই প্রকার উল্লেখ আছে।

যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ
প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽপি তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ।
সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবততত্ত্বোক্তৌ ত্রয়স্তস্য ভু
ব্যন্তর্বাণি শিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ।"

কেহ কেহ বলেন যে বোপদেব খৃঃ ১২০০ শতাব্দীর মধ্যকালে দেবগড়ের রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে এ কথা কত দূর প্রামাণিক হইতে পারে, তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

(২) অলকনন্দার স্তোত্র রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদের মধ্যে তাহার এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে;—

"উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীম সমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ।"

(৩) শ্রীঠাকুরাণী হইতে রামানুজাচার্য্য পর্য্যন্ত গণনায় ৮ম পুরুষ মাত্র হয়। এত অল্প সংখ্যা হওয়াতে ইহাই অনুভব করা যায় যে, ঐ সম্প্রদায়ীর মধ্যে কেবল প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ হইয়া থাকিবে।

কহ্লন।

কাশ্মীর সম্রাটদিগের ইতিহাস বিষয়ক রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১০৭০ শকে জীবিত ছিলেন, ইহা তাঁহার স্বীয় রচিত গ্রন্থের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে, যথা—

"লৌকিকেঽব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাত্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরঃ॥"

এক্ষণে (অর্থাৎ রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ রচনার সমকালে) লৌকিক অব্দের (১) ২৪ বৎসর এবং শকাদিত্যের ১০৭০ বৎসর গত হইয়াছে।

মুরারিমিশ্র।

রাঢ়দেশে মল্লবেণী নাথের অধিকারে বিষ্ণুপুর গ্রামে একাদশ শত শকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন (২)। ইনি মহাকবি গোবর্দ্ধন ভট্টের পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। এই গোবর্দ্ধন ভট্ট জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তশতী গ্রন্থকর্ত্তা গোবর্দ্ধনাচার্য্য কি না? ইহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

ইনি প্রসিদ্ধ "অনর্ঘ্যরাঘব নাটক" রচনা করেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কৃত "বিবাদ ভঙ্গার্ণব" নামক দায় গ্রন্থের মধ্যে এবং ভাষা পরিচ্ছেদের টীকা "সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর" মধ্যে মুরারিমিশ্রের নাম দেখা যায়। ইহাতে তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ তাঁহার রচিত ছিল, ইহা অনুমান হইতেছে।

গোপালদাস বৈদ্য।

ইনি প্রসিদ্ধ ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থকর্ত্তার পিতা। "পারিজাতহরণ" নাটক রচনা করেন। তাহার প্রথম শ্লোক এই:—

"সিন্দূরপূরকৃতগৈরিকরাগশোভে শশ্বন্মদস্রবণনির্ঝরবারিপূরে।
সংগ্রামভূমিগতমত্তসুরেভকুম্ভকূটে মদীয়নখরাশনয়ো বিশন্তু॥"

---

(১) বোধ করি কাশ্মীরে কোন আধুনিক অব্দ প্রচলিত থাকিবে।

(২) শ্রীযুক্ত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের কৃত অনর্ঘ্যরাঘবের ভূমিকা।

গঙ্গাদাস।

ইনি স্বরচিত ছন্দোমঞ্জরীর মধ্যে মুরারিমিশ্রের কৃত অনর্ঘ্যরাঘবের পদ্যকে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন; এজন্য ইহাঁকে তৎপরবর্ত্তী বিবেচনা করা গেল। ইনি ছন্দোমঞ্জরীর প্রথমে নিজ পরিচয় এই প্রকার দিয়াছেন:—

দেবং প্রণম্য গোপালং বৈদ্যগোপালদাসজঃ।
সন্তোষাতনয়শ্ছন্দো গঙ্গাদাসস্তনোত্যদঃ॥

ইহাঁর রচিত গ্রন্থ "অচ্যুত চরিত", "গোপাল শতক", "দিনেশ শতক" এবং "দিনেশতত্ত্ব"; যথা ছন্দোমঞ্জরীর শেষ শ্লোক—

"সর্গৈঃ ষোড়শভিঃ সমুজ্জ্বলপদৈর্নব্যার্থভব্যাশয়ৈ-
র্যেনাকারি তদচ্যুতস্য চরিতং কাব্যং কবিপ্রীতিদম্।
কংসারেঃ শতকং দিনেশশতকদ্বন্দ্বঞ্চ তস্যাস্বসৌ
গঙ্গাদাসকবেঃ শ্রুতৌ কুতুকিনাং সচ্ছন্দসাং মঞ্জরী॥"

মধ্বাচার্য্য।

দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতী তুলবদেশনিবাসী মধিজী ভট্ট নামা এক ব্রাহ্মণের পুত্র। ১১২১ শকে ইহাঁর জন্ম হয় (১)। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ইহাঁর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ ও মধ্যমন্দির বলিয়া লিখিত আছে। অন্যান্য অনেক স্থলে ইহাঁর আনন্দতীর্থ উপাধি আছে। ইহাঁকে পবনদেবের অবতার বলিয়া তৎপ্রতিপাদনার্থ সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে এই সকল বচন প্রমাণস্বরূপে সংগৃহীত হইয়াছে; যথা

"প্রথমস্তু হনূমান্ স্যাৎ দ্বিতীয়ো ভীম এব চ।
(২) পূর্ণপ্রজ্ঞস্তৃতীয়শ্চ ভগবৎকার্য্য-সাধকঃ॥"

---

(১) উইল্‌সন্ সাহেবের মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, ইনি খৃঃ ১৩০০ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। রহস্য সন্দর্ভের ৩ পর্ব্বের ৩৪ খণ্ডের ১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দী অতীত হইল ইনি পাজুকাটেও নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (এই পত্র ইং ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হয়)।

(২) "এতচ্চ রহস্যং পূর্ণপ্রজ্ঞেন মধ্যমন্দিরেণ বায়োস্তৃতীয়াবতারত্মন্যেন নিরূপিতমিতি॥"

(বায়ু) প্রথমাবতারে হনুমানরূপে, দ্বিতীয়াবতারে ভীমরূপে, তৃতীয়াবতারে পূর্ণপ্রজ্ঞরূপে ভগবৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন।

ইনি যে সম্প্রদায়ের সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে বৈষ্ণবেরা ব্রহ্মসম্প্রদায় কহিয়া থাকেন এবং তৎপ্রমাণস্বরূপ এই পদ্মপুরাণীয় বচন পাঠ করেন।

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ" ইত্যাদি।(৩)

মধ্বাচার্য্য অনন্তেশ্বরের মঠে বিদ্যাভ্যাস করেন এবং নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সনক কুলোদ্ভব অচ্যুতপ্রচ নামা আচার্য্য সন্নিধানে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এরূপ কথিত আছে যে, মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমে যাইয়া বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনি "গীতাভাষ্য", "সূত্রভাষ্য", "ঋগ্‌ভাষ্য", "দশোপনিষদ্ভাষ্য", "অনুবাকানুনয় বিবরণ", "অনুবেদান্তরস প্রকরণ", "ভারত তাৎপর্য্য নির্ণয়", "ভাগবততাৎপর্য্য", গীতাতাৎপর্য্য", "কৃষ্ণামৃতমহার্ণব", "তন্ত্রসার" প্রভৃতি সাঁইত্রিশ খানা গ্রন্থ রচনা করেন।

শার্ঙ্গধর।

শার্ঙ্গধর দামোদরের পুত্র; দামোদর রাঘবের পুত্র। রাঘবের তিন পুত্র, গোপাল জ্যেষ্ঠ, দামোদর মধ্যম এবং দেবদাস কনিষ্ঠ। শার্ঙ্গধরের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল; তাঁহাদের নাম কৃষ্ণ এবং লক্ষ্মীধর। শার্ঙ্গধরের পিতামহ রাঘব দেব শাকম্ভরি দেশে বাস করিতেন এবং চৌহান রাজা হাম্মিরের নিকট প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হাম্মির খৃঃ ১৩২৫ অবধি ১৩৫১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শার্ঙ্গধর নিজরচিত "শার্ঙ্গধরপদ্ধতি" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১৪২০ সম্বতে (১২৮৫ শকে) তাঁহার ঐ গ্রন্থ রচিত হয়।

সায়ণাচার্য্য।

পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের প্রসঙ্গে লেখা গিয়াছে যে, ১৩১৭ শকে বিদ্যানগর অর্থাৎ বিজয়নগরের রাজা হরিহর বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপিতা সঙ্গম রাজার

(৩) তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিত আছে যে, দাক্ষিণাত্য দেশে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইয়াও তাঁহার মত ত্যাগ করিয়া ইঁহারা ভাগবত হন। যথা—বিজয়ধ্বজ, ব্রহ্মতীর্থ, ব্যাসতীর্থ প্রভৃতি।

নিকটে সায়ণাচার্য্য মন্ত্রিত্ব-পদে অভিষিক্ত ছিলেন। অতএব সায়ণাচার্য্য ১২০০ শকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন এমত অনুমান হয়।

সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদ প্রভৃতির ভাষ্য রচনা করেন। এবং ইহাঁর কৃত ধাতুবৃত্তি নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে এই বর্ণনা আছে যে, "ইতি পূর্ব্বদক্ষিণপশ্চিম সমুদ্রাধীশ্বর কম্পরাজপুত্র সঙ্গমরাজ মহামন্ত্রিণা মায়ণপুত্রেণ মাধবসহোদরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতা মাধবীয়া ধাতুবৃত্তিঃ"। পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্রের অধিপতি অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগের অধিপতি কম্পরাজার পুত্র সঙ্গম রাজার মন্ত্রী মায়ণের পুত্র ও মাধবের সহোদর যে সায়ণাচার্য্য, তিনি মাধবীয় ধাতুবৃত্তি রচনা করেন। সায়ণাচার্য্যের ধাতুবৃত্তির নাম "মাধবীয়া" কেন হইল, এই সন্দেহের নিরাকরণ জন্য কেবল এই মাত্র বিবেচনা করিতে হয় যে, সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য উভয় ভ্রাতার মধ্যে অতিশয় সম্প্রীতি ছিল; এই নিমিত্ত উভয়েই স্ব স্ব কৃত গ্রন্থের মধ্যে স্বীয় অপর ভ্রাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন; যেমন সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের প্রথমে লিখিত আছে—

"পূর্ব্বেষামতিদুস্তরাণি সুতরামালোড্য শাস্ত্রাণ্যসৌ
শ্রীমৎসায়ণমাধবঃ প্রভুরুপন্যাস্থৎ সতাং প্রীতয়ে।"

মাধবাচার্য্য।

ইহার অপর নাম বিদ্যারণ্য স্বামী ও বিজয়ানন্দ। ইনি পূর্ব্বোক্ত সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা (১)। ইহা কর্তৃক খৃঃ ১৩৩১ বৎসরে ১২৫৩ শকে ৭ই বৈশাখে ইহার নামানুসারে বিজয়নগর সংস্থাপিত হয়। অনেক তাম্রখণ্ডলিখিত নিদর্শন দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, পোকারাও এবং মাধবাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; ইহাতে বোধ হয় যে মাধবাচার্য্য পোকারাওকে বিজয়নগরের রাজা করিয়া আপনি তাঁহার মন্ত্রিত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্য ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদের টীকা রচনা করেন; ব্যবহার বিষয়ক

---

(১) সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের প্রারম্ভে যে শ্লোক লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় মাধবাচার্য্য সায়ণাচার্য্যের কনিষ্ঠ। ঐ শ্লোক যথা, "শ্রীমৎসায়ণদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভেন মহৌজসা। ক্রিয়তে মাধবাচার্য্যেণ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহঃ"। ইতি।

একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; পাণিনি ব্যাকরণের টীকা এবং সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শঙ্করজয় নামক গ্রন্থও এই মাধবাচার্য্যের রচিত। তিনি আরও পরাশর স্মৃতির টীকা করেন, তাহার নাম মাধবীয় বা মাধব্য। ইনি গ্রন্থরচনা দ্বারা এ প্রকার বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, অনেকে তাঁহাকে মহেশাবতার জ্ঞান করিত।

জোনরাজ।

কাশ্মীর সম্রাটদিগের ইতিহাসঘটিত দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন। ইনি ১৩৩৪ শকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, যথা—

শ্রীজোনরাজবিবুধঃ কুর্ব্বন্ রাজতরঙ্গিণীং।
সায়কাগ্নিমিতে বর্ষে শিবসাযুজ্যমাসদৎ” ॥

শ্রীবরপণ্ডিতকৃত ৩য় রাজতরঙ্গিণীর ১ম তরঙ্গের ৬ষ্ঠ শ্লোক।

শ্রীবর পণ্ডিত।

তৃতীয় রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত জোনরাজের শিষ্য, যথা—

“শিষ্যোহস্য জোনরাজস্য সোহহং শ্রীবরপণ্ডিতঃ।
রাজাবলীগ্রন্থশেষাপূরণং কর্ত্তুমুদ্যতঃ” ॥

৩য় রাজতরঙ্গিণীর ১ম তরঙ্গের ৭ম শ্লোক।

ইনি ১৪৭৭ খৃঃ অব্দে ফতে সাহ নৃপতির সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। (১)।

মহিপ।

১৪৩০ সম্বতে অথবা শকে (এ বিষয়ের কোন বিশেষ নির্ণয় নাই) (২)

---

(১) ১৭৮৫ শকের চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৯৮ পৃষ্ঠা।

(২) আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে শক ব্যবহৃত হওয়াই সম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে “জোনরাজ” প্রভৃতির পশ্চাৎ উক্ত করিলাম।

"নানার্থরত্নতিলক" নামক এক অভিধান রচনা করেন। এই অভিধানের প্রমাণ সকল বাসবদত্তার টীকাকর্ত্তা শিবরাম নিজকৃত দর্পণাখ্যা টীকামধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রাজ্যভট্ট অথবা প্রাজ্ঞভট্ট।

রাজাবলি পতাকা নাম্নী চতুর্থ রাজতরঙ্গিণী রচনা করেন। ইনি ১৪৮২ শকে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি ফতেহ সাহের রাজ্য বিবরণ অবধি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যথা—

গঙ্গাভগবতীতীর্থস্নানধন্যস্বভূষিতঃ।
কবিঃ শ্রীপ্রাজ্ঞভট্টাখ্যঃ সমগ্রগুণভূষিতঃ॥
রাজাবলিপতাকাং স্বাং রাজ্যে ফতিহভূপতেঃ।
একোননবতিং যাবদ্ব্যক্তীচক্রে ততঃ পরম্॥"

ইতি চতুর্থ তরঙ্গিণীর ৭—৮ শ্লোক।

বিষ্ণুস্বামী।

ইনি বৈষ্ণবদিগের তৃতীয় সম্প্রদায়ের সংস্থাপক। ইহাঁর সংস্থাপিত সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র সম্প্রদায়; যথা—পদ্মপুরাণে—

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রঃ" ইত্যাদি।

ইনি পঞ্চদশ শত শকের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। (১) যেহেতু এই প্রকার বর্ণনা আছে যে, বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য জ্ঞানদেব; জ্ঞানদেবের শিষ্য বামদেব ও ত্রিলোচন; এবং তাঁহাদিগের অব্যবহিত কাল পরে অথবা কিয়ৎকাল ব্যবধানানন্তর তৈলিঙ্গ দেশীয় লক্ষ্মণভট্টের পুত্র বল্লভাচার্য্য আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইয়া পঞ্চদশ শত শকের মধ্যভাগে বিশিষ্ট প্রকারে স্বমত প্রচার করেন।

---

(১) বল্লভাচার্য্য ১৫৩৫ সম্বতে বর্ত্তমান ছিলেন। "গোপাললীলা" কাব্যের প্রস্তাবনা। The Pandit. উইল্‌সন্ সাহেবের বিষ্ণুপুরাণ মতে ইনি ১৬০০ খৃঃ সনে ছিলেন; উক্ত পুস্তকের অন্যত্র লিখিত আছে, ১৫২০ খৃঃ ছিলেন।

প্রথমে তিনি গোকুলে বাস করিতেন (২); এবং তথায় কিয়ৎকাল যাপন করিয়া তীর্থপর্য্যটন করেন। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়া তথাকার স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন এবং তত্রত্য বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হন। এই বল্লভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন; তদ্‌বৃত্তান্ত চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে ৭ম পরিচ্ছেদে সবিস্তার বর্ণিত আছে।

বিষ্ণুস্বামী বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

নিম্বাদিত্য।

বৈষ্ণবদিগের চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি-সম্প্রদায়; যথা পদ্মপুরাণে—

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

এই প্রকার উপাখ্যান আছে যে নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য্য ছিল। তিনি স্বয়ং সূর্য্যাবতার,—পাষণ্ড দমনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের নিকটে তাঁহার বাস ছিল। একদা এক দণ্ডী, কেহ কেহ বলেন একজন জৈন উদাসীন, তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলে উভয়ে বিচার আরম্ভ হইল। পরে বিচার করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত হইল দেখিয়া ভাস্করাচার্য্য নিজ আশ্রমস্থ অতিথির শ্রান্তি হরণার্থ কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী উপস্থিত করিলেন; কিন্তু দণ্ডী ও জৈনদিগের সায়ং বা রাত্রিকালে ভোজন করা বিধেয় নহে, এ প্রযুক্ত অতিথি তাহা স্বীকার করিলেন না। নিমাতৎ বৈষ্ণবদিগের এ প্রকার বিশ্বাস আছে যে, ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতিকারার্থ সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন এবং যাবৎ অতিথির অন্নপাক ও ভোজন সম্পন্ন না হয়, তাবৎ তাঁহাকে নিকটস্থ এক নিম্ববৃক্ষে স্থিতি করিতে কহিলেন। সূর্য্যদেবও

---

(২) যমুনার বামতটে মথুরার প্রায় তিন ক্রোশ পূর্ব্বে গোকুল গ্রাম। তথাকার গোস্বামীরা এই সম্প্রদায় ভুক্ত।

তাঁহার অনুমতি পালন করিলেন এবং ভাস্করাচার্য্য তদবধি নিম্বার্ক ও নিম্বাদিত্য নামে খ্যাত হইলেন।

নিম্বাদিত্য কোন সময়ে জীবিত ছিলেন তাহার নিশ্চয় হয় না। যমুনাতীরে মথুরা সন্নিধানে ধ্রুবক্ষেত্রে নিম্বার্কের এক গাদি আছে; লোকে কহে নিম্বাদিত্যের শিষ্য গৃহস্থশ্রেণীভুক্ত হরিব্যাসের সন্তান সন্ততিরাই তাহার অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তথাকার মহান্ত আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং কহেন যে ধ্রুবক্ষেত্রের গাদি প্রায় ১৪২০ বৎসর পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা অত্যুক্তি বোধ হয়। রামানুজ স্বামী প্রভৃতি অপর তিন জন যে প্রকার ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন "রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে" ইত্যাদি পদ্মপুরাণীয় বচনেও সেই প্রকার ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নামের উল্লেখ হইয়াছে। তদনুসারে নিম্বাদিত্যকে সকলের পরবর্ত্তী বিবেচনা করিতে হয়; যেহেতু তাঁহার নাম ঐ বচনের মধ্যে সকলের শেষে উক্ত হইয়াছে।

নিম্বাদিত্য কোন কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা আমরা বিদিত নহি। কেবল ধর্ম্মাধিবোধ নামে একখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। উহার একটি শ্লোক সংস্কৃত কোকিল দূতের ৩২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"রজোবৃত্ত্যা সুবিক্ষিপ্তো ব্রহ্মা জিজ্ঞাসুরর্থতঃ।
জিজ্ঞাসয়া ভজন্ কৃষ্ণং ভক্ত আরভ্য জন্মনঃ॥" ইতি

ইঁহার দুই শিষ্য ছিল; কেশবভট্ট ও হরিব্যাস (১)।

ভানুদত্ত মিশ্র।

কুমারভার্গবীয়চম্পু, রসমঞ্জরী ও রসতরঙ্গিণী নামে গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকর্ত্তা রসমঞ্জরীর শেষে এই প্রকার আত্মপরিচয় শ্লোক লিখিয়াছেন, যথা—

তাতো যস্য গণেশ্বরঃ কবিকুলালঙ্কারচূড়ামণি—
র্দেশো যস্য বিদেহভূঃ সুরসরিৎকল্লোলকির্ম্মীরিতা।
পদ্যেন স্বকৃতেন তেন কবিনা শ্রীভানুনা যোজিতা
বাগ্‌দেবীশ্রুতিপারিজাতকুসুমস্পর্দ্ধাকরী মঞ্জরী॥

(১) অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত "ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়" ও "ভক্তমাল" গ্রন্থের ২৬১ পৃষ্ঠা।

ধনিক।

ইনি বিষ্ণু নামক একজন কবির পুত্র। "দশরূপকাবলোক" নামে যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন—"ইতি বিষ্ণুসূনো র্ধনিকস্য কৃতৌ" ইত্যাদি। ইনি বিদ্ধশালভঞ্জিকা কর্ত্তা রাজশেখরের প্রমাণ দশরূপকাবলোকের মধ্যে ধরিয়াছেন; অতএব ইনি নবমশত শতাব্দীর মধ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন, অনুমান হয়।

ইনি কাব্যনির্ণয় নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এবং দশরূপকাবলোকের মধ্যে স্থানে স্থানে স্বকৃত পদ্য যাহা যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ইহাঁকেএকজন প্রধান কবির মধ্যে গণনা করিতে হয়।

ঐ দশরূপকাবলোকের মধ্যে উক্ত অথচ এই পুস্তকের মধ্যে অনুক্ত কবিদিগের মাম, পদ্মগুপ্ত ও রুদ্র।

মায়ুরাজ।

ইনি "উদাত্তরাঘব" রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র।

ইনি "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটক রচনা করেন। ইহাঁকে কেহ কেহ কেশব মিশ্র কহে।

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অথ তৃতীয় কাল।

চন্দ্রশেখর বৈদ্য।

ইনি "পুষ্পমালা" নামক কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বিশ্বনাথ কবিরাজ।

ইনি উক্ত চন্দ্রশেখরের পুত্র। সাহিত্যদর্পণের শেষে সে সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ আছে,—"শ্রীচন্দ্রশেখরমহাকবিচন্দ্রসূনু শ্রীবিশ্বনাথকবিরাজকৃতং প্রবন্ধং। সাহিত্যদর্পণমমুং সুধিয়ো বিলোক্য সাহিত্যতত্ত্বমখিলং সুখমেব বিত্ত॥"

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৌএল সাহেব বিবেচনা করেন যে, এই কবি খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। এ কথা সম্ভবপর বটে, যেহেতু সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি যাঁহারা ইহাঁর পর উদয় হইয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাঁর নাম স্বীয় স্বীয় গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর সংগৃহীত পদ্যাবলী গ্রন্থে,—

"ব্যতীতাঃ প্রারম্ভাঃ প্রণয়বহুমানো বিগলিতো
দুরাশা যাতা মে পরিণতিরিয়ং প্রাণিতুমপি।
যথেষ্টং চেষ্টন্তাং বিরহিবধবিখ্যাতযশসো
বিভাবা ময্যেতে পিকমধুসুধাংশুপ্রভৃতয়ঃ॥"

এবং কবিকর্ণপুর কৃত অলঙ্কার কৌস্তুভের মধ্যে বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণোক্ত "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" এই লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে। অপিচ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, যিনি সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গাশ্রিত ছিলেন, তিনিও স্বকৃত চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সাহিত্যদর্পণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইঁহার রচিত গ্রন্থ :—চন্দ্রকলা, প্রভাবতী, কুবলয়াশ্বচরিত, পরিণয় রাঘববিলাস, ষোড়শ ভাষাময়ী প্রশস্ত রত্নাবলী ও সাহিত্যদর্পণ (১)।

ঐ সাহিত্যদর্পণের মধ্যে উক্ত, অথচ এই পুস্তকের মধ্যে অনুক্ত পণ্ডিত ও কবিদিগের নাম। উদয়নাচার্য্য (২), চণ্ডীদাস, চন্দ্রশেখর, ধর্ম্মদত্ত, নারায়ণ, মহিমভট্ট, রাঘবানন্দ, রুদ্রট, বক্রোক্তিজীবিতকার, বাচস্পতিমিশ্র (৩), ব্যক্তিবিবেককার এবং শ্রীমল্লোচনকার।

বিষ্ণুপুরি।

ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম "বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী"। ইঁহার শিষ্যের নাম ব্যাসতীর্থ এবং মাধবেন্দ্রপুরী উক্ত ব্যাসতীর্থের শিষ্য। ইনি মহাপ্রভুর পার্ষদ বলিয়া বৈষ্ণবীবন্দনার মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছেন।

মাধবেন্দ্রপুরি।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার প্রেমময় বাক্যনিবদ্ধ যে সকল শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে একবারে মুগ্ধ হইতে হয়। তদ্‌যথা—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

---

(১) কেহ কেহ কহেন "মৃগাঙ্কলেখা" নাটক ইঁহার রচিত। কাব্যদীপিকার ইংরাজী মুখবন্ধ, ১৪ পৃষ্ঠা।

(২) ইনি "কুসুমাঞ্জলি" ও "আত্মতত্ত্ববিবেক" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার ধৃত চতুঃশিখির প্রমাণ শ্রীহর্ষের কৃত খণ্ডন খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইঁহার নাম উদ্যোতকর, উদয়কর অথবা উদয়। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত ছিলেন।

(৩) ইনি ন্যায় প্রভৃতি অনেক দর্শনশাস্ত্রের টীকা ও ব্যবহার চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কোলব্রুক সাহেব কহেন বাচস্পতি মিশ্র ত্রিহুত জেলার সেমৌল নামক স্থানে বাস করিতেন। ইঁহার জীবনকাল হইতে দশ বা বার পুরুষের অধিক গত হয় নাই। ব্যবহারদর্শনের ১ম খণ্ডের মুখবন্ধের ৪ পৃষ্ঠা।

ঈশ্বরপুরি।

ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং মহাপ্রভু ইহাঁকে মন্ত্রদাতারূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তদ্বিবরণ চৈতন্য চরিতামৃতের প্রথম খণ্ডের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে। ইহাঁর রচিত শ্লোক অনেক পদ্যাবলীতে সংগৃহীত হইয়াছে, যথা—

"কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানং।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম॥"

রঘুপত্যুপাধ্যায়।

ইনি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত প্রয়াগে তাঁহার মিলন হয়। তিনি ত্রিহুত দেশবাসী ছিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের উনবিংশ পরিচ্ছেদে তদ্বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

তাঁহার কৃত শ্লোক যথা,—

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহনন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥"

এবং পদ্যাবলী গ্রন্থের স্থানে স্থানেও তৎকৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

কবি রামচন্দ্র।

ইনি "গোপাল লীলাখ্য" কাব্য রচনা করেন। ১৫৪০ সম্বতে অর্থাৎ ১৪০৫ শকে উক্ত কাব্য রচিত হয়। (১)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র মহাপ্রভু। (২)

জগতের মোহান্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপ নগরী পূর্ব্বাচলে

(১) The Pandit, Vol vi, No. 65, p. 109.

(২) যদিও ইহাঁর পার্ষদগণের মধ্যে অনেকেই ইহাঁর অপেক্ষা বয়োধিক ছিলেন, তথাপি গৌরব প্রদর্শন হেতু সর্ব্বাগ্রে ইহাঁর নামের নির্দ্দেশ করিলাম।

উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৪০৭ শকে তাঁহার আবির্ভাব হয়; যথা—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরী।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥"

বৈষ্ণব সমাজে ইঁহার জন্মদিনের পঞ্জিকা এই প্রকার প্রচলিত আছে।

তৎপ্রমাণ শ্লোক, যথা,—

"শাকে মুনিব্যোমযুগেন্দুগণ্যে শুভোদয়ঃ ফাল্গুনপৌর্ণমাস্যাম্।
ত্রৈলোক্যভাগ্যোদয়পুণ্যকীর্ত্তিঃ প্রভুঃ শচীনন্দন আবিরাসীৎ॥"

যদিও মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থাদি রচনা করেন নাই, স্বীয় শক্তি সঞ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি কখন কখন প্রেমাবেশে দুই একটি শ্লোক রচনা করিয়া যাহা পাঠ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার কাব্য কলাকৌশলের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তদুক্ত শ্লোক—

"ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরোঽপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা॥"

চৈতন্য চরিতামৃতের প্রথম খণ্ডে ষোড়শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার দ্বারা একজন দিগ্বীজয়ী কবিকে পরাজিত করেন ইহা বর্ণিত আছে।

শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শত নাম তিলক স্তব বিশেষ এবং জগন্নাথাষ্টক শ্লোক মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ অষ্টকের প্রতিশ্লোকে লিখিত আছে "জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।" পদ্যাবলীতে শ্রীযুক্ত প্রভুপাদানাং বলিয়া যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাও এই চৈতন্য মহাপ্রভুর হইবে নচেৎ এমন প্রেমামৃতময় হইবে কেন!

ঐ শ্লোক যথা,—

"ন জানে সম্মুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
প্রয়ান্তি মম গাত্রাণি শ্রোত্রতাং কিমু নেত্রতাম্॥"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

ইঁহার নাম বাসুদেব বলিয়া চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে। ইনি একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন এবং ন্যায় শাস্ত্রের টীকা ও অমরকোষাভিধানের টীকা রচনা করেন। কেহ কেহ বলেন (১) বঙ্গদেশের

(১) ব্যবস্থাদর্পণের ৪।/০ পৃষ্ঠ।

বিখ্যাত স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রধান নৈয়ায়িক শিরোমণি, কৃষ্ণানন্দ (তন্ত্রসার কর্ত্তা)? এবং চৈতন্যদেব ইঁহার ছাত্র ছিলেন। কিন্তু একথা আমরা কোন প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে দেখিতে পাইনা।

ইনি যে "চৈতন্যাষ্টক" রচনা করিয়াছেন তাহাতেই ইঁহার কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইঁহার বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

বোধ হয় "কবিসার্ব্বভৌম" নামে অন্য এক ব্যক্তি ছিলেন; যেহেতু তাঁহার রচিত বলিয়া পদ্যাবলীতে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা,

"ইদানীমঙ্গমঙ্কালি রচিতঙ্গানুলেপনম্।
ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলীধূসরিতং বপুঃ॥"

এবং চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে অনেক শ্লোক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের রচিত বলিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। যথা—

"নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

ভবানন্দ।

ইনি রায় রামানন্দের পিতা হইবেন। চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে ইঁহার উল্লেখ আছে। পদ্যাবলীতে "ভবানন্দের" কৃত বলিয়া এই শ্লোক উল্লেখিত হইয়াছে:—

"লাবণ্যামৃতবন্যামধুরিমলহরীপরীপাকঃ।
কারুণ্যানাং হৃদয়ে কপটকিশোরঃ পরিস্ফুরতু॥"

রায় রামানন্দ।

চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালবর্ত্তী। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের অষ্টম

পরিচ্ছেদে তাঁহার বিষয় বর্ণিত আছে। দাক্ষিণাত্য দেশে জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে গোদাবরীতীরে মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার প্রথম মিলন হয়।

ইনি শ্রীক্ষেত্রের রাজা প্রতাপাদিত্যের আদেশক্রমে "জগন্নাথবল্লভ" নামক নাটক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত পদ্যাবলী গ্রন্থে রায় রামানন্দের রচিত বলিয়া অনেক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বরূপ দামোদর।

ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সমীপে ইঁহার সর্ব্বদা অবস্থিতি ছিল। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করা দৃষ্ট করিয়া ইনি ও ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের অদ্বৈতবাদ মতের প্রতি ইঁহার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। ইনি কেবল অহরহ শ্রীকৃষ্ণ ভজনানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। ইনি একজন পরম রসজ্ঞ ও ভাবক ছিলেন। যে কোন নূতন গ্রন্থাদি কেহ রচনা করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে আনিত তাহা অগ্রে ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। যদি তাহাতে কোন বিরুদ্ধভাব কিম্বা রসভাসাদি দোষ না থাকিত তাহা হইলেই তাহা মহাপ্রভুর শ্রবণযোগ্য হইত। ইনি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে ইঁহার যে প্রকার প্রশংসাবাদ লিখিত আছে তাহাতে বোধ হয় ইনি এক জন অবশ্যই কাব্যকলা কলাপ কুশল ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণন বিষয়ক এক কড়চা রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী।

চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালবর্ত্তী। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ইঁহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

হরিভক্তি বিলাস (১) ভাগবতামৃত, বৈষ্ণব তোষণী, এই সকল গ্রন্থ সনাতন গোস্বামীর বিরচিত।

---

(১) হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ প্রথমে সনাতন গোস্বামী রচনা করেন, পরে গোপাল ভট্ট গোস্বামী দ্বারা বিস্তারিত রূপে লিখিত হয়। এজন্য উক্ত গ্রন্থ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর

"তাৎপর্য্যদীপিকা" নামক মেঘদূতের টীকা ও ইঁহার রচিত (২)।

সনাতন গোস্বামীদিগের পূর্ব্ববৃত্তান্ত এই প্রকার লিখিত আছে। ভরদ্বাজ বংশোদ্ভব শ্রীসর্ব্বজ্ঞ নামা কোন ব্যক্তি কর্ণাট দেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ দেব। তাঁহার দুই মহিষী ছিল। তাহাদিগের গর্ব্ভে যথাক্রমে রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র জন্মে। অনিরুদ্ধ দেব স্বীয় পুত্র দ্বয়কে স্বরাজ্য বিভাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রস্থান করিলে পর হরিহর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যিনি কেবল নানা শাস্ত্রের আলোচনায় কালযাপন করিতেন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্য অধিকার করিতে লাগিলেন। রূপেশ্বর রাজ্যচ্যুত হইয়া আট জন অশ্বারোহীকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্ব দেশে শিখরেশ্বর নামক ভূপতির রাজ্যে আসিয়া বাস করিলেন। কাল ক্রমে তাঁহার পদ্মনাভ নামে এক পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্র নানাশাস্ত্র পারদর্শী হইয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইলেন। কিছু দিন পরে পদ্মনাভ গঙ্গাতীর বাস করিবার বাসনায় শিখরভূমী পরিত্যাগ করিয়া নবহট্ট নামক গ্রামে আসিয়া বসতি করিলেন। ক্রমে পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা ও পঞ্চ পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্রদিগের নাম, পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি এবং মুকুন্দ। ইহাঁদিগের মধ্যে মুকুন্দের কুমার নামে এক মাত্র পুত্র হইয়াছিল। তিনি কোন অনিষ্ট কারণ বশতঃ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি করিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে তিন জন বৈষ্ণব রাজ-চূড়ামণি বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তাঁহাদিগের নাম সনাতন, রূপ এবং বল্লভ। ইঁহারা ভাগবৎ শাস্ত্রাদির আলোচনায় পরম ভাগবত হইয়া উঠিলেন এবং বিষয়রসকে বিষবৎ ত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণলীলামৃত পানে আসক্তচিত্ত হইলেন।

রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সনাতন গোস্বামীর রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে, যথা—

"হরিভক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত।
দশম টিপপনী আর দশম চরিত॥
এই সব গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি সনাতন।"

(২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুদ্রিত মেঘদূতের বিজ্ঞাপনের ৪ পৃষ্ঠা।

শ্রীরূপ গোস্বামী।

ইনি সনাতন গোস্বামীর মধ্যম ভ্রাতা; যেহেতু জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন।

"সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীলসনাতনঃ।
শ্রীবল্লভোঽনুজো যস্য স রূপো জীবসদ্গতিঃ॥"

চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম ও অন্ত্য খণ্ডের স্থানে স্থানে ইহার চরিত্র বর্ণিত আছে। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, উজ্জ্বলনীলমণি, দানকেলি কৌমুদী, স্তবাবলী (ইহার মধ্যে গোবিন্দ বিরুদাবলী ও গীতাবলী প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে) উৎকলিকাবল্লরী, অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ, নাটক চন্দ্রিকা, লঘুভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, পদ্যাবলী, মথুরামাহাত্ম্য এবং মুক্তাচরিত্র (১) ও গোপীপ্রেমামৃত। ইহার মধ্যে যে যে গ্রন্থের সময় নিরূপিত আছে, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতেছি।

"নন্দসিন্ধুরসানেন্দু সংখ্যে সম্বৎসরে গতে।
বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতং॥"

"নন্দাঙ্গবেদেন্দুমিতে শকাব্দে
শুক্রস্য মাসস্য তিথৌ চতুর্থ্যাং।
দিনে দিনেশস্য হরিং প্রণম্য
সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধং॥"

১৪৬৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে ললিতমাধব নাটক রচিত হয়।

"রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ম্।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু র্বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ॥"

---

(১) এ খানি বৈষ্ণবতোষণীর শেষে রূপগোস্বামীর কৃত পুস্তকাবলীর মধ্যে লিখিত নাই; কিন্তু কর্ণানন্দরসগ্রন্থের মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। ঐ কাব্য খানির মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে মুক্তাফলোৎপত্তির বিবরণ আছে। এই মর্ম্মে শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক "মুক্তা-লতাবলী" নামক গৌড়ীয় ভাষায় একখানি পুস্তক রচিত হইয়াছে।

১৪৬৩ শকে "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" গোকুলে রচিত হয়

"গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে।
নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্ম্মিতা॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী নন্দীশ্বরে বাস করিয়া ১৪৭১ শকে দানকেলিকৌমুদী নাম্নী ভাণিকা রচনা করেন এবং ঐ শকে "উৎকলিকাবল্লরী" রচিত হয়, যথা,—

"চন্দ্রাদ্রিভুবনে শাকে পৌষে গোকুলবাসিনা।
ইয়মুৎকলিকাপূর্ব্বা বল্লরী নির্ম্মিতা ময়া।"

পদ্যাবলীর মধ্যে ধৃত কবিদিগের নাম যাহা এই পুস্তকের মধ্যে অন্যত্র উল্লেখিত না হইয়াছে:—সারঙ্গ, শুভাঙ্গ, হর, দাক্ষিণাত্য, শ্রীবিষ্ণুপুরী (২) সর্ব্বজ্ঞ, লক্ষ্মীধর, (৩) কবিরত্ন, যাদবেন্দ্রপুরী, পুরুষোত্তমদেব, ঔৎকল, সর্ব্বানন্দ, মাধবসরস্বতী, জগন্নাথসেন, মাধব, কবিচন্দ্র, ভবানন্দ, শিরোমৌলী, শ্রীহনুমৎ (৪), আগম, ভুবন, শ্রীগোবিন্দমিশ্র, দীপক, কবিসার্ব্বভৌম, বনমালী, মুকুন্দভট্টচার্য্য, শ্রীরাঙ্ক, শ্রীমান্, যোগেশ্বর, কেশবসূত্রী, সর্ব্ববিনোদ ভট্টাচার্য্য, চিরঞ্জীব, জয়ন্ত্য, সঞ্জয়কবিশেখর, পুষ্করাক্ষ, গোবিন্দভট্ট, দৈত্যারি-পণ্ডিত, ষান্মাসিক, কবিরাজমিশ্র, স্বরূপসেন, রুদ্র, বিশ্বনাথ, অঙ্গদ, বাসব, সাহর্ক, জগদানন্দ রায়, সূর্য্যদাস, চক্রপাণি, হরিহর, মাধব চক্রবর্ত্তী, মনোহর, কর্ণপূর, বাণীবিলাস, রামচন্দ্রদাস, ষষ্ঠীদাস, হরিহর, কুমার, ধন্য, হরিভট্ট, হরি, কেশব ভট্টাচার্য্য, ত্রিবিক্রম, ক্ষেমেন্দ্র, ভীমভট্ট, আনন্দ, শম্ভু, বীরসরস্বতী, অপরাজিত, নীল, শুভ, অবিলম্বসরস্বতী, যোগেশ্বর।

---

(২) "বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী" ইঁহার রচিত। ইনি প্রথমে কাশীতে বাস করিতেন। পরে জগন্নাথ দেবের আজ্ঞাক্রমে শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া বাস করেন।

(৩) অনুমান হয় ইনি ভোজরাজের পৌত্র উদয়াদিত্যের পুত্র। তাহা হইলে ইঁহার জীবিত সময় খৃষ্টীয় ১১০৪ অর্থাৎ ১০৩৬ শকে নিরূপিত হইয়াছে। স্মৃতি শাস্ত্রের "কল্প-তরু" গ্রন্থ ইঁহার রচিত বোধ হয়।

(৪). "হনুমদ্ভাষ্য" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ইঁহার রচিত বোধ হয়।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী।

ইঁহার পূর্ব্বনাম প্রকাশানন্দ ছিল। ইনি এক জন কাশীবাসী দণ্ডীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদীদিগের মতের অনুগত ছিলেন। পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদে ইঁহার সবিশেষ বিবরণ আছে।

"চৈতন্য চন্দ্রামৃত" গ্রন্থ ইঁহার দ্বারা বিরচিত হয়। শ্রীশ্যামকিশোর দেব নামা এক ব্যক্তি ১৬৪৫ শকে অগ্রহায়ণ মাসে ঐ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন, যথা,—

"শাকে বাণবিধাতৃবক্ত্রসকুপ্রোক্তে সহোমাসকে
রাকায়াং পুরুষোত্তমে সুরগুরোরানন্দিনঃ প্রাচরৎ।
শ্রীমচ্ছ্যামকিশোরদেবমিষতশ্চৈতন্যচন্দ্রামৃত—
গ্রন্থপ্রাকরণীসুবোধরসিকাস্বাদিন্যসৌ টীকিকা।"

গোপালভট্ট গোস্বামী।

দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতার নাম বেঙ্কট ভট্ট। ইনি মহাপ্রভুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে ও কর্ণানন্দরস গ্রন্থের ষষ্ঠ নির্য্যাসে ইঁহার চরিত্র বর্ণিত আছে।

গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের টীকা ও বৃন্দাবনযমক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই :—

"চূড়াচুম্বিতচারুচন্দ্রকচমৎকারব্রজভ্রাজিতং
দিব্যং মঞ্জুমরন্দপঙ্কজমুখভ্রান্নৃত্যদিন্দিন্দিরং।
রজ্যদ্বেণুকমূলরোকবিলসদ্বিম্বাধরোষ্ঠং মুহুঃ
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জকেলিললিতং রাধাপ্রিয়ং প্রীণয়ে॥"

এবং

"কৃষ্ণকর্ণামৃতেঽপ্যেতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্।
গোপালভট্টঃ কুরুতে দ্রাবিড়াবনিনির্জ্জরঃ॥"

পদ্যাবলী গ্রন্থে ও তাঁহার রচিত বলিয়া অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে এই একটী শ্লোক, যথা—

"শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকোদ্‌গমাঃ।"

"হরিভক্তি বিলাস" গ্রন্থও ইঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত "ষঠ্‌সন্দর্ভ"ও ইঁহার কৃত। রাধারমণ দাস গোস্বামী কৃত ভাগবতের দীপিকা-দীপক ব্যাখ্যানের মধ্যে একাদশ স্কন্ধের প্রথম শ্লোক "শ্রীচৈতন্যং প্রপদ্যেঽহং সার্থৈতং রসনিত্যকং। শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টঞ্চ ষঠ্‌সন্দর্ভ প্রকাশকং" ইত্যাদি।

রঘুনাথভট্ট গোস্বামী।

ইনি কাশীবাসী তপনমিশ্রের পুত্র। মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার সম্মিলনের কথা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। যদিও ইঁহার রচিত কোন গ্রন্থাদি আমাদিগের এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তথাপি ইনি সে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, এমত বোধ হয় না, যেহেতু চৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার এই রূপ প্রশংসা লিখিত আছে, যথা—

"সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক।
পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ উপাসক" ॥

রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রামে ইহাঁর বসতি ছিল। ইনি ঐশ্বর্য্য ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইঁহার চরিত্র বর্ণিত আছে।

স্তবাবলী, মনঃ শিক্ষাও মুক্তাচরিত্র নামক কাব্য রচনা করেন। এবং পদ্যাবলী গ্রন্থে ইঁহার অনেক শ্লোক ধৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে এই একটী:—

"কাননং ক্ক নয়নং ক্ব নাসিকা ক্ব শ্রুতিঃ ক চ শিখেতি কেলিতঃ।
তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ॥"

এবং "চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ" গ্রন্থও ইঁহার রচিত। তাহার কতিপয় শ্লোক চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীজীব গোস্বামী।

ইনি রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহাদিগের রচিত গ্রন্থ সকলের টীকা করিয়াছেন। জীব গোস্বামী স্বয়ংও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে "ভাগবত সন্দর্ভ", "গোপালচম্পূ" এবং "হরিনামামৃত ব্যাকরণ"ই প্রধান।

গোপালচম্পূ গ্রন্থ ১৬৪৫ সম্বতে অর্থাৎ ১৫১০ শকে রচিত হয়। যথা—

"সংবৎ পঞ্চকবেদষোড়শযুতং শাকং দশেষ্বেকভাগ্—
জাতং তর্হি তদাখিলং বিলিখিতা গোপালচম্পূরিয়ং।
বৃন্দাকাননমাশ্রিতেন লঘুনা জীবেন কেনাপি ত-
দ্বৃন্দাকাননমেব সংহতিকলাং ধত্তাং সমস্তাদিহ।"॥

জীব গোস্বামী "গোপালবিরুদাবলী" নামক অপর এক গ্রন্থ পরে রচনা করেন।

কবি কর্ণপূর।

ইঁহার প্রকৃত নাম পরমানন্দ দাস। চৈতন্য মহাপ্রভু ইঁহাকে পুরীদাস বলিতেন। ইনি শিবানন্দ সেনের পুত্র। ১৪৪৬ শকে ইঁহার জন্ম হয়। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কাঁচড়া পাড়ায় অদ্যাপি ইঁহাদিগের বংশ বিদ্যমান আছে। যখন সপ্তম বর্ষীয় বালক তখন মহাপ্রভুর শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুখমধ্যে ধারণ করিয়া অলৌকিক কবিত্বশক্তি লাভ করেন। সেই সময়ে তিনি যে শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করেন তাহা এই:

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥"

এই শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাদিগের কর্ণাভরণের বর্ণন প্রথমে আছে এ জন্য মহাপ্রভু

তাঁহাকে "কবিকর্ণপূর" আখ্যাতি প্রদান করেন। এ বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের ষোড়শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে।

ইঁহার রচিত গ্রন্থ—

আর্য্যাশতক (১), চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, কৃষ্ণলীলোদ্দেশদীপিকা, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, অলঙ্কারকৌস্তুভ।

ইহার মধ্যে যে যে গ্রন্থের সময় নিরূপিত আছে, তাহা লিখিতেছি।

১৪৬৪ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি সোমবারে চৈতন্য চরিতামৃত রচিত হয়; যথা—

"বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে
শাকে তথা খলু শুচৌ সুভগে চ মাসি।
বারে সুধাকিরণনাম্ন্যসিতদ্বিতীয়া-
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য ॥"

১৪৯৪ শাকে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচিত হয়; যথা—

"শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরো হরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলা—
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ ॥"

গ্রন্থকর্ত্তা যখন গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন তখন মহাপ্রভু অপ্রকট হইয়াছিলেন। এ জন্য সুবন্ধু যে প্রকার বিক্রমাদিত্যের নিমিত্ত বাসবদত্তার প্রথমে আক্ষেপ সূচক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার ইনি আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থে নিজ আক্ষেপ সূচক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ঐ শ্লোক এই—

গতে স্বাভীষ্টং পদমহহ চৈতন্যভগবৎ-
পরীবারে পশ্চাদ্‌গতবতি চ যস্মিন্ নিজপদম্।

---

(১) এই গ্রন্থই প্রথম রচিত হয় এবং তাহার প্রথম শ্লোক উপরোক্ত "শ্রবসোঃ কুবলয়মিত্যাদি"।

বিলুপ্তা বৈদগ্ধী প্রণয়রসরীতির্বিগলিতা
নিরালম্বো জাতঃ সুকবিকবিতায়াঃ পরিমলঃ॥

কেহ কেহ আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থ রূপগোস্বামীর রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রমমাত্র। বোধ হয় তাঁহারা ঐ গ্রন্থ অথবা গ্রন্থস্থ নিম্নলিখিত শ্লোকটি না দেখিয়া থাকিবেন :—

"চৈতন্যকৃষ্ণকরুণান্বিতবাগ্‌বিভূতি-
স্তন্মাত্রজীবনধনস্য জনস্য পুত্রঃ।
শ্রীনাথপাদকমলস্মৃতিশুদ্ধবুদ্ধি-
শ্চম্পূমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপূরঃ।"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

ইনি রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। স্বরচিত "চৈতন্য চরিতামৃত" নামক বঙ্গীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থে সে সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, যথা

"জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময়।
যাহাতে পাইনু রূপ সনাতনাশ্রয়॥
যাহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ আশ্রয়॥
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ কৃপায় পাইনু রসভাব প্রান্ত॥"

গ্রন্থকর্ত্তা নিজ গ্রন্থে এই প্রকার শক নিরূপণ করিয়াছেন, যথা,

"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

অর্থাৎ ১৫৩৭ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃন্দাবনে উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ "গোবিন্দ লীলামৃত" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা

করেন; তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তির সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন ইনি "কৃষ্ণকর্ণামৃত" গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন; তাহার প্রথম শ্লোক এই:—

"কৃপাসুধাসরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপূরয়ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে।"

দ্বিতীয় কবিকর্ণপূর।

ইনি বিদ্যাবিনোদ দত্ত নামক বৈদ্যবিশারদের পুত্র। অনুমান ১৫০০ শকের কিঞ্চিৎ পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

কবিচন্দ্র। (১)

উপরি উক্ত দ্বিতীয় কবিকর্ণপূরের পুত্র। ১৫৮৩ শকে "রত্নাবলী" নামক এক বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে স্বীয় বংশের ও নিবাস স্থানের এই প্রকার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যথা,

"আসীদ্বৈদ্যবিশারদঃ সুরধুনীতীরে সুধীরে পরে
শ্রীমদ্দত্তকুলাব্জভাস্করকরো গাম্ভীর্য্যধৈর্য্যাকরঃ।
হিণ্ডীরস্ফুটপুণ্ডরীকপটলীকর্পূরপূরস্ফুরৎ-
কীর্ত্তিঃ কাব্যবিচারচারুচতুরো বিদ্যাবিনোদাহ্বয়ঃ॥
তৎসূনুঃ কবিকর্ণপূরসুকৃতী নানাগুণালঙ্কৃতী
তজ্জাতঃ কবিচন্দ্র এষ সুধিয়ো বৈদ্যানিদং যাচতে।
নানাতন্ত্রকবীন্দ্রসংগ্রহগণং সংবীক্ষ্য যল্লিখ্যতে
তত্রাস্তাং ভবতাং সতাং মতিমতাং ধীরাবধানচ্ছটা॥"

---

(১) রত্নগর্ভের পুত্র অন্য এক "কবিচন্দ্র" চৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী ছিলেন। চৈতন্য ভাগবতের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম অধ্যায়। চৈতন্যবৃক্ষ চিত্রপটে কবিচন্দ্রের নাম আছে।

সংগৃহ্য গ্রন্থসিন্ধোর্গুরুকুলকৃপয়া সাররত্নানি যত্নৈ-
রম্যা রত্নাবলীয়ং বিমলগুণবতী গুম্ফ্যতে হস্মাভিরেকা।
সা সদ্বর্ণাবকীর্ণা রুচিরতরপদা সম্যগর্থৈরুপেতা
রাজ্ঞামাজ্ঞারতানাং সদসি নিবসতাং রাজতাং চারুকণ্ঠে॥"

এবং

"গঙ্গাতরঙ্গলসদঙ্গবিহঙ্গভৃঙ্গরঙ্গস্ফুরৎসততগুঞ্জিতমঞ্জুকুঞ্জে।
দীর্ঘাঙ্গনামনগরে কৃতগুম্ফনোহয়ং গ্রন্থঃ কৃশানুবসুবাণশশাঙ্কশাকে॥"

ইনি "রামচন্দ্রচম্পূ" নামক অপর এক গ্রন্থও রচনা করেন।

কবিবল্লভ। (১)

উপরোক্ত কবিচন্দ্রের পুত্র। যেহেতু উক্ত রত্নাবলী গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে;—

"গ্রন্থস্য গ্রথনশ্রমেণ গুরুণা যদ্ব্যমুদ্ভাব্যতে
তেন ব্যাধিমতাং সতাং শতশতং নশ্যন্তু তাস্তা রুজঃ।
কিঞ্চ প্রার্থনমস্মদীয়মধিকং তেষাং প্রসাদোদয়াৎ
মৎপুত্রাঃ কবিবল্লভপ্রভৃতয়ঃ কুর্ব্বন্তু বংশোন্নতিম্॥"

ঘনশ্যাম দাস।

ইনি "গোবিন্দরতিমঞ্জরী" রচনা করেন। ইহাতে সংস্কৃত ও ভাষাতে কৃষ্ণলীলা বর্ণন বিষয়ক পদ আছে। ইনি আচার্য্যপ্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র যতি গোবিন্দের শিষ্য।

"শ্রীগোবিন্দগতিং নত্বা শ্রীচৈতন্যরসপ্রদং।
শ্রীকৃষ্ণমনুসেবেহহং গোবিন্দরতিমঞ্জরীং।

---

(১) "কর্ণানন্দরস" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে কবিকর্ণপুর, ও কবিবল্লভ কবিরাজের নাম উল্লেখিত আছে। ইহারা তত্তব্যক্তি কি না, ইহা অনুসন্ধাতব্য।

সিন্ধুর্বিন্দুমহো প্রযচ্ছতি নহি স্বৈরী ন ধারাধরঃ
সংকল্পেন বিনা দদাতি ন কদাপ্যল্পঞ্চ কল্পদ্রুমঃ।
স্বচ্ছন্দোঽপি বিধুঃ সুধাবিতরণে রাত্রিং দিবাপেক্ষতে
দাতা কোঽপি ন দৃশ্যতে বিনিয়মঃ শ্রীগৌরচন্দ্রং বিনা॥"

ইনি গোবিন্দ দাসের পৌত্র ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সমকালবর্ত্তী ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম দিব্যসিংহ। উপরোক্ত "গোবিন্দ রতিমঞ্জরী" গ্রন্থের দশম শ্লোকে লিখিত আছে "শ্রীবৃন্দাবনকেলি-বর্ণন বিধৌ শ্রীদিব্যসিংহাত্মজঃ"। এই দিব্যসিংহ কীর্ত্তনের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র। কর্ণানন্দ রসের ষষ্ঠ নির্য্যাসে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"গোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ।
প্রভুর (১) শ্রীপাদপদ্ম বিহ্বল মত্তভৃঙ্গ॥"

গোবিন্দদাসের রচিত শুদ্ধ সংস্কৃত পদ্যাদি যদিও আমরা দৃষ্টিগোচর করি নাই, তথাপি তিনি যে এক জন মহানুভাবক কবিরাজ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার রচিত কতকগুলি পদ্য বসন্ত রায় নামক এক ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবগোস্বামীর নিকটে উপস্থিত করাতে গোস্বামীর পার্ষদ বৈষ্ণবগণ তাহা পাঠ করিয়া রচনাকর্ত্তা গোবিন্দকে কবীন্দ্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কর্ণানন্দরসের ষষ্ঠ নির্য্যাসে ধৃত পত্রিকাস্থ শ্লোক—

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীবসুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরং॥"

বেণীদত্ত।

ইহাঁর পিতার নাম জগজ্জীবন। ইনি সাহাজাহান বাদসাহার সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি কাব্যকর্ত্তা ও কাব্যকর্ত্রীদিগের রচিত অনেক পদ্য সংগ্রহ

(১) শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর; অর্থাৎ ইনি ঐ আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

করিয়া খৃষ্টীয় ১৬১৭ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৩৯ শকে "পদ্যবেণী" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে সুবন্ধুর রচিত বলিয়া এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"অক্ষমালাপবৃত্তিজ্ঞা কুশাসনপরিগ্রহা।
ব্রাহ্মীব দৌর্জনী সংসদ্‌বন্দনীয়া সমেখলা॥"

এবং গৌরীর রচিত বলিয়া এই শ্লোকটী গৃহীত হইয়াছে,—

কালিন্দীয়তি কজ্জলীয়তি কলানাথাঙ্কমালীয়তি
ব্যালীয়ত্যবিমণ্ডলীয়তি মুহুঃ শ্রীকণ্ঠকণ্ঠীয়তি।
শৈবালীয়তি কোকিলীয়তি মহানীলাভ্রজালীয়তি
ব্রহ্মাণ্ডে রিপুদুর্যশস্তব নৃপালঙ্কারচূড়ামণে॥"

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

অথ চতুর্থ বা অন্ত্য কাল।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

ইনি মুরশিদাবাদের নিকট সওদাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সার্দ্ধপঞ্চদশ শকাব্দীর নিকট সময়ে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন, এমত অনুমান হয়, যেহেতু ইনি লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে উপদিষ্ট হন; তৎকৃত "সারার্থদর্শিনী" নাম্নী ভাগবৎ টীকায় তাহার আভাস আছে, যথা—

"প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবং।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে॥"

কেহ কেহ বলেন ইনি নরোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট দীক্ষিত হন। কিন্তু এ বিষয়ের কোন প্রমাণ নাই। যাহা হউক, ঐ নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্যামানন্দ আচার্য্য, লোকনাথ গোস্বামী, ভূগর্ভ গোস্বামী রামচন্দ্র কবিরাজ, এবং পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ, ইহাঁরা সকলেই সমকালীন ব্যক্তি; বৃন্দাবনে জীবগোস্বামী গোপালভট্ট গোস্বামীদিগের সহিত ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেরই সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

ইনি গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের প্রতিরূপ কৃষ্ণলীলা বর্ণনময় "ভাবরসামৃত" নামক কাব্য গ্রন্থ, এবং "রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা" "চমৎকারচন্দ্রিকা," "প্রেমসম্পুট," "গৌরগণোদ্দেশচন্দ্রিকা," "স্তবামৃতলহরী," "গোপীপ্রেমামৃত," "মাধুর্য্যকাদম্বিনী," গোপালতাপনী প্রভৃতির ভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূর টীকা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ।

ইনি পূর্ব্বোক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য, শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া গোবিন্দ দেবের প্রীত্যর্থ "গোবিন্দ ভাষ্য" নামক বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। এবং রূপ গোস্বামীর কৃত গোবিন্দবিরুদাবলীর টীকা লেখেন।

জয়পুরের রাজধানীতে পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিয়া ইনি জয়লাভ করেন এবং তাহাতে গোবিন্দদেব প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তির সেবা পরিচর্য্যায় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বাবধি যে অধিকার ছিল, তাহা রক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি সেই স্থানে মহাপ্রভুর এক সেবা প্রকাশ করিয়া চৈতন্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের নিকট সবিশেষ সমাদৃত হন।

ইনি রূপগোস্বামীর কৃত "উৎকলিকাবল্লরীর" যে টীকা করেন তাহা ১৬৮৬ শকে নিষ্পন্ন হয়; ঐ টীকার শেষে ইহা লিখিত আছে। অতএব বোধ হয় এই গ্রন্থ তাঁহার প্রাচীন বয়সে রচিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম।

নবদ্বীপে ইঁহার নিবাস ছিল। তথাকার রাজা রামজীবনের (১) আদেশ মতে "পদাঙ্কদূত" নামক খণ্ড কাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্য খানি ১৬৪৫ শকে বিরচিত হয়; ইহা ঐ কাব্যের শেষ শ্লোক দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। যথা,

"শাকে সায়কবেদষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মার্পয়ন্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতরচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং
শ্রীলশ্রীযুতরামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥"

শান্তিপুরের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ঐ পদাঙ্কদূতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র টীকা লিখিয়াছেন। নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহাশয়েরা এই কাব্য খানির বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার।

ইঁহার রচিত "দায়ভাগের টীকা," "কাব্য প্রকাশের টীকা" ও "শ্রাদ্ধ বিবেকের টীকা" বঙ্গদেশে অত্যন্ত সমাদৃত। ইনি "চন্দ্রদূত" নামক এক খানি খণ্ডকাব্য রচনা করেন, তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

---

(১) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পিতামহ।

"রামো রামাভিরামো রমিতকরভবৈরাত্মরামাবিরাম-
স্তপ্তো মোমুহ্যমানো ঝটিতি বিয়তি তং বীক্ষ্য চন্দ্রং তদীয়ৈঃ।
সূরোঽয়ং বা স্মরো বা স্মররিপুরপি বা স্বর্মণির্বা বিভাতি
প্রাণেশীবক্ত্রচন্দ্রঃ কিমু গগনচরস্তর্কয়ামাস চৈতৎ॥"

ইনি পদাঙ্কদূত দৃষ্ট করিয়া চন্দ্রদূত রচনা করিয়াছেন বোধ হয়, যেহেতু চন্দ্রদূতের ৩৭ সংখ্যক শ্লোক

"ভীতিশ্চাস্যা মনসিজভবা মৎকথা বারণীয়া
শব্দেনাপি ক্ষয়মুপগতা স্যাদ্বিশেষস্য শঙ্কা।
সামগ্রী চেৎ ফলবিরহিণো নানুযোগঃ সমন্তাৎ
কো জানীতে বিধুয়িতমহাভাবমাদীশ্বরস্য।"

পদাঙ্কদূতের ৩১ সংখ্যক "সামগ্রী চেন্নফল বিরহ ইত্যাদি শ্লোকের প্রতিরূপ। এবং চন্দ্রদূতের ৪৩ সংখ্যক।

"শ্রুত্বা ত্বত্তঃ সহিতবচনং যদ্রিপৌ ক্বাপি নাপ্তে
নাম্না প্রেম্না সহজহিততা বেদনীয়া ন তত্ত্বং।
ব্যাপ্ত্যজ্ঞানে যদি কথমপি ব্যাপিনো ন প্রসিদ্ধি-
র্ব্যাপ্যজ্ঞানং ন ভবতিতরাং ব্যাপকাভাবসিদ্ধৌ॥"

এই শ্লোকটী পদাঙ্ক দূতের ২১ সংখ্যক "ব্যাপ্যজ্ঞানাদ্ব্রজকুলভুবাং ব্যাপকস্যাপি সিদ্ধৌ" এই শ্লোকের অনুরূপ।

লম্বোদর বৈদ্য।

ইনি রাজা জগদ্দুর্ল্লভের সভাসৎ থাকিয়া "গোপীদূত" নামক খণ্ড কাব্য রচনা করেন। তাঁহার আত্মপরিচায়ক শ্লোক এই—

"আসীদ্ভূমিপুরন্দরো নরবরঃ শ্রীরাঘবঃ ক্ষ্মাতলে
খ্যাতো দেবনদীতটেঽয়মকরোদ্দীনেন শূন্যাং মহীং।
তস্যাসৌ নৃপবাসুদেবতনয়ঃ সংকীর্ত্তি × রাগ্রণী
স্তস্মাৎ শ্রীল × × × × নরপতির্জাতোজগদ্দুর্ল্লভঃ॥

সোঽয়ং গীর্বাণনারীগণকলিতযশোরাশিরাসীনভূমী
দেবশ্রোত্যাশিষা চ স্বয়মনুভবতে তৎফলং যত্নলভ্যম্।
তস্যৈবায়ং সভাস্থোঽতিনবকবিতয়া বৈদ্যলম্বোদরঃ সৎ
কাব্যং ভব্যং যথাবৎ পরিণতি কুরুতে গোপিকাদূতিকাখ্যম্॥"

ঐ কাব্যের প্রথম শ্লোক এই—

"গতে গোপীনাথে মধুপুরমিতো গোপভবনাদ্-
গতা যাবদ্ধূলী রথচরণজা নেত্রপদবীং।
স্থিতাস্তাবল্লেখ্যা ইব বিরহতো দুঃখবিধুরা
নিবৃত্তা নিপেতুঃ পথিষু শতশো গোপবনিতাঃ॥"

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি গুপ্তিপাড়া গ্রামে ইঁহার নিবাস ছিল। অদ্যাপি ইঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই স্থানে বর্ত্তমান আছেন।

ইনি অতিপ্রসিদ্ধ "বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সহৃদয় ব্যক্তিদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

ইঁহার প্রকৃত নাম রামদেব; তাহা উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—

"বিচার্য্য তারকং চক্রং পিতা মে করুণাপরঃ।
মন্নাম রামদেবেতি কৃতবান্ নামকর্ম্মণি॥"

নাম্নৈব সংবোধ্য জনঃ কথায়াং
যদেতদাকারয়িতা তদাশীঃ।
তাতাগ্রজো মামতিবৎসলত্বাৎ
চিরং চিরঞ্জীবতয়াজুহাব॥"

ইনি কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ইঁহার পিতামহের নাম কাশীনাথ। তিনি

সামুদ্রিক বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র এবং মহেশ। ঐ রাজেন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ কবিতা রচনা বিষয়ে তিনি এ প্রকার নিপুণছিলেন যে, কোন উদভট্ট কবিতার মধ্যে যদ্যপি কোন বর্ণের হানি দেখিতেন তৎক্ষণাৎ তাহার পূরণ করিতেন এবং কেহ সমস্যা পূরণ করিতে বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। এই প্রকারে শত শত শ্লোক অনায়াসে রচনা করাতে লোকে ইঁহাকে "শতাবধান" বলিত। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য এই শতাবধানের পুত্র। তিনি স্বকৃত গ্রন্থের প্রতি তরঙ্গের শেষে সেই পরিচয় দিয়াছেন; যথা,—

"দ্বৈতাদ্বৈতমতাদিনির্ণয়বিধিপ্রোদ্ধুদ্ধবুদ্ধিঃ শ্রুতো
ভট্টাচার্য্যশতাবধান ইতি যো গৌড়োদ্ভবোঽভূৎ কবিঃ।
বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী নমু চিরঞ্জীবেন তজ্জন্মনা
শাস্ত্রে যা রচিতেহ পূর্ত্তিমগমৎ তস্যাস্তরঙ্গোঽষ্টমঃ।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য ষোড়শ শকাব্দীর কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি রাজা যশোবন্ত সিংহের (১) আদেশে "বৃত্ত রত্নাবলী" নামে একখানি ছন্দো গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার একটী শ্লোক এই:—

"বৈরিব্রাতবিমর্দ্দনিষ্কৃপকৃপারামৈকবংশধ্বজ
চ্ছন্দঃশাস্ত্রবিচারপারগযশঃকর্পূরপূরোজ্জ্বল।
গৌড়শ্রীযশবন্তসিংহ নৃপতে সদ্বৃত্তরত্নাবলী
বৃত্তাকর্ণনতঃ স্বকর্ণসুধয়োর্মাধুর্য্যমাধারয়॥"

উহার শেষ শ্লোক এই দ্বৈতাদ্বৈত ইত্যাদি প্রথমার্দ্ধ, "নানাশাস্ত্র বিদ তদাত্মজ চিরঞ্জীবেন দত্তামুদে গৌরশ্রী যশবন্ত সিংহ নৃপতে শ্রীবৃত্তরত্নাবলী॥" ইতি শেষার্দ্ধ।

---

(১) ইনি রাজা গোবর্দ্ধন সিংহের পুত্র; যেহেতু ঐ গ্রন্থে ইঁহাকে শ্রীগোবর্দ্ধন ভূপনন্দন বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এশায় আলমগিরির ৫৮ পৃষ্ঠায় ইঁহার উল্লেখ আছে। যে সময়ে সুজাউদ্দীন বঙ্গদেশের নবাব ছিলেন সেই সময়ে অর্থাৎ ইংরাজী ১৭২৫ সনে শকাব্দা ১৬৪৭.৮ শকে যশোবন্ত রায় ঢাকা প্রদেশের দেওয়ান ছিলেন।

চিরঞ্জীব প্রথমে "মাধবচম্পূ" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ অতিশয় বিরল প্রচারছিল। কিন্তু সম্প্রতি "প্রত্নকম্রনন্দিনী" পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যাকাবধি সপ্তম সংখ্যা পর্য্যন্ত পত্রিকায় ইহার আদ্যোপান্ত মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোক যথা,—

বিমোহতমসঃ ক্ষয়াৎ সুবিমলং প্রকাশং নয়ৎ
দয়ার্দ্রমধিকোন্নতং ভুবনদাহকারি ক্ষয়ে।
অয়ে বিলসতু ক্ষণক্ষণবিলক্ষণং তৎ সদা
সদাশিবময়ং মহৎ কিমপি ধাম মচ্চেতসি।"

মথুরেশ।

ইনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমকালবর্ত্তী; অনুমান হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি জীবিত ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইঁহাকে "মথুরেশো মহাকবিঃ" বলিয়া আখ্যাতি দিয়াছিলেন।

এই প্রকার কিম্বদন্তী আছে যে এক সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় একজন দিগ্বিজয়ী কবি অসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি রাজার সভাস্থ পণ্ডিতদিগের সহিত কাব্য শাস্ত্রের বিচার করিবার প্রার্থনা করিলে তাঁহারা কেহই বিচারে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সে সময়ে মথুরেশ নিজালয়ে (১) ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ঐ দিগ্বিজয়ীকে এক পত্র দিয়া মথুরেশের নিকট যাইতে অনুমতি করিলেন এবং কহিলেন যে যদি আপনি মথুরেশের নিকট হইতে জয়পত্র লিখিয়া লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেই আমার অধিকারস্থ সমস্ত পণ্ডিতকেই আপনার জয় করা হইবে। দিগ্বিজয়ী জয়াকাঙ্ক্ষী রাজার পত্রানুসারে গুপ্তিপাড়ার ঘাটে উত্তীর্ণ হইয়া তথা হইতে একজন ভৃত্যকে একখানি পত্র দিয়া মথুরেশের বাটীতে প্রেরণ করিলেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল যে আমি দিগ্বিজয়ী কবি, আপনার সহিত কাব্য শাস্ত্রের বিচার করিবার অভিলাষী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি; অতএব কোন

(১) বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী গুপ্তিপাড়াতে ইঁহার নিবাস ছিল।

সময়ে কোন স্থানে উপস্থিত হইলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে তাহা সবিশেষ লিখিবেন। মথুরেশ ঐ পত্র খানি পাঠ করিয়া ঈষদ্ধাস্য করতঃ তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইলেন।

"বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্।
যাসূতামরসিংহশঙ্কুধনিকান্ সেয়ং জরানীরসা
শূন্যালঙ্করণা স্খলন্মৃদুপদা কং কং ক্ষিতৌ নাশ্রিতা॥"

কবিতা একটি নায়িকা রূপা; বাল্মীক মুনি হইতে তাঁহার জন্ম হয়; ব্যাসের সহিত তিনি বাল্যক্রীড়া করেন। পরে যখন যৌবনাবস্থা প্রাপ্তা হন তখন কালিদাসকে বিবাহ করিয়া কালক্রমে অমরসিংহ, শঙ্কু, ধনিক প্রভৃতি পুত্রগণকে প্রসব করেন। অতএব কবিতার সঙ্গে ইঁহাদিগের সকলের সম্বন্ধ বিশেষ থাকাতে ইঁহারা সকলেই যথার্থ কবি। এক্ষণে ঐ কবিতার বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার আর সে রস (১) নাই; সে অলঙ্কার (২) নাই; সে প্রকার গতিভঙ্গী (৩) নাই। বল দেখি এখন তিনি কাহাকে আশ্রয় না করিয়াছেন যেহেতু তাঁহার এক্ষণে কিঞ্চিৎ মাত্র গমন করিতে হইলেও একটি সামান্য তৃণজাতি যষ্টিকেও অবলম্বন করিতে হয়। ইহা দ্বারা ব্যঙ্গক্রমে ইহাই বলা হইল যে কবিতা এক্ষণে তোমাকে যে আশ্রয় করিয়াছেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

দিগ্বিজয়ী ঐ পত্রখানি পাঠ করিয়া জয় পত্রের আশায় একবারে জলাঞ্জলি দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

---

(১) "রস" শৃঙ্গারাদি দশবিধ স্থায়ীভাব।
(২) "অলঙ্কার," আভরণ; পক্ষে, কাব্যশোভাকর ধর্ম্মবিশেষ।
(৩) "গতি" গমন; পক্ষে, ছন্দোবন্ধাদি।

ভারতচন্দ্র রায়।

ইনি ভারদ্বাজগোত্রে মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন; বিষয় বিভবের প্রাধান্য জন্য "রায়" এবং "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি ভূরস্থট্ পরগণার মধ্যস্থিত "পেঁড়ো" নামক স্থানে বাস করিতেন। নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ চতুর্ভুজ রায়, মধ্যম অর্জ্জুন রায়, তৃতীয় দয়ারাম রায়, সর্ব্বকনিষ্ঠ এই ভারতচন্দ্র রায়। ইনি ১৬৩৪ শকে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বর্দ্ধমানের বিখ্যাত ভূপতি কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের মাতা বিষ্ণুকুমারী (বেসন্ কুমারী) কর্তৃক নরেন্দ্র নারায়ণ রায় রাজ্যভ্রষ্ট হন। ভারতচন্দ্র রায় নিজকৃত গৌড়ীয় ভাষায় রসমঞ্জরীতে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য" ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্র রায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নবদ্বীপাধিপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত রাজার আদেশানুসারে "রসমঞ্জরী" ও "অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর" নামক দুই খানি প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় ভাষার পুস্তক রচনা করেন। যদি ও ঐ দুই ভাষা পুস্তকের কোন কথা লেখা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি উক্ত কবির জীবিত সময় নিরূপণ জন্য লেখা যাইতেছে যে ১৬৭৪ শকে তাঁহার "অন্নদামঙ্গল" পুস্তক সম্পূর্ণ হয়; যথা—অন্নদামঙ্গলের শেষে:—

"বেদ লইয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
এই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা॥"

ইহলোক হইতে অবসৃত হওনের কিছু দিন পূর্ব্বে ভারতচন্দ্র রায় সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে "চণ্ডীনাটক" নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ গ্রন্থখানি তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষায় সংস্কৃত নাটক লিখিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইনি একটী নূতন রীতি অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত ভাষার পরিবর্ত্তে তত্তৎস্থলে হিন্দীভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কবিবরের সংস্কৃত

কবিতা রচনায় কি প্রকার পারগতা ছিল তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য আমরা নাটকের প্রথম কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম!

সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ। সূত্রধরের উক্তি :—

সংস্কৃত।

"সঙ্গায়ন্ যদশেষকৌতুককথাঃ পঞ্চাননঃ পঞ্চভি-
র্বক্ত্রৈর্বাহুবিশালকৈর্ডমরুকোত্থানৈশ্চ সংনৃত্যতি।
যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা তালং বিধাতুং গতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নিঃশ্রেয়সে।"

নটীর উক্তি।

(হিন্দী।)

শুন শুন ঠাকুর　　নিত্য বিশারদ চতুর,
সভাসদ্ সারি।
নূতন নাটক　　নূতন কবিকৃত
হাম্ তঁহি নূতন নারী।
ক্যায়সে বাতায়ব,　　ভাব ভবানীকো
ভীতি বৈঁ মুঝে ভারি।
দানব দলনে　　ধরণীমণ্ডলে
তারি লীলে অবতারি।
গুরু সম ধীর　　বীর সম শুনহ
সম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ,　　রাজশিরোমণি
ভারতচন্দ্র বিচারি।

এবং তৎকৃত গঙ্গাষ্টক স্তোত্র আছে, তাহার একটী শ্লোক যথা—

যদম্বুনাশিতুমলং (?) মহানলঃ সুশীতলং
প্রয়াতি নীচমার্গকং দদাতি নিত্যমুচ্চতাম্।
হরেঃ পদাব্জনির্গতাং হরিত্বমাত্রদায়িনীং
নমামি জহ্নুজাং হিতাং কৃতান্তকম্পকারিণীম্।"

বৈদ্যনাথ দ্বিজ।

ইনি ১৭০৬ শকে "তুলসীদূত" নামে এক খণ্ড কাব্য রচনা করেন, যথা—

শাকে তর্কনভোহয়েন্দুগণিতে শ্রীবৈদ্যনাথো দ্বিজো
গোপীকৈরবকাননপ্রিয়কলানাথাঙ্ঘ্রিপাথোরুহং।
ধ্যায়ংস্তচ্চরণারবিন্দরসিকঃ প্রজ্ঞাবতাং প্রীতয়ে
প্রীত্যৈ তস্য চকার চারু তুলসীদূতাখ্যকাব্যং মহৎ॥"

ঐ কাব্যের প্রথম শ্লোক এই,—

নাথে যাতে মধুপুরমতিক্ষোভবিভ্রষ্টচিত্তা
গোপী কাচিৎ কলয়তি সখীরন্তরঙ্গাঃ সমীপে।
প্রাণত্যাগাদতিগুরুতরে তস্য বন্ধোর্বিয়োগে
কেন স্থেয়ং মুহুরিতি বচো ব্যাকুলং সা বভাষে।'

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

১১০২ শকে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর উপাধি ছিল "সেহার বন্ম"; ঐ উপাধি সেরাজউদ্দৌলার দত্ত।

মাধব।

ইনি "উদ্ধবদূত" নামক খণ্ডকাব্য রচনা করেন; তাহার প্রথম শ্লোক এই:—

"গোপীবন্ধোরনবধিকৃপাদাক্ষ্যদাক্ষিণ্যসিন্ধো-
রাদেশেন প্রণয়পটুনা প্রাপিতং গোকুলায়।
গোধুগ্‌বৃন্দব্যসনবিসরালোকদুঃস্থং রহস্থং
মধ্যেকৃত্য প্রিয়সহচরীমুদ্ধবং কাচিদূচে॥"

ইনি কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার কিছু নির্দ্দেশ করেন নাই। কেবল গ্রন্থের শেষে এইমাত্র লেখা আছে,—

নানারামপ্রণয়িষু মনঃসঙ্গসৌভাগ্যভাজা

জাড্যাপায়ে সুরভিসময়স্থায়িনা মাধবেন।

রাধাবক্ষোরুপহৃতমিতি প্রেমমাধ্বীকমেত-

ন্নির্বিঘ্নেন শ্রবণপুটকৈঃ পুণ্যবন্তঃ পিবন্তু ॥"

এবং ইতিতালিতনগরনিবাসিশ্রীমাধবকবীন্দ্রভট্টাচার্য্যবিরচিতমুদ্ধবদূতং খণ্ড-কাব্যং সম্পূর্ণং।"

রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি।

ইনি শান্তিপুরের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য নামে বিখ্যাত। যদিও ইনি কেবল ন্যায়, স্মৃতি ও পুরাণাদি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কাব্যাংশে তাদৃশ বিখ্যাত ছিলেন না, তথাপি পদাঙ্কদূতের টীকা প্রভৃতি যাহা রচনা করিয়াছেন তাহা দৃষ্ট করিলে ইহাঁকে কবিশ্রেণীর মধ্যে গণনা করিতে হয়। ইনি শকাব্দা ১৭৩৭ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

শ্রীশঙ্কর।

ইহাঁর উপাধি "বৈদ্যচন্দ্র" ছিল। ইনি নদীয়ার রাজসভার বৈদ্য ছিলেন, এবং "বৈদ্যচন্দ্র" উপাধি রাজা ঈশ্বরচন্দ্র প্রদান করেন। ইহাঁর নিবাস নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি নবলা গ্রামে ছিল। কবিতা রচনায় ইহাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে তাহার একটী উদাহরণ দেওয়া গেল।

কোন সময়ে তিনি রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নবলা গ্রামে নিজ বাটীতে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময়ে রাজা তাঁহার নিকট এক পত্র সহ মুদ্রা ও কমলা লেবু প্রেরণ করেন। ঐ পত্র সহ মুদ্রা ও কমলা লেবু প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া রাজার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, যথা—

"পবিত্রকমলাসঙ্গা সমুদ্রানুগ্রহপ্রদা।

শঙ্করস্যোত্তমাঙ্গস্থা গঙ্গেব তব পত্রিকা।"

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

আধুনিক।

"আধুনিক" এই শব্দটী শুনিবামাত্র সকলেরই হেয়জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই; পরোক্ষ, অর্থাৎ দেশ, কাল দ্বারা ব্যবস্থিতবস্তুর প্রতি লোকের স্বভাবতঃ যে প্রকার অনুরাগ জন্মে, প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ তদুভয় দ্বারা সন্নিহিত বস্তুর প্রতি তাদৃশ জন্মে না। এজন্য দৃষ্টান্ত শতকের মধ্যেও উক্ত হইয়াছে :—

নিকটস্থং গরীয়াংসমপি লোকো ন মন্যতে।"

এবং ইহাও সম্ভবপর বটে যে, সকল বিষয়েরই যথাক্রমে উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে; এজন্য এক্ষণে কাব্যকলাপ কৌশলের ক্রমশঃ হ্রাসাবস্থার প্রাপ্তি হইতেছে স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, তথাপি সহৃদয় মহোদয় ব্যক্তি সমুদয়ের নিকট দোষ গুণের যথার্থ বিচারই হইয়া থাকে, তাঁহারা কখন আধুনিক নাম শুনিবামাত্র কর্ণকুহরে করদ্বয় প্রদান করেন না। অতএব কতকগুলি আধুনিক কবিদিগের নামও লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা দ্বারা প্রথমতঃ আধুনিক কবিদিগের মনে উৎসাহ প্রদান করা, দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান এবং ভাবী কবিদিগের নাম ও সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার রীতি প্রচলিত করা, এই দুইটি প্রধান কার্য্যের সাধন হইবে।

শ্রীযুক্ত (১) কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি হলদা মহিষপুর ইহার নিবাস স্থল। ইনি কাব্যকথনচ্ছলে যে ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

---

(১) যাঁহারা এ পর্য্যন্ত জীবিত আছেন, তাঁহাদিগের নামের পূর্ব্বে "শ্রী" শব্দ প্রয়োগ করা গেল ইতি গ্রন্থকার। ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়। প্রকাশক।

রাঘবপাণ্ডবীয়ের মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে,

"সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তিভঙ্গিনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা" ॥

সুবন্ধু, বাণভট্ট এবং কবিরাজ এই তিন জনই বক্রোক্তি ভঙ্গী রচণায় নিপুণ; এতাদৃশ চতুর্থ ব্যক্তি আছে কি না সন্দেহ। আমাদিগের এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই সেই চতুর্থ ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। যদি ইদানীন্তন কালে আমাদিগের দেশে সংস্কৃত ভাষার যথোচিত সমাদর থাকিত তাহা হইলে এই ব্যাকরণ খানি সর্ব্বত্র প্রচার হইত। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার বিপরীত ঘটনা হওয়ায় ঐ ব্যাকরণ খানি এমনি বিরল প্রচার হইয়াছে যে অনেকে ইহার নামও অবগত নহেন।

রচনার কৌশল প্রদর্শন জন্য ঐ ব্যাকরণের একটি সামান্য পদ্য এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মুক্তহেতোঃ পরেশশ্চেদ্ দ্বিতীয়ো বর্গ ইষ্যতে।
যথা রত্নাকরাচ্ছুক্তিলোভান্মণ্যা হি বঞ্চিতঃ ॥"

ব্যাকরণ পক্ষে (১)।

হে মুক্ত! (ছাত্রের প্রতি সম্বোধনবাক্য), তোঃ পরে (তবর্গের পর) যদি শ থাকে, তবে দ্বিতীয় বর্গকে (চবর্গকে) ইচ্ছা করিও (অর্থাৎ ত বর্গের স্থানে চ বর্গ হয়); উদাহরণ যথা, রত্নাকরাৎ—শুক্তি; এ স্থলে ত স্থানে চ হইয়া "রত্নাকরাচ্ছুক্তি" হইল।

কাব্য পক্ষে।

মুক্তহেতোঃ (মুক্তির হেতু স্বরূপ) পরেশঃ (পরমেশ্বর হইতে) যদি দ্বিতীয় বর্গকে (অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে অর্থকে) প্রার্থনা করা যায়, তাহা হইলে যেন রত্নাকর হইতে শুক্তি পাইবার লোভ

(১) যাঁহারা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা ঐ ব্যাকরণের "স্তুশ্চুভিশ্চ্-শাং" এই সূত্র স্মরণ করুন।

করিয়া রত্নেতে বঞ্চিত হইতে হয়। তাৎপর্য্য এই, মোক্ষপ্রদ পরমেশ্বরের নিকট তুচ্ছ অর্থের প্রার্থনা করা অনুচিত।

এই ভট্টচার্য্য মহাশয় "নাট্যপরিশিষ্ট" নামক যে এক খণ্ডব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আপনাকে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ বলিয়া লিখিয়াছেন। ১৭৬০ শকে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়। ঐ নাটকের প্রস্তাবনাতে নিজপরিচয় এইরূপ প্রদান করিয়াছেন, যথা,

"গুড়গ্রামিমণ্ডলেশ্বরচতুর্ধুরিণা মহেশপুরনামকবিষয়নিবাসিনা নবদ্বীপাধিপতেঃ শ্রীযুতশ্রীশচন্দ্রনৃপতেঃ সভৈকরত্নেন শ্রীমতা কৃষ্ণা-নন্দভট্টাচার্য্যেণ ইত্যাদি॥

উক্ত ব্যাকরণ ভিন্ন ন্যায় ও স্মৃতি প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের কয়েক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং বিবিধবিদ্যোৎসাহী নিখিলগুণগ্রাহী পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া পদ্যে "শব্দশক্তিপ্রকাশি-কার পরিশিষ্ট" নামক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ খানি ১৯১২ সম্বতে ১৭৭৭ শকে মুদ্রিত হয়; পূর্ব্বোক্ত ব্যাকরণ খানি ইহার বহুদিন পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ।

ইনি কলিকাতার মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও কবি বলিয়া বিখ্যাত। জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রতিরূপ হরগৌরী লীলা বিষয়ক "সঙ্গীতগৌরীশ্বর" নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার প্রথম শ্লোক এই:—

আধারাদিশিরোগতাম্বুজলসৎসৎকর্ণিকাসূজ্জ্বলা
তা(?)মুদ্ভূতপৃথকৃতনূ বিহরতঃ সর্ব্বাসু-যাসূজ্বলৌ।
নিত্যানন্দবনে নিয়ায় জগতামেকাত্মনঃ স্বেচ্ছয়া
গৌরীশঙ্করযোর্দ্বিধা গতবতোঃ ক্রীড়া জয়ত্বিষ্টদা।"

এই পুস্তক খানি ১৭৭২ শকে মুদ্রিত হয়।

৮ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ।

কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইহার নিবাস রাঢ়দেশে। ইং ১৮০৬ সালে অর্থাৎ ১২০০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ব পুরুষ সর্ব্বেশ্বর নামা এক ব্যক্তি অবসথ যজ্ঞকারী ছিলেন। তদ্বিষয়ে এই শ্লোক আছে, যথা—

"নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রোক্তো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
অবসথীতি বিখ্যাতো মন্ত্রেঽবসথপালনাৎ॥"

এই সর্ব্বেশ্বরের সন্তানগণের মধ্যে রামচরণ নামক এক ব্যক্তি সাহিত্যদর্পণের টীকা করেন। প্রেমচন্দ্র প্রথম বয়সে চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরে একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে কলিকাতায় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের মন্দিরে শ্রীযুক্ত নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকটে অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেবের সহায়তা ক্রমে ঐ বিদ্যালয়ের আলঙ্কারিক অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমাগত বত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রশংসার সহিত স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পরে নিজ জন্মকোষ্ঠীর গণনা দৃষ্টে নিজ মৃত্যুকাল সন্নিহিত বিবেচনা করিয়া বিমুক্তিধামকাশীতে গমন করেন এবং তথায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া ১২৭৩ সালের ১২ই চৈত্র তারিখে মুক্তি প্রাপ্ত হন।

ইহার তুল্য আলঙ্কারিক পণ্ডিত এই বঙ্গদেশের মধ্যে অধুনা বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। রসগঙ্গাধর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ইনি এক খানি অলঙ্কার গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এ দেশস্থ লোকের গ্রন্থের প্রতি অনুরাগ না থাকাতে তাহাতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ইনি কুমারসম্ভবের উত্তর ভাগের টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাও সম্পূর্ণ হয় নাই। ঐ টীকার প্রথমে মঙ্গলাচরণের শ্লোক দ্বয় যাহা রচনা করিয়াছেন তাহা সাধারণের গোচরার্থ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম; যথা—

"চাপল্যাদিহ বঃ সদাস্মি বিধুরা যাস্যামি তাতালয়ং
তাতস্তে জনয়ত্রি কঃ স চ মহানীশো গিরীণাং হি যঃ।

মাতস্ত্বং কিমহো গিরীশতুহিতেত্যাভাষমাণে গুহে
প্রোন্মীলৎস্মিতমুগ্ধনম্রবদনা গৌরী চিরং পাতু বঃ॥
নন্দিন্নেষ বুভুক্ষিতো বৃষপতির্ভৃঙ্গিন্ন ভঙ্গাস্তি মে
ভ্রাতঃ পন্নগরাজ বন্ধুষু ভবান্মুৎকণ্ঠিতো লক্ষ্যতে।
ইত্যেতাংশ্ছলতো বহির্গময়িতুং বদ্ধাদরো ব্যাহরন্
দৃষ্টঃ সস্মিতলজ্জমদ্রিসুতয়া শম্ভুশ্চিরং পাতু বঃ।"

ইহা ভিন্ন পূর্ব্বনৈষধ, রাঘবপাণ্ডবীয়, অনর্ঘরাঘব, উত্তররামচরিত, মুকুন্দমুক্তাবলী প্রভৃতি নানা গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

এই প্রস্তাবিত কবিচূড়ামণি মহাশয় রাঘবপাণ্ডবীয় টীকার ভূমিকাতে স্বীয় পরিচয় বিস্তারিত রূপে দিয়াছেন। তাহাতে জানা যইতেছে যে রাঢ়প্রদেশে বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি শাকরারা গ্রামে ইহার বাসস্থান। ইনি কাশ্যপ গোত্রজ দ্বিজ রামনারায়ণের পুত্র। ইনি ১৭৭৫ শকে রাঘবপাণ্ডবীয় টীকা প্রস্তুত করেন; যথা,

"শাকে সায়কসপ্তিশৈলকুমিতে বর্ষেঽতিহর্ষপ্রদাং
চক্রে রাঘবপাণ্ডবীয়বিবৃতিং শ্রীপ্রেমচন্দ্রো দ্বিজঃ।"

শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।

ইনি উক্ত সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক। ইহার দর্শন শাস্ত্রে যে কি প্রকার ব্যুৎপত্তি তাহা কণাদসূত্র বিবৃত্তিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ বিবৃত্তির মধ্যে প্রতি আহ্নিকের প্রথমে যে এক একটী মঙ্গলাচরণ শ্লোক রচনা করিয়া দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহার কবিত্ব শক্তিকেও ধন্যবাদ করিতে হয়। যথা—

"যঃ শঙ্করোঽপি প্রণয়ং করোতি
স্থাণুস্তথা যঃ পরপূরুষোঽপি।

উমাগৃহীতোঽপ্যনুমাগৃহীতঃ
পায়াদপায়াৎ স হি নঃ স্বয়ম্ভূঃ॥

অথবা

উৎপত্তিস্থিতিসংহৃতীর্বিতনুতে বিশ্বস্য যঃ স্বেচ্ছয়া
তদ্বিষ্টভ্য পরিস্ফুরন্নপি ন যঃ প্রাজ্ঞেতরৈর্জ্ঞায়তে।
যত্তত্ত্বং বিদুষাং ন সংসৃতিসরিৎপূরে পুনর্মজ্জনং
সোঽয়ং বঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো ভূয়াদ্ভবো ভূতয়ে।"

গ্রন্থের শেষে স্বীয় নিবাস স্থল বড়ষা গ্রামের এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

"কালীপীঠোপকণ্ঠস্থলমিলিতবপুষ্টালিগঙ্গপ্রতীচ্যা-
মাস্তে শস্তৈর্দ্বিজৌঘৈঃ প্রথিততমতমুর্ব্বী পুরী পণ্ডিতাঢ্যা।
বড়্শ্যাসংজ্ঞাভিষঙ্গা কলিতকুলচতুঃসাগরীরত্নপূর্ণৈঃ
সাবর্ণৈঃ স্থাপিতোঽভূদতিবিমলমতির্যত্নতস্তত্র পূর্ব্বম্।"

এতদ্ভিন্ন "চামুণ্ডাশতক" নামে এক খানি যে খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহার কবিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও ঐ কাব্যখানি তাঁহার রুগ্নাবস্থায় রচিত হইয়াছে বটে, তথাপি ভাব ও অলঙ্কারাদির পারিপাট্য বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটী দেখা যায় না। তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

"যেষাং পুণ্যমগণ্যমন্যজননশ্রেণীকৃতং জৃম্ভতে
ধন্যাস্তে পদপঙ্কজান্তররজো ধ্যায়ন্তি বিন্দন্তি তে।
ন প্রাচীনমণুপ্রমাণমথবা পুণ্যং নবীনং ন মে
চামুণ্ডে নরমুণ্ডমালিনি মম ক্লেশাবলীং খণ্ডয়।

এই কাব্য খানি ১৭৮৮ শকে চৈত্র মাসে রচিত হইয়াছে যথা

দন্তিদন্তাবলাদ্রীন্দুপ্রমিতে শকভূপতেঃ।
অব্দে মাসি মধৌ স্তোত্রং সমাপ্তিমিদমাগমৎ।"

শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি।

ইনি উক্ত সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক। "বিষ্ণ্বাদিস্তোত্র" নামক এক খানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন দত্তকমীমাংসা ও ও দত্তকচন্দ্রিকার টীকা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন।

ইনি মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তঃপাতি নারিট্ গ্রামবাসি ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীসম্ভূত কলিকাতার শোভাবাজারস্থ রাজবাটীর সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পুত্র। ইঁহার যে প্রকার গুণগরিমার মহিমা তাহা শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের ভূমিকার ৪ পৃষ্ঠা অবধি পাঠ করিলেই ব্যক্ত হইবে।

ইনি সংস্কৃতকলেজের প্রধানাধ্যক্ষ এবং সংস্কৃত কবি শ্রীযুক্ত কাউএল সাহেবের আদেশ ক্রমে কুসুমাঞ্জলির তাৎপর্য্য বিবরণ সঙ্কলন করেন এবং কাব্যপ্রকাশের সংক্ষিপ্তার্থ প্রকাশ করেন। ইনি সম্প্রতি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপকতা কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। অতএব ইঁহাকেও কবিশ্রেণীতে পরিগণিত করা গেল।

শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

ইনি উক্ত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপক। "শব্দার্থরত্ন" নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া ১৯০৮ সম্বতে ১৭৭৩ শকে (১) মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন; তাহার প্রথম শ্লোক এই—

"অভিবাদ্য জগদ্বন্দ্যাং দেবীং বাচামধীশ্বরীং।
শব্দার্থরত্নং ক্রিয়তে শ্রীতারানাথশর্ম্মণা ॥"

---

(১) ঐ গ্রন্থের শেষে ঐ শক নিরূপিত হইয়াছে, যথা,

"শাকে রামাশ্ববাহেন্দুমানে সিংহগতে রবৌ।
শব্দার্থরত্নং সম্পূর্ণং তারানাথবিনির্ম্মিতং ॥"

অর্থাৎ, ১৭৭৩ শকের ভাদ্র মাসে তারানাথ রচিত শব্দার্থরত্ন গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।

ইনি ঐ গ্রন্থের মুখবন্ধে যে কয়েকটী পদ্য লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইঁহার কবিত্বরচনা শক্তির বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারে।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি অম্বিকাগ্রামে ইঁহার নিবাস স্থল। ইনি বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই বিশেষ পারদর্শী।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন।

ইনি কলিকাতার শোভাবাজার নিবাসী বিবিধ বিদ্যাবিদ্যোতিত অখিল গুণগণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেবের গুণ বর্ণনাময় "রাধাকান্তচম্পূঃ" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন; তাহার প্রথম শ্লোক এই—

"বন্দে হেরম্বপাদাম্বুজযুগমমরস্তোমসংপূজ্যমানং
সংসারাব্ধিপ্রয়াণাতরমিহ পরতঃ শৈবলোকাপ্তিবীজং।
স্নিগ্ধস্বান্তান্ধকারাহরকরনিকরং দানবৈর্ব্বন্দনীয়ং
সর্ব্বত্রোদ্দামরোচির্বিনিহততিমিরং বিঘ্ননাশাগ্নিরূপং॥"

গ্রন্থের শেষে স্বীয় পরিচয় এই প্রকারে দিয়াছেন।

"ইতি মহামহোপাধ্যায়মহারাজাধিরাজসভাস্তারবরশ্রীযুক্তকান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্ত শেখরভট্টাচার্য্যমহাশয়াত্মজ শ্রীক্ষেত্রপালভট্টাচার্য্যবিরচিতা রাধাকান্তচম্পূঃ সমাপ্তা।" ইনি বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি গুপ্তিপাড়া নিবাসী ৺ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বংশ সম্ভূত প্রভূতগুণগৌরবশালী চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র।

১৭৭৫ শকে উক্ত গ্রন্থ খানি রচিত হইয়া ১৭৮০ শকে মুদ্রিত হয়।

বাবু নীলরত্ন হালদার।

কলিকাতার সন্নিহিত চুঁচুড়া গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বনিবাস। ইনি নানা ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; "বহুদর্শন" নামক পুস্তক যাহা তিনি সংগৃহীত করিয়াছেন তাহাই ইহার প্রমাণ স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যধ্যায়ের ও

সপ্তশতী চণ্ডীর অন্তর্গত শক্রাদিশ্রুতির অনুবাদ করেন এবং "শ্রুতিগানরত্ন" ও "পার্ব্বতীগীতরত্ন" নামে দুই গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি ভগবদ্গীতার অনুবাদময় "গীতাগীতরত্ন" নামক গ্রন্থের রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের রচনা দৃষ্ট করিলে তাঁহাকে এক জন সুকবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। "শ্রুতিগানরত্ন" ১৭৭৫ শকে মুদ্রিত হয়। তাহার প্রথম সঙ্গীত এই—

"নত্বা শ্রীধরসুবিমলচরণং। দৃষ্ট্বা শ্রীধরটীকাবাচনং।" ইত্যাদি।

"জয় নারায়ণ করুণাসিন্ধো। জয় জয় কৃষ্ণ পতিতজনবন্ধো" ইত্যাদি ধ্রুবপদের। "পার্ব্বতীগীতরত্ন" ১৭৭৬ শকে মুদ্রিত হয়; তাহার ধ্রুবপদ এই:—

"জয় নারায়ণি জয় জয় দুর্গে। জয় পার্ব্বতি মাসিদ (?) সুদুর্গে" ইত্যাদি।

বাবু বিশ্বম্ভর পানি।

ইনি জিলা হুগলির অন্তঃপাতী সেনহাট গ্রামে ১৭০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব দেহের সাফল্য সাধন করতঃ ১৭৭৬ শকের আষাঢ় মাসের সপ্তবিংশ দিবসে কলিকাতা নগরে দেহযাত্রা সম্বরণ করেন।

ইনি ১৭৩১ শকে বাঙ্গালা ভাষায় "জগন্নাথমঙ্গল" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পরে অল্পকাল মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া "বৃন্দাবনপ্রাপ্ত্যুপায়", "প্রেমসম্পুট", "ভক্তরত্নমালা" ও "কন্দর্পকৌমুদী" (১)। এই কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত রচনা ও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পরে স্বয়ং সংস্কৃত কবিতা রচনায় পারগ হইয়া "সঙ্গীতমাধব" নামক একখানি কৃষ্ণলীলা বর্ণনময় গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ করেন। এই গ্রন্থখানি "গোবিন্দলীলামৃত" গ্রন্থের অনুরূপ; কিন্তু ইহাতে সঙ্গীতও আছে, এজন্য ইহার নাম "সঙ্গীতমাধব" হইয়াছে।

---

(১) "বৃন্দাবনপ্রাপ্ত্যুপায়" পদ্মপুরাণের অন্তর্গত পাতাল খণ্ডের অনুবাদ; "প্রেমসম্পুট" বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রণীত পুস্তকের অনুবাদ; "ভক্তরত্নমালা" নানা গ্রন্থ হইতে ভক্তগণের চরিত্র আহরণ পূর্ব্বক সঙ্কলিত; "কন্দর্পকৌমুদী", আদি রসময় কাব্য।

ঐ গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই—

"শ্রীগুরুং করুণাসিন্ধুং সর্ব্বশক্তিপ্রদং বিভুং।
তত্ত্বাতীতং সর্ব্বতত্ত্বস্বরূপং প্রণমাম্যহং॥"

এই গ্রন্থখানি ১৭৬৯ শকে প্রস্তুত হইয়া, যথা—

"শাকে গ্রহত্ব্র্ণবরোহিণীশে
শ্রীরাধিকাজন্মদিনেঽতিপুণ্যে।
হীনেন বিশ্বম্ভরদাসকেন
সংবর্ণিতোঽভূদতিযত্নতো বৈ॥"

অর্থাৎ।

১৭৬৯ শকে রাধাষ্টমীর দিবসে বিশ্বম্ভর দাস কর্ত্তৃক সংবর্ণিত হয়) ১৭৮২ শকে মুদ্রিত হয়।

কবিকেশরী।

এই গ্রন্থকর্ত্তার নাম ধাম প্রকাশ নাই, কেবল উল্লেখিত উপাধি দ্বারাই প্রসিদ্ধ। ইনি তোটকচ্ছন্দে "হরিকেলিকলাবতী" নামে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ খানি শ্রীযুক্ত ভীমলোচন সান্যালের আদেশ ক্রমে শ্রীযুক্ত পীতাম্বর শর্ম্মার দ্বারা সংশোধিত হইয়া ১৭৮২ শকে মুদ্রিত হয়।

৺কালাচাঁদ শিরোমণি।

ইনি নন্দদুলাল বিগ্রহের স্তুতিবর্ণনময়ী "পুষ্পমালা" নাম্নী এক পুস্তিকায় গ্রন্থন করেন। তাহার প্রথম শ্লোক এই—

শ্রীমন্নন্দদুলাল যামি শরণং ত্বামেব দেবং পরং
সংসারার্ণবকর্ণধার করুণাধার প্রভো তারয়॥
মজ্জন্তং ভববারিধৌ বহুবিধৈর্ভারৈরসন্তারকং
যাদাংসীব বুভুক্ষয়া পরিজনাঃ সম্মজ্জয়ন্তীহ মাং॥

কলিকাতার নিকটস্থ চাণকগ্রামে এই শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিবাসস্থল। ১৭৮৪ শকে তাঁহার কৃত ঐ গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

শ্রীতারাকুমার চক্রবর্ত্তী।

ইনি কলিকাতায় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্র। "শিব-শতক" নামে গ্রন্থ রচনা করেন; তাহার প্রথম শ্লোক এই—

মূর্দ্ধপ্রোদ্ভাসিগঙ্গেক্ষণগিরিতনয়াদুঃখনিশ্বাসপাত-
স্ফারম্মালিন্যরেখাচ্ছবিরিব গরলং রাজতে যস্য কণ্ঠে॥
সোঽয়ং কারুণ্যসিন্ধুঃ সুরবরমুনিভিঃ স্তূয়মানো বরেণ্যো
নিত্যং পায়াদপায়াৎ সততশিবকরঃ শঙ্করঃ কিঙ্করং মাং॥

গ্রন্থকর্ত্তা ঐ গ্রন্থের শেষে স্বীয় পরিচয় ও গ্রন্থের সময় নির্দ্দেশ এইরূপ করিয়াছেন, যথা,—

শাকেঽসুহৃদ্বসুসরিৎপতিকান্তমানে
ধ্যাত্বা হৃদা পদযুগং দ্বিজরাজমৌলেঃ॥
শ্রীকৃষ্ণমোহনশিরোমণিসূরিজশ্রী-
তারাকুমাররচিতং শতকং সমাপ্তং॥"

অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণমোহন দ্বিজের পুত্র শ্রীতারাকুমারের রচিত "শিব-শতক" ১৭৮৬ শকে সম্পূর্ণ হয়। ঐ শকেই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়।

ইনি "জীবনমৃগতৃষ্ণা" নামে গৌড়ীয় ভাষায় অন্য এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দ্বিজ।

ইনি "শিব-শতকস্তোত্ররত্নং" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন; তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

গুণাতীতেঽপীক্ষা গুণিনি গুণময্যা গুণবশাদ্
গুণীতি প্রত্যুক্ত্যা গুণবিদনুশাস্তি শ্রুতিগণঃ ॥
যতো নিস্ত্রৈগুণ্যে ক্বচিদপি ন বৃত্তির্গুণবিদা-
মতস্ত্বাং সংস্তোতুং সগুণ বিগুণোঽপি প্রভবতি ॥

এই গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় পরিচয় বিশেষ রূপে দেন নাই এবং গ্রন্থ রচনার সময়ও নির্দ্দেশ করেন নাই। গ্রন্থের রচনা প্রণালী দৃষ্ট করিলে গ্রন্থ খানিকে প্রাচীন বোধ হয়। গ্রন্থের শেষে কেবল এই শ্লোকটি দ্বারা এই গ্রন্থকর্ত্তার নাম জানা যাইতেছে, যথা,—

"ইতি শিবশতকং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদ্বিজেন
ব্যরচি নিয়তনুত্নং স্তোত্ররত্নং সযত্নং।
সুবিহিতশিবপূজাপূর্ব্বমেতস্য পাঠা-
দখিলফলবিধাতা শ্রীশিবঃ প্রীতিমেতি ॥"

শ্রীযুক্ত বাবু হিতলাল মিশ্র।

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি রাইপুর গ্রামে ইঁহার বাসস্থল। ইনি কান্যকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণ বংশজাত এবং বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের গুরুকুল সম্ভূত। ইনি ভগবদ্গীতার শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকার যে বঙ্গীয় অনুবাদ করেন, তাহার প্রারম্ভে যে কয়েকটি সংস্কৃত পদ্য লিখিয়াছেন এবং রাম গীতার সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়া তাহার প্রথমে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোক লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইঁহাকেও একজন কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

ভগবদ্গীতার বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদের প্রথমে লিখিত মঙ্গলাচরণ শ্লোক, যথা,—

"বন্দে কৃষ্ণং সুরেন্দ্রং স্থিতিলয়জননে কারণং সর্ব্বজন্তোঃ
স্বেচ্ছাচারং কৃপালুং গুণগণরহিতং যোগিনাং যোগগম্যং।
দ্বন্দ্বাতীতংকমন্তং (?) হরমুখবিবুধৈঃ সেবিতং জ্ঞানরূপং।
ভক্তাধীনং তুরীয়ং নবঘনরুচিরং দেবকীনন্দনং তং॥"

১৭৭৫ শকে ঐ অনুবাদ প্রস্তুত হয়, যথা,—

"মেয়ে মার্গণসিন্ধুসিন্ধুবিধুভিঃ শাকে সতাং সংমুদে
গীতার্থঃ প্রকটীকৃতঃ কৃতিমতা বাচানয়া ভাষয়া।
যত্নাৎ শ্রীহিতলালভূসূরবরেণৈষোঽপি দোষাকুলো
বিদ্যাকীর্ত্তিমতাং কৃপালুবিধিতো গ্রাহ্যস্ত্ব মাগচ্ছতু॥"

রামগীতার সংস্কৃত টীকার মঙ্গলাচরণ শ্লোক, যথা,—

শেষাশেষমুখব্যাখ্যা কৌশলং ত্বেকবক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে রামং শেষোপদেশিকং॥

১৭৮১ শকে এই টীকা প্রস্তুত হইয়া ১৭৮৩ শকে মুদ্রিত হয়; যথা,—

শ্রীরামগীতাটীকেয়ং কৃতা নাম্না হিতৈষিণী।
শাকে চন্দ্রগজাশ্বেন্দুমিতে তদ্দেবপ্রীতয়ে॥

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার শর্ম্মা।

ইঁহার নিবাসস্থল নবদ্বীপে। ইনি "রাধামানতরঙ্গিণী" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। তাহার প্রথম শ্লোক এই—

"ভূভারাবতরার্থমিন্দ্রবিধিবাগ্দেবাদিভিঃ প্রার্থিতঃ
পূর্ণব্রহ্মসনাতনোঽপি তনুধৃক্ শ্রীরামচন্দ্রঃ প্রভুঃ।
ধ্যাত্বা তচ্চরণারবিন্দযুগলং শ্রীনন্দনন্দপ্রদা
রাধামানতরঙ্গিণী বিরচিতা শ্রীনন্দমানপ্রদা॥"

"শৈলচন্দ্ররসরসাশাকে মানতরঙ্গিণী।
শ্রীনন্দেন কৃতা মাঘে নন্দানন্দপ্রদায়িনী॥"

এই গ্রন্থ বোধ হয় ১৭৬৬ শকে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে; কিন্তু শ্লোকের শব্দ বিন্যাস দ্বারা ইহার অন্যথাব্যক্ত হইতেছে কি না, তাহা পাঠক মহাশয়গণ বিবেচনা করিবেন।

আমরা শুনিয়াছি যে ইনি "হংসদূত" নামে অপর এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ গ্রন্থের একটী শ্লোকের যে কিয়দংশ শ্রুত হওয়া গিয়াছে তাহাতে রচনা কর্ত্তার উৎপ্রেক্ষা-করণ শক্তির উত্তম অনুধাবন হইয়াছে, যথা—

"মৃদু মৃদু শ্বাসেন হংসধ্বনিঃ"

অর্থাৎ হংসকে কোন ব্যক্তি কহিতেছেন যে এক্ষণে বিরহিণী শ্রীমতী আর কিছুই বলেন না। কেবল তাঁহার মৃদু মৃদু শ্বাস দ্বারা হংসধ্বনি হইতেছে; এজন্য আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল তর্করত্ন।

ইনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের সমাদৃত পণ্ডিত। ইহার নিবাস স্থল ভাটপাড়ায়। ইনি "অনিলদূত" নামে এক খানি খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত সাধারণ সমীপে প্রকাশ হয় নাই।

ঐ কাব্যের প্রথম শ্লোক এই—

"শ্রীমৎকৃষ্ণে মধুপুরগতে নির্ম্মলা কাপি বালা
গোপী নীলোৎপলনয়নজাং বারিধারাং বহন্তী।
ম্লানিপ্রাপ্ত্যা শশধরনিভাং ধারয়ন্তী তদাস্যে
গাঢ়প্রীতিচ্যুতিকৃতজরা নির্ভরং কাতরাভূৎ॥"

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দেবশর্ম্মা।

ইনি কলিকাতার হাতিবাগানের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহাশয়ের পুত্র। ইঁহাদিগের পূর্ব্ব নিবাসস্থল বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত উপলাতিবড়ায়। ইনি "পিকদূত" নামে এক খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত সাধারণের গোচর হয় নাই। ঐ কাব্যের প্রথম শ্লোক এই—

কুঞ্জং কূজন্মধুকরপিকৈঃ সঙ্কুলং গোপকান্তা
কাচিৎ ফুল্লৎকমলনয়না গচ্ছদঙ্গপ্রধানা।
তস্মিন্নেকং মধুরবচনং কোকিলং পাদপস্থং
দৃষ্ট্বা হৃষ্টাবদদিদমসৌ কৃষ্ণবৎ কান্তিভাজং॥

শ্রীযুক্ত তারকনাথ তর্করত্ন।

ইনি বর্দ্ধমানাধিপতির এক জন প্রধান মন্ত্রী। ইঁহার নিবাস স্থল হুগলি জেলার অন্তঃপাতি বংশবাটী।

ইনি যদিও কোন কাব্য রচনা করেন নাই, তথাপি কবিতা রচনায় যাদৃশী শক্তি দেখা যায় ইঁহাতে এক জন প্রধান কবি বলিয়া মান্য করিতে হয়। ইঁহার রচিত শ্লোক যথা—

যং জানন্তি ভিদাজড়ো বিভুরিতি প্রায়েণ নৈয়ায়িকাঃ
সাঙ্খ্যাশ্ছাগগলস্তনোপমমমুং পাতঞ্জলা ইত্যপি।
কাণাদাঃ সহকারণং প্রতিভুবং কার্য্যেষু মীমাংসকাঃ
কোঽপ্যেকো জয়তি ভ্রমাশ্রয়তয়া স্বাত্মেতি বেদান্তিনঃ॥

দ্বিতীয় শ্লোক, যথা—

"স্থাণুস্ত্বং স্বয়মেব হে পশুপতে পুত্রো বিশাখোঽপি তে
কিঞ্চ ত্বঞ্চ জটালবালসলিলো যোষাপ্যপর্ণা তব।
ত্বত্তঃ কিং ফলমস্মুমো ভুবি বয়ং কিম্বা ত্বয়া দীয়তে
জানীমস্ত্বদুপাসনেন সুচিরং জন্মক্ষয়ঃ কেবলং॥"

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র তর্করত্ন।

ইনি দিনাজপুর রাজবংশের পুরোহিতগোষ্ঠীসম্ভূত। বাল্যকালে নবদ্বীপে বিদ্যাধ্যয়ন করেন। ইনি "কাব্যপেটিকা" নামক এক সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছেন; তাহার প্রথম শ্লোক এই—

মঞ্জীররণিতমধুরৈঃ সরসৈর্ভাবান্বিতৈঃ পদন্যাসৈঃ।
মুখরঙ্গেষু কবীনাং গিরো নবীনাঃ প্রনৃত্যন্তু॥ (১)

গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় গ্রন্থে নিজ পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন, যথা—

"অভিনবভাবপরীতা কৃতিরবিগীতা মহেশচন্দ্রস্য"
জনয়তু বিদুষাং তোষং চিরমেষা কাব্যপেটিকা নাম॥

এতদ্ভিন্ন ইনি বঙ্গভাষায় "নিবাতকবচবধ" প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছেন।
ইনি ১২৪৮ সালে দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ।

ইনি "লঘুভারত" ও "গোবিন্দ নামামৃত" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

---

(১) ১২৭৭ সালে কাব্যপেটিকা প্রথম মুদ্রাঙ্কিত হয়। উপরুক্ত শ্লোকটী ঐ প্রথম মুদ্রাঙ্কণের প্রথম শ্লোক। দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত শ্লোকটী দ্বিতীয় শ্লোক হইয়াছে; তাহার প্রথম শ্লোক এই:—

"জয়তি কবিকণ্ঠবীণাবাদননিপুণা কলাবতী বাণী।"
পাদন্যাসৈঃ সবত্তিভি রূপাদিশচ্ছন্দসাং জালান্॥" ইতি প্রকাশক।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

ইহার নিবাসস্থল সেরপুর। ইনি "সতীপরিণয়," "তত্ত্বাবলী," "প্রবোধ-শতক" প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছেন। "সতীপরিণয়" কাব্যের প্রথম শ্লোক এই,—

যদাত্মতত্ত্বং যতয়ো গতেহা
বিন্দন্তি সাক্ষাৎক্ষতপুণ্যপাপাঃ।
অগম্যমপ্যাত্মবিশেষগম্যং
পরাৎ পরন্তৎ পরিচিন্তয়ামি।

এই গ্রন্থ ১২৭৮ সালে ২রা শ্রাবণ ইংরাজী ১৮৭১ সালে ১৭ই জুলাই প্রথম মুদ্রিত হয়।

সংস্কৃত কোকিল দূত প্রণেতা।

আমরা সর্ব্বশেষে এই পও কাব্য খানির নাম স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিলাম। ইহার প্রণেতার নামকে কবিদিগের শ্রেণীভুক্ত করিতে আমরা সাহসী হইলাম না। যদি ও কাব্যাদি রচনা বিষয়ে ইহার যথোচিত যত্ন থাকা দেখিয়া অনেকেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তথাপি কি ইনি কবি নামের যোগ্য হইতে পারেন ?

"দ্যুতিমাত্রেণ খদ্যোতঃ কিং খদ্যোতসমো ভবেৎ"

খদ্যোতের (জ্যোতিরিঙ্গণের) কিঞ্চিৎ দ্যুতি আছে বলিয়া সে কি খদ্যোতের (সূর্য্যের অথবা নভঃস্থ কোন এক জ্যোতিষ্মান পদার্থের) তুল্য হইতে পারে ?

এই কাব্য খানি ১৭৭৭ শকে প্রস্তুত হইয়া ১৭৮৫ শকে মুদ্রিত হইয়াছে; যথা,—

"সিন্ধুস্বর্গাশ্বশুভ্রাংশৌ শকে দেবপ্রাসদতঃ।
বসন্তদূতদূতাখ্যং জাতং কাব্যামৃতং গবি॥"

ইহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই,—

"বৃন্দাবৃন্দমরন্দবিন্দুনিচয়স্যন্দেন সন্দীপিতাদ্
গন্ধাঢ্যস্য সনন্দনাদিরমৃতানন্দেঽপি মন্দাদরঃ।
মোক্ষানন্দথুনিন্দি সেবনসুখস্বাচ্ছন্দ্যসন্দোহদং
তদ্বন্দেমহি নন্দনন্দনপদদ্বন্দারবিন্দং মুহুঃ॥"

গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই—

"বৃন্দারণ্যান্মধুপুরমিতে মাধবে তস্য পশ্চা-
দায়াস্যামি ত্বরিতমিতিবাগ্বীজসম্ভূতমেকং।
আশাবৃক্ষং নয়নসলিলৈঃ সিঞ্চতী বর্দ্ধয়ন্তী
রাধা বাধাবিবশহৃদয়া যাপয়ামাস মাসান্॥"

যদি ও এই কাব্য তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার, সোমপ্রকাশ পত্রের, এডুকেশন গেজেটের এবং রহস্য সন্দর্ভের সম্পাদকগণ ও অন্যান্য সহৃদয় মহোদয়গণ কর্ত্তৃক সমালোচিত হইয়া সমাদৃত হইয়াছে বটে, তথাপি ইহার দোষগুণের বিচার চারুদৃগ্ ব্যক্তিগণের প্রতি থাকিল।

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থোক্ত কবি কাব্য ইত্যাদির নির্ঘণ্ট।

অ।

আ।

ঈ।

উ।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

নির্ঘণ্ট পত্রাঙ্ক।

য।